BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1085 ♦ Friday 17 July - Thursday 23 July 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম

--১৬ পৃষ্ঠায়

ভাগ্য খুলছে বাংলাদেশীসহ ১৬ লাখ অভিবাসীর

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। আর এই পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশীসহ ১৬ লাখ অভিবাসী পাবেন বৈধ হওয়ার সুযোগ। ব্রিটিশ সরকারের এই পরিকল্পনা অনেকটা গোপণে চূড়ান্ত হচ্ছে।

এই নীতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশিসহ প্রায় ১৬ লাখ অভিবাসীকে দ্রুততম সময়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের (আইএলআর) সুযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে হোম অফিস। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, ব্রেক্সিট-পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যে আসা বিশাল সংখ্যক অভিবাসীর জন্য স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতা অর্জনের সময়সীমা ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করার যে বিতর্কিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা থেকে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মন্ত্রীরা।

গত বছরের শেষভাগে হোয়াইটহলের মূল পরিকল্পনা ছিল, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সহজ ভিসা নীতিতে আসা অভিবাসীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই কার্যকর বা ভূতাপেক্ষ করে স্থায়ী বসবাসের ন্যূনতম সময়সীমা ১০ বছর করা হবে। তবে

গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহামসহ শীর্ষস্থানীয় আঞ্চলিক নেতাদের জোরালো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের পর প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছে। আগের ওই কঠোর নীতির সমালোচকরা সফলভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, হুট করে নিয়ম পরিবর্তন করলে যুক্তরাজ্যের আবশ্যিক খাতগুলো, বিশেষ করে সামাজিক সেবা খাতে তীব্র সংকট তৈরি হবে, এই খাতে বর্তমানে লাখ লাখ বিদেশি কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। হোম অফিস তাদের অভিবাসন সংস্কারের ভূতাপেক্ষ অংশগুলো বাতিল করার চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকায় ব্রেক্সিট-পরবর্তী অভিবাসনের সময়ে আসা হাজার হাজার বাংলাদেশি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা সরাসরি উপকৃত হবেন। ফলে স্থায়ী হওয়ার জন্য তাদের দীর্ঘ ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে না, বরং ৫ বছর পূর্ণ হলেই তারা স্থায়ী বসবাসের আবেদন করতে পারবেন।

অভিবাসন নীতিতে এই সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়টি এমন এক সময়ে সামনে এলো, যখন জনশৃঙ্খলা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গভীর অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কাউন্টার টেরেরিজম এবং গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা প্রকাশ করেছেন যে, যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সংক্রান্ত সংবেদনশীল বিতর্কটিকে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা পরিচালিত সুসংগঠিত কিছু প্রচারণার সন্ধান পেয়েছে, যেখানে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সমাজে মেরুকরণ তীব্র করার চেষ্টা চলছে। বিশ্লেষক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, সুক্ষ ও --১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন। ১৯শে জুলাই রোববার ফুটবল আসরের মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বুধবারে আটলান্টা স্টেডিয়ামে শ্বাসরুদ্ধকর সেমিফাইনালে ২-১ গোলের ব্যবধানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। এনজো ফার্নান্দেজ এবং লাউতারো মার্টিনেজের গোলে ভর করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা তাদের অপরাজেয় যাত্রা অব্যাহত রাখলো। এই জয়ের ফলে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে তাদের টানা সাতটি ম্যাচে জয়লাভ করল, যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তাদের দীর্ঘতম জয়ের রেকর্ড। --১৬ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার পরিবারসহ ১০ শিল্প গ্রুপের ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবার এবং ১০টি শিল্প গ্রুপের দেশি-বিদেশি মোট ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সংস্থাটি বলছে, অবৈধ সম্পদ অর্জন, কর ফাঁকি ও অর্থপাচারের অভিযোগে পরিচালিত যৌথ তদন্তের অংশ হিসেবে এসব সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনতেও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১৫ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বিএফআইইউ'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য

জানান সংস্থাটির প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন।

তিনি জানান, জব্দ করা মোট সম্পদের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে থাকা ৫৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ এবং বিদেশে থাকা ১৯ হাজার কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। বিএফআইইউ প্রধান বলেন, ''দেশ থেকে যে সম্পদ চুরি --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে ভয়াবহ হামলা থেকে রক্ষা পেলেন হাজারো মুসল্লী

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের ইপসউইচে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছেন কয়েক হাজার মুসল্লী। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের নজরদারির কারণে এই ভয়াবহ হামলা ঠেকানো সম্ভব হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র দাবী করেছে। রোববার ইপসউইচে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী 'ইউকে ইজতেমা' সম্ভাব্য চরম ডানপন্থী হামলার আশঙ্কায় নির্ধারিত সময়ের আগেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সতর্কতার পর আয়োজকরা এই সিদ্ধান্ত নেন।

ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১৫ হাজার মুসল্লি এই ধর্মীয় সমাবেশে অংশ নেন। সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকির খবর পাওয়ার পর কাউন্টার টেরেরিজম পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ১২জনকে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, হত্যা-ষড়যন্ত্র এবং হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেছেন, দ্রুত ও কার্যকর অভিযানের মাধ্যমে "নিঃসন্দেহে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।"

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সারের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫৫, ৬০ ও ৮২ বছর বয়সী তিন ব্যক্তিকে হত্যা-ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পূর্ব লন্ডন থেকে ৪৮ বছর বয়সী এক নারীকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি সন্দেহভাজন গোষ্ঠীর এক সদস্যকে --১৬ পৃষ্ঠায়

মহাকাশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনিল মেনন

পোস্ট ডেস্ক : প্রথমবারের মতো মহাকাশযাত্রা শুরু করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভোচারী অনিল মেনন। মঙ্গলবার কাজাখস্তানের ঐতিহাসিক বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে রাশিয়ার সয়ুজ এমএস-২৯ মহাকাশযানে চড়ে তিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের (আইএসএস) উদ্দেশে রওনা দেন।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ৮টা ১৭ মিনিটে উৎক্ষেপণ হওয়া --১৬ পৃষ্ঠায়

৬২ দেশকে ভিসামুক্ত করলো জার্মানি

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৬ সালেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও শেনজেন অঞ্চলের বাইরে থাকা ৬২টি দেশের নাগরিকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা বহাল রেখেছে জার্মানি। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত সর্বশেষ তালিকায় এসব দেশের নাগরিকরা পর্যটন, ব্যবসা কিংবা অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি কাজে সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়াই জার্মানিতে প্রবেশ করতে পারবেন।

তবে বাংলাদেশ এই ৬২টি ভিসামুক্ত দেশের তালিকায় নেই। ফলে বাংলাদেশের নাগরিকদের জার্মানিতে ভ্রমণের জন্য আগের মতোই প্রযোজ্য ভিসা নিতে হবে।

জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, তালিকায় থাকা ৬২টি দেশের নাগরিকরা ১৮০ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত জার্মানিতে --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে দাবদাহে ২৭০০ জনের প্রাণহানি

পোস্ট ডেস্ক : চলতি বছরের মে ও জুন মাসে বয়ে যাওয়া তীব্র দাবদাহে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অন্তত ২ হাজার ৭০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) প্রকাশিত এক যৌথ গবেষণায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন, যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিস এবং লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য, জলবায়ুর মডেল এবং দাবদাহে অতিরিক্ত মৃত্যুর হার নিয়ে গবেষণা করে এই হিসাব তৈরি করেছে। গত মে ও জুন মাসে --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে বাংলাদেশিসহ ১৬ ব্যক্তির শত বছরের কারাদণ্ড

পোস্ট ডেস্ক : পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস ও বেথনাল গ্রিন এলাকায় সক্রিয় কুখ্যাত অপরাধচক্র 'স্পেকস'-এর ১৬ সদস্যকে মোট প্রায় ১০০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ব্রিটিশ আদালত। মেট্রোপলিটন পুলিশের দীর্ঘমেয়াদি তদন্ত 'অপারেশন নটউইড'-এর মাধ্যমে মাদক ও অস্ত্র পাচার, সহিংসতা এবং অবৈধ অর্থ লেনদেনে জড়িত চক্রটির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হয়।

আদালতের রায়ে চক্রটির অন্যতম প্রধান সদস্য নেফুর মিয়াকে সাড়ে ১৭ বছরের এবং মুহাম্মদ ইসমাঈল আলীকে সাড়ে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে আল্লামা দুবাগী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর ষষ্ঠ বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল সম্পন্ন

পোস্ট ডেস্ক : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, পীরে কামিল হযরত আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব কিবলাহ রাহমতুল্লাহ আলাইহির ষষ্ঠ বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল রোববারে, লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহি ঈসালে সাওয়াব মাহফিল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন তাঁর বড় ছাহেবজাদা আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী দুবাগী।

মাহফিলে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত পীর-মাশায়িখ, আলিম-উলামা এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে রেকর্ড ভাঙা তীব্র গরম উপেক্ষা করে আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহির মুরীদীন, মুহিব্বীন ও সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা দুবাগী ছাহেবের আলোকিত জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, মিনহাজুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন এর ডাইরেক্টর আল্লামা সাদিক কোরেশী আল-আজহারী, মুহিউল ইসলাম মসজিদের খতীব আল্লামা শের আহমদ বারকাতি, সাবেক মন্ত্রী আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী, লন্ডন দারুল হাদিস লতিফিয়ার সাবেক প্রিন্সিপাল মুফতি ইলিয়াস হোসেন, রাখালগঞ্জ মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল আল্লামা হাবিবুর রহমান চাতকী, ইউকে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর সাবেক সভাপতি শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জলিল, লন্ডন নিউক্রস জামে মসজিদের খতিব মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী ছাহেবজাদায়ে দুবাগী, মাওলানা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ছোট ছাহেবজাদায়ে দুবাগী, আল-হীরা মসজিদের খতীব আল্লামা সানাউল্লাহ ছেটি, এডমন্টন মসজিদের খতিব আল্লামা ক্বারী তারিক মাহমুদ, যুক্তরাজ্য আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর সভাপতি মাওলানা নজরুল ইসলাম, লন্ডন মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা এমদাদুর রহমান আল-মাদানী; লন্ডন বায়তুল আমান মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল মালিক, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ; লেস্টার দারুস সালাম মসজিদের খতিব হাফিজ মাওলানা আব্দুল জলিল, উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজারের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আমিনুল ইসলাম জলঢুপী, লতিফিয়া উলামা সোসাইটির সভাপতি মাওলানা শিহাব উদ্দিন, ব্রিকলেন মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা মারুফ আহমদ, বার্মিংহাম ডারলিস্টন সুন্নি জামে মসজিদের খতিব অ্যাডভোকেট মাওলানা সালেহ আহমদ মনছুরী, ওল্ডহাম শাহ পরান মসজিদের খতিব মাওলানা ফখরুল ইসলাম, কিংস ক্রস মসজিদের সাবেক খতিব মুফতি এহসান আহমদ, বাংলাদেশি ইসলামিক সেন্টার, লজেলস, বার্মিংহাম এর ইমাম ও খতিব, মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল-হুমাইদি; এনফিলড মসজিদের খতিব মাওলানা আলী আহমদ, আল-ইসলাহ টাওয়ার হ্যামলেটস্ শাখার সাবেক সভাপতি মাওলানা আজিজুর রহমান, লন্ডন আল-ইসলাহ ডিভিশনের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস।

মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা মুহিউস-সুন্নাহ চৌধুরী আল-আজহারী, মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, হাফিজ মাওলানা ওয়াহিদ উদ্দীন সিরাজী, মাওলানা মুস্তফা কামাল, হাফিজ মতিউল হক, হাফিজ সাজ্জাদুর রহমান, হাফিজ নাজিম উদ্দিন, ক্বারী গোলাম আজম, ক্বারী হারুন আহমদ, ক্বারী সুফিয়ান বিল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব রাহমতুল্লাহ আলাইহি প্রবাসে ইসলামী জাগরণের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলেম, বিজ্ঞ মুফতি, সুদক্ষ সংগঠক, সফল শিক্ষক, ইসলামী লেখক এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মুসলিম সমাজের মধ্যে একাধারে সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ দ্বীনি শিক্ষা, ইসলামী সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ইসলামের সেবায় নিবেদিত ছিল। জ্ঞানার্জন থেকে শুরু করে জ্ঞান বিতরণ, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে মানবিক ও সামাজিক নেতৃত্ব সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

আল্লামা দুবাগী (রহ.) এর ব্যক্তিত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যক্তি প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দ্যোগও অপরিহার্য। তিনি ছিলেন ইউকে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর প্রতিষ্ঠাতা ও লন্ডন দারুল হাদীস লাতিফিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ইউকে উলামা সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে আলেম সমাজকে একটি সুসংগঠিত প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, নম্রতা এবং ঐক্যের চেতনা। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ওলামা-পীর-মাশায়েকগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন।

একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তাঁর ছাত্র। শায়খুল হাদীস আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহি হাজারো ছাত্র তৈরী করেছেন, যারা আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত। উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী (রহ.) এর পাঠদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গবেষণামূলক। তিনি শুধু বইয়ের ব্যাখা দিতেন না; বরং বিষয়গুলোর পটভূমি, দলিল, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব প্রয়োগও তুলে ধরতেন। ফলে তাঁর ছাত্ররা কেবল পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নয়, বরং একজন প্রকৃত আলেম হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেতেন। মাহফিলে অনেক ছাত্র স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল, ধৈর্যশীল এবং প্রজ্ঞাবান শিক্ষক ছিলেন। কঠিন বিষয়গুলোও তিনি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে পারতেন।

যুক্তরাজ্যে মুসলিম অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ধর্মীয় নেতৃত্বের প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই বাস্তবতা আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী (রহ.) গুরুত্ব ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রবাসী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী পরিচয় রক্ষা, নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সমাজকে নৈতিকভাবে সুসংগীত করা অত্যন্ত জরুরী। এই লক্ষ বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী কেন্দ্র এবং সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সংস্পৃক্ত হন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বহু ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয় এবং অসংখ্য মানুষ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

মুনাযীরে আযম, আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী (রহ.) এর ওয়াজ ও বয়ান ছিল দলিলসমৃদ্ধ হৃদয়গ্রাহী এবং বাস্তবমুখী। তিনি ধর্মকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখতেন না, বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ইমলামের প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন।

বাহরুল উলুম হযরত আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী (রহ.) এর জ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ছিল তাঁর লেখনী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনাগুলোতে দেখা যায় গভীর গবেষণা, দলিলভিত্তিক আলোচনা, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা, সমসাময়িক সমস্যার বিশ্লেষণ, এবং আকীদা ও আমলের বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

মুফতি হিসেবে মুফতীয়ে আযম হযরত আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী (রহ.)এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক। ইসলামী আইন, সমসাময়িক সমস্যা এবং সামাজিক নানা প্রশ্নে তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে সমাধান প্রদান করতেন। বিশেষ করে প্রবাসী মুসলিম সমাজে উদ্ভুত নতুন নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর ফতোয়াগুলো ছিল বাস্তবসম্মত এবং শরিয়তের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি জটিল বিষয়ে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত দিতেন না। বরং গবেষণা, পর্যালোচনা পূর্বসূরী ফকিহদের মতামত অধ্যয়ণ করে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতেন। এ কারণে সাধারণ মানুষ ও আলেমসমাজ উভয়ের কাছেই তাঁর ফতোয়া সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

একজন আলেমের প্রকৃত সৌন্দর্য তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পায়। পীরে কামিল হযরত আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী (রহ.) ছিলেন বিনয়, তাকওয়া, ইখলাস এবং সুন্নাহর অনুসরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সর্বদা আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন। মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত নম্র ও আন্তরিক। তাঁর সহচরে যারা এসেছেন, তাঁর আন্তরিকতা, উদারতা এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবল জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, বরং সেই জ্ঞানকে চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে ব্যবহার করাই প্রকৃত সফলতা। তাঁর তিনজন সুযোগ্য সাহেবজাদা রেখে গেছেন। প্রবাদ আছে, বৃক্ষ কি, ফলে পরিচয়। তাঁর সন্তানগণ ও অত্যন্ত বিনয়ী।

২০২০ সালের ১০ জুলাই তিনি যুক্তরাজ্যে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শোকের ছায়া নেমে আসে। অসংখ্য ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী আলেম ও সাধারণ মুসলমান তাঁর গভীরভাবে মর্মাহত হন। তবে প্রকৃতপক্ষে একজন আলেম কখনও সম্পূর্ণ বিদায় নেন না। তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞান, ছাত্র, প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ এবং আদর্শ তাঁকে মানুষের হৃদয়ে জীবিত রাখে। আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী (রহ.)-এর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। আজও তাঁর ছাত্ররা তাঁর শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ করা হচ্ছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন উদ্যোগ সমাজকে উপকৃত করছে।

পরিশেষে মিলাদ পাঠান্তে দোয়া পরিচালনা করেন দুবাগী ছাহেবের সুযোগ্য বড় ছাহেবজাদা আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী দুবাগী।

ধূমপান ও তামাক ত্যাগে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য 'স্মোক-ফ্রি চ্যালেঞ্জ'

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের ধূমপান এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য ব্যবহার ত্যাগে সহায়তা করতে চালু হয়েছে 'স্মোক-ফ্রি চ্যালেঞ্জ' কর্মসূচি। রাইজ (RISE)-এর মাধ্যমে পরিচালিত এই উদ্যোগে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, বিনামূল্যে সহায়তা এবং আর্থিক প্রণোদনার সুযোগ পাবেন।

ধূমপান এবং সাদা, জর্দা ও পানসহ বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। এসব অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ জীবনযাপন গড়ে তুলতে বাসিন্দাদের উৎসাহিত করতেই এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারীরা পাবেন ৮ থেকে ১২ সপ্তাহের ব্যক্তিগত সহায়তা পরিকল্পনা, বিনামূল্যে নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (এনআরটি) এবং প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতাদের মুখোমুখি সহায়তা। ধাপে ধাপে অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সর্বোচ্চ৵২৫ পাউন্ড পর্যন্ত পুরস্কারও পেতে পারবেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাক ত্যাগের ক্ষেত্রে সঠিক পরামর্শ, নিয়মিত সহায়তা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা সহায়তা সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। রাইজ কর্মসূচি সেই সহায়তাগুলোকে সহজলভ্য করে তুলছে, যাতে অংশগ্রহণকারীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধূমপানমুক্ত জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

এই কর্মসূচি টাওয়ার হ্যামলেটসের ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী সকল বাসিন্দার জন্য উন্মুক্ত। যারা ধূমপান বা তামাকজাত পণ্য ব্যবহার ছাড়ার কথা ভাবছেন, তাদের এখনই প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আরও তথ্য জানতে এবং কর্মসূচিতে অংশ নিতে ভিজিট করুন quitrightth.org অথবা ফোন করুন ০৮০০ ১৬৯ ১৯৪৩।

অসামাজিক কার্যকলাপ দমনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সপ্তাহব্যাপী অভিযান

অসামাজিক আচরণজনিত কার্যকলাপ মোকাবিলায় সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অভিযান কর্মসূচি চালিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। এই অভিযানে বারার প্রায় ৫ শতাধিক বাসিন্দাকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বারাজুড়ে মোট ২২টি ইভেন্ট পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে ছিল অস্ত্র অনুসন্ধান অভিযান, মাদক তল্লাশি, বিশেষ অ্যাকশন ডে এবং এনগেইজমেন্ট স্টল। এসব কর্মসূচিতে পুলিশ ও বিভিন্ন হাউজিং প্রভাইডার অংশ নেয়।

সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশেষ দুটি অ্যাকশন ডে পরিচালনা করা হয়। এর একটি অভিযান ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া ডক রোড, হোয়াইটচ্যাপেল রোড এবং ব্রিকলেন এলাকায় যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ চিহ্নিত করতে। অন্যটি ক্লেয়ার স্ট্রিট ও পয়সার স্ট্রিটে বর্জ্য ও পরিবেশগত অপরাধ সনাক্ত করতে।

কাউন্সিলের সপ্তাহব্যাপী অভিযানে অর্জিত সাফল্যগুলো হলো, ৪টি গাড়ি, ৬টি মপেড, ১১টি ই-বাইক এবং ৭টি ই-স্কুটার জব্দ, ১৮ জন চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ৪ জনকে গ্রেপ্তার, পার্কিং বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ৮টি পেনাল্টি চার্জ নোটিশ প্রদান, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার করায় ১টি গাড়ি জব্দ, ৪টি ব্লু ব্যাজ চেক এবং মোট ১০টি গাড়ি অপসারণ।

বারায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কেবিনেট মেম্বার ফর কমিউনিটি সেফটি, কাউন্সিলার কবির আহমেদ বলেন, "আমরা জানি অসামাজিক কার্যকলাপ আমাদের বাসিন্দাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। তাই অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা করা আমাদের অঙ্গীকার।আমরা বাসিন্দাদের মতামত ও উদ্বেগের কথা শুনছি। সম্প্রতি আমরা নতুন এএসবি নীতি চালু করেছি, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে আমরা বারাতে অসামাজিক আচরণজনিত কার্যকলাপ মোকাবিলা করছি।"

তিনি বলেন, "কাউন্সিলের ভাড়াটিয়া এবং লিজহোল্ডারদের জন্য চালু করা ২৪ ঘণ্টার রেসপন্স ফোনলাইন সমস্যার দ্রুত রিপোর্টিং ও সমাধান নিশ্চিত করছে। আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা (থিও) সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং তাতে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে বারাতে অসামাজিক কার্যকলাপ দমনে অভিযান অব্যাহত রাখবো।"

টাওয়ার হ্যামলেটসে নির্মাণ শিল্পে ক্যারিয়ার মেলায় তরুণ-তরুণীদের ব্যাপক সাড়া

গত সপ্তাহে টাওয়ার হ্যামলেটসে অনুষ্ঠিত হওয়া "কনস্ট্রাকশন ক্যারিয়ার্স শোকেস ২০২৬" শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নির্মাণ শিল্পে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের এক বিশেষ সুযোগ পেলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের শত শত

চাকরি প্রত্যাশী।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নের দিক থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস বর্তমানে দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল এলাকা। ২০১১ সাল থেকে এই বরা লন্ডনের যেকোনো বরার তুলনায় সর্বাধিক - ৩৮ হাজারেরও বেশি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছে, এবং গত এক বছরে আরও ৯ হাজারের অধিক নতুন বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।

এত বড় পরিসরে উন্নয়নকাজ চলমান

থাকায়, তরুণ প্রজন্ম এবং যারা নতুন ক্যারিয়ারের সন্ধানে আছেন - উভয়ের জন্যই নির্মাণ শিল্প একটি শক্তিশালী পেশাগত বিকল্প হয়ে উঠছে।

গত বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই "কনস্ট্রাকশন ক্যারিয়ার্স শোকেস ২০২৬" সব বয়সের চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ডেভেলপার ও ঠিকাদারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পান, পাশাপাশি ড্রিলিং ও প্লাস্টারিংয়ের মতো বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতা হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেখার সুযোগও পান।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কর্মসংস্থান, উদ্যোগ, দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য, কাউন্সিলর শেনালি মিয়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "এটি ছিল মানুষের জন্য নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা নেওয়ার এক দুর্দান্ত সুযোগ। এই খাত শুধু ইট গাঁথার কাজেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করেছে যে অফিসে বসেও অনেক কাজ রয়েছে, আবার সরাসরি নির্মাণস্থলেও রয়েছে বিভিন্ন কাজ। নির্মাণ শিল্পে প্রচুর সুযোগ ও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, এবং টাওয়ার হ্যামলেটসে তা বিশেষভাবে সত্য।"

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল ওজেল গ্রুপ লিমিটেড, যা টাওয়ার হ্যামলেটসের হাউজবিল্ডিং বা গৃহনির্মাণ প্রকল্পে কর্মরত একটি বিশেষায়িত ড্রাইলাইনিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ম্যানেজার পিওতর ইয়ারোশ বলেন, "আমাদের এই ট্রেড সম্পর্কে আগ্রহী এত তরুণ-তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ছিল আমাদের জন্য এক আনন্দদায়ক ও চমৎকার অভিজ্ঞতা।"

এই কনস্ট্রাকশন ক্যারিয়ার্স শোকেস আয়োজন করে কাউন্সিলের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সেবা "ওয়ার্কপাথ" (WorkPath)। এই সেবাটি বাসিন্দাদের কর্মজীবনের প্রতিটি ধাপে সহায়তা প্রদান করে এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্যারিয়ার ইভেন্টের আয়োজন করে থাকে।

ওয়ার্কপাথ সেবায় কীভাবে নিবন্ধন করবেন, কোনো পরামর্শদাতার (অ্যাডভাইজার) সঙ্গে কথা বলবেন, অথবা তাদের নিউজলেটারে সাইন আপ করবেন, তা জানতে ভিজিট করুন: www.towerhamlets.gov.uk/workpath

উল্লেখ্য টাওয়ার হ্যামলেটস লন্ডনের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলো এক বরোতে ধারণ করে। এর উখযোগ্য দিকগুলো হলা, এটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এবং সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এটি এবং যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক অবদান রাখে এই বারা। এছাড়া টাওয়ার অব লন্ডন ও ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে শুরু করে ক্যানারি ওয়ার্ফ ও স্পিটালফিল্ডস পর্যন্ত, এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়, কারন, লন্ডনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ও ঐতিহাসিক এলাকাগুলোর একটি এই টাওয়ার হ্যামলেটস।

£40 off lens upgrades: Cannot be used with any other offers. The lenses included with the £70-£170 ranges are 1.5 standard single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges). This offer is for £40 off any lens upgrades but excludes safety eyewear, myopia management lenses and Aspheric 1.5 lenses. All lenses are scratch resistant. Additional charge for extra lens options which cost over £40. For any lens options that cost under £40, any difference in value will not be refunded, discounted off your purchase or provided in cash/vouchers. Subject to suitability.

স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ৩১তম বার্ষিকীতে টাওয়ার হ্যামলেটস ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের যৌথ স্মরণসভা : শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

লন্ডন, ১০ জুলাই ২০২৬ : বসনিয়ার স্রেব্রেনিৎসায় সংঘটিত গণহত্যায় শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ইস্ট লন্ডন মসজিদ। একই সঙ্গে ন্যায়বিচার, শান্তি এবং সব ধরনের ঘৃণা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের যৌথ উদ্যোগে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ৩১তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মরণসভায় এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

৯ জুলাই বৃহস্পতিবার টাউন হলের গ্রোসারস উইংয়ে ‘রিমেম্বারিং স্রেব্রেনিৎসা ২০২৬: উই আর হেয়ার’ শীর্ষক মর্মস্পর্শী এই স্মরণসভায় কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের মানুষ একত্রিত হয়ে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে নিহত ৮ হাজারের বেশি বসনীয় পুরুষ ও বালকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমেদ। বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর হাউজবিল্ডিং এন্ড এনহ্যান্সিং কাউন্সিল-হোমস্ এন্ড নেইবারহুডস্, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ, যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাষ্ট্রদূত ওসমান তপচাগিচ, বো কমন এলাকার সেন্ট পলস চার্চের ভিকার মাদার বার্নাডেট হেগার্টি, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর কিরণ ভাগারওয়াল, ভ্রমণ-লেখক ও ইতিহাসবিদ তারিক হুসেন । স্মরণসভায় সোয়ানলি সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব ভাবনা ও প্রতিফলন উপস্থাপন করে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমেদ বলেন, “স্রেব্রেনিৎসা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ঘৃণাকে অবহেলা করলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে । স্মরণ শুধু সহানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; এটি আমাদের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। মানবিক মর্যাদা রক্ষা, অবিচারের শিকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং শান্তি, সম্মান ও সহমর্মিতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের কর্তব্য।”

তিনি আরও বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসের ‘নো প্লেস ফর হেট’ উদ্যোগকে সমর্থন করতে পেরে আমরা গর্বিত। বর্ণবাদ, ইসলামবিদ্বেষ, ইহুদিবিদ্বেষসহ সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই, যেখানে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ, সম্মানিত বোধ করবেন।”

কাউন্সিলের ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ একটি ঐক্যবদ্ধ ও সহনশীল টাওয়ার হ্যামলেটস গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বসনিয়ার রাষ্ট্রদূত ওসমান টপচাগিচ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বেঁচে থাকা মানুষের সাহস ও দৃঢ়তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

কিরণ ভাগারওয়াল বলেন ঘৃণা মোকাবিলা, নিরাপদ, বিশ্বাসভিত্তিক ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গড়তে বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

লেখক, ভ্রমণলেখক ও ইতিহাসবিদ তারিক হোসেন একটি হৃদয়স্পর্শী ও চিন্তাপ্রসূত উপস্থাপনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইতিহাসকে স্মরণে রাখা, নিজের পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সেন্ট পলস চার্চের ভিকার মাদার বার্নাডেট হেগার্টি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা এবং শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সোয়ানলী সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ এবং রাষ্ট্রদূত ওসমান টপচাগিচ। তরুণদের এই অংশগ্রহণকে ভবিষ্যতে শান্তি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বার্তা এগিয়ে নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই বসনিয়ান সার্ব বাহিনী জাতিসংঘ ঘোষিত ‘নিরাপদ এলাকা’ স্রেব্রেনিৎসার নিয়ন্ত্রণ দখল করে। ১১ থেকে ২২ জুলাই স্রেব্রেনিৎসা ও এর আশপাশের এলাকায় ৮ হাজারের বেশি বসনিয়াক (বসনিয়ান মুসলিম) পুরুষ ও কিশোরকে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এই গণহত্যাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংসতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর ১১ জুলাই স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা স্মরণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। জাতিসংঘ ২০২৪ সালে ১১ জুলাইকে আন্তর্জাতিক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের কোনো শিশু- কিশোর এখন আর কারাগারে নেই

টাওয়ার হ্যামলেটস এবং সিটি অব লন্ডন ইয়ুথ জাস্টিস সার্ভিসের যৌথ পরিচালিত একটি যুগান্তকারী অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগের ফলে টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশুদের প্রথমবারের মতো অপরাধ বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশের হার ৫০ শতাংশ কমে এসেছে। শিশু ও তরুণদের উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ এবং ২২ সালে প্রতি এক লাখে ২৬১ জন শিশু প্রথমবার অপরাধে জড়ালেও ২০২৫ এবং ২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩০ জনে। এই হার লন্ডনের গড় ১৮৩ এবং ইংল্যান্ডের গড় ১৪৫-এর তুলনায় অনেক কম।

বাস্তব সংখ্যার দিক থেকেও ২০২১ এবং ২০২২ সালে যেখানে ৭২ জন শিশু প্রথমবার অপরাধের রেকর্ড পেয়েছিল, সেখানে ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৬ জনে।

১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৩০ হাজারের বেশি শিশুকে নিয়ে পরিচালিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো, শিশুদের প্রাথমিক ভুলের কারণে আজীবন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত না করে তাদের মধ্যে থাকা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি করা। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটসের কোনো শিশু বা কিশোর এখন আর কারাগারে নেই। এই উদ্যোগের ফলে অপরাধের রেকর্ড এড়াতে পারায় শিশু ও তরুণরা সহজে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “শিশুদের অপরাধ বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা একটি অসাধারণ অর্জন। এটি প্রমাণ করে যে, একসঙ্গে কাজ করলে আমরা আমাদের তরুণদের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

“প্রতিটি শিশুরই ভুল থেকে শেখার অধিকার রয়েছে, কিন্তু সেই ভুলের কারণে সারাজীবন যেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শুধুমাত্র শাস্তি নয়, বরং প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়তা, হস্তক্ষেপ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে আমরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করছি।”

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, “এই পরিসংখ্যানের পেছনে রয়েছে বাস্তব জীবনে পরিবর্তনের গল্প। একটি অপরাধের রেকর্ড একজন শিশুর ভবিষ্যৎকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এই অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

“পুলিশ, ইয়ুথ জাস্টিস, হেলথ, এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল কেয়ারের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে শিশুদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে।”

এই সাফল্যের মূল ভিত্তি একটি সমন্বিত ও প্রাথমিক হস্তক্ষেপভিত্তিক মডেল। ছোটখাটো অপরাধ, যেমন সামান্য ভাঙচুর বা গাঁজা রাখার ক্ষেত্রে কমবয়সীদের সরাসরি অপরাধী না বানিয়ে অংশিধারিত্বমূলক বিকল্প সহায়তা কর্মসূচিতে যুক্ত করা হচ্ছে, যাতে তারা সরাসরি অপরাধের রেকর্ড না পায়।

পুলিশ, হেলথ, এডুকেশন, চিলড্রেন সোশ্যাল কেয়ার এন্ড ইয়ুথ ওয়ার্কের সমন্বয়ে ইয়ুথ জাস্টিস সার্ভিসের নেতৃত্বে প্রতিটি শিশুর জন্য উপযুক্ত হস্তক্ষেপ নির্ধারণ করা হয়। শিশুদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী স্পিচ ও ল্যাঙ্গুয়েজ সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি প্রদান করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং সিটি অব লন্ডন ইয়ুথ জাস্টিস সার্ভিস যৌথভাবে ‘আউটকাম ২২’ নামে একটি বিলম্বিত বিচার কর্মসূচির পাইলট প্রকল্প চালু করে। লন্ডনের প্রথম বারা হিসেবে এটি চালু হয়। এর মাধ্যমে শিশুদের আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধী না করেই তাদের আচরণ সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। সফল পাইলটের পর এখন এই পদ্ধতি লন্ডনজুড়ে চালু করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল হচ্ছে, দেশের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এবং সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ন এলাকাগুলোর একটি।এই বারা ব্রিটেনের অর্থনীতিতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ন বহন করে। টাওয়ার অব লন্ডন ও ভিরিক্টোয়া পার্ক থেকে শুরু করে ক্যানারি ওয়ার্ফ এবং স্পিটালফিল্ডস পর্যন্ত বিস্তত আকর্ষণের মাধ্যমে এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ পর্যটন সমৃদ্ধ এলাকা এবং লন্ডনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং ঐতিহাসিক এলাকাগুলোর একটি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ফলপ্রসূ মতবিনিময়

লন্ডন: যুক্তরাজ্য সফররত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ওবায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে শনিবার ১১ই জুলাই ২০২৬, সেন্ট্রাল লন্ডনের হিলটন হোটেলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে (উটঅটক)-এর একটি প্রতিনিধিদল সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান (এমকিউ হাসান)। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ড. কামরুল হাসান এবং সাধারণ সদস্য ব্যারিস্টার মাহবুব। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে মাননীয় উপাচার্যকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। উপাচার্য আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ওবায়দুল ইসলাম বর্তমানে অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ (ACU)-এর কাউন্সিল সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য সফর করছেন।

বৈঠকে প্রতিনিধিদল সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে উপাচার্যকে অবহিত করেন। সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরী জানান, ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক আবাসিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন।

সভাপতি উল্লেখ করেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা ও গবেষণাবিষয়ক সেমিনার, বাংলাদেশের জাতীয় দিবস পালন, মহান অমর একুশে, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, অ্যালামনাই পুনর্মিলনী, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক বিদেশ ভ্রমণ, ঈদ পুনর্মিলনী, ইফতার ও দোয়া মাহফিল, মানবিক ও দাতব্য কার্যক্রম, বার্ষিক শিক্ষা সফর, বাংলা নববর্ষ, ফিলিস্তিনের গাজাসহ বিভিন্ন মানবিক সহায়তার জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং অসুস্থ ও আর্থিক সংকটে থাকা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহায়তাসহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ভবিষতে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করার পরিকল্পনা কথাও উল্লেখ করেন বাছিত চৌধুরী।

উপাচার্য ড. এ. বি. এম. ওবায়দুল ইসলাম সংগঠনের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁদের অব্যাহত অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিশেষভাবে স্কলারশিপ কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, এটি মেধাবী ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। মাননীয় উপাচার্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী অ্যালামনাই সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা তহবিল (Research Fund)-এ সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং বলেন, মানসম্মত গবেষণার জন্য অধিকতর আর্থিক বিনিয়োগ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স কেয়ার ফান্ড-এ ভবিষ্যতে সহযোগিতার বিষয়টিও বিবেচনার আহ্বান জানান, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে।

উপাচার্য তাঁর সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাপেক্ষে জানুয়ারি ২০২৭-এ অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করার সদয় সম্মতি জানান।

আলোচনায় সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাজ্য অ্যালামনাই সংগঠনের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এই প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে স্কলারশিপ ট্রাস্ট ফান্ড' সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটি তহবিলের মাধ্যমে মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই ট্রাস্ট ফান্ডে প্রায় ২১ লাখ টাকা সংরক্ষিত রয়েছে।

নির্বাহী সদস্য ড. কামরুল হাসান প্রবাসী প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদেশে অবস্থানরত গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরির বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার মাহবুব উপাচার্যকে সময় দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে প্রবাসী অ্যালামনাইদের অব্যাহত সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান উপাচার্যকে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত অবহিত করে বলেন, তিনি জানান, প্রতি বছরের ন্যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ৫ই জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩টি বিভাগ ও ৬টি ইনস্টিটিউটের ১১৬ জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ১২,০০০ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন এবং সর্বমোট ১৩,৯২,০০০ টাকা (প্রায় ১৩.৯২ লাখ টাকা) বৃত্তি বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান আরও জানান, যুক্তরাজ্য অ্যালামনাইয়ের সদস্যরা ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতায় আনতে স্কলারশিপ ট্রাস্ট ফান্ডে অধিকতর অবদান রাখার ব্যাপারে আগ্রহী।

স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারন সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান সংগে ছিলেন ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আবুল কালাম, মির্জা আসাব বেগ এবং ইসমাইল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক আজিজউদ্দিন, আহসান কবির খান, মুহাম্মদ রফিক আহমেদ, আফসারুন হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান আশা প্রকাশ করেন যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থী কল্যাণ, গবেষণা, বৃত্তি কার্যক্রম, শিক্ষক সহায়তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করে যাবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব আরও সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের শেষে উপাচার্য এবং উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যপ্রবাসী অ্যালামনাইদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণ, গবেষণা, বৃত্তি কার্যক্রম এবং অ্যালামনাই সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

হলভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ হলো ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের জীবন-সংগ্রামের নাটক 'উই স্টেইড'

লন্ডন, ৫ জুলাই ২০২৬: হলভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির ৫০ বছরের জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন ও সাফল্যের কাহিনি নিয়ে নির্মিত নাটক 'উই স্টেইড' মঞ্চস্থ হয়েছে। শুক্রবার (৪ জুলাই) সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের টয়েনবি হলে মঞ্চস্থ এ নাটক দেখতে দুই শতাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ রচিত গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন ড. ক্যানান সালিহ। কমিউনিটি সংগঠন ইস্ট এন্ড কানেকশনের উদ্যোগে নাটকটি প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ করা হয়।

নাটকের কাহিনিতে ষাটের দশকে যুক্তরাজ্যে আসা এক সিলেটি বাংলাদেশির পরিবারের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানদের যুক্তরাজ্যে আনার পর ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, আবাসন সংকট, বর্ণবাদ এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিবারটি ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলে। এই পরিবারের গল্পের মধ্য দিয়ে শত শত ব্রিটিশ-বাংলাদেশি অভিবাসীর সংগ্রাম, ত্যাগ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ফুটে ওঠে।

আজকের নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না, তাদের দাদা-নানা কিংবা বাবা-মায়েরা কীভাবে এই দেশে এসে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তুলেছিলেন। 'উই স্টেইড'-এর অর্থ শুধু 'আমরা থেকে গেছি' নয় । এর অর্থ-কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা থেমে থাকিনি, ভয় পাইনি, হার মানিনি । বর্ণবাদ, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা নিজেদের অধিকার ও অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা শুধু টিকে থাকিনি; মর্যাদা, সততা ও আত্মসম্মানের সঙ্গে নিজেদের জায়গা

তৈরি করেছি। তাই 'উই স্টেইড' শুধু একটি নাটক নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

নাটকে বাবা চরিত্রে অভিনয় করেন জিয়াউর রহমান সাকলাইন এবং মায়ের চরিত্রে তাহিয়া। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন হাফসা ইসলাম, নাজিম, রুবায়াত, আয়ান, তাসমিয়া, তারিফ, হেলেন, এনি, এন্থনি, ইভ, আলভান, আমির, আসমাত, জারাসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ইস্ট এন্ড কানেকশনের সেক্রেটারি বদরুল আলম। নাটক শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অধ্যাপক শহীদুর রহমান, সাবেক মেয়র দরছ উল্লাহসহ আরও অনেকে। এ সময় নাটকের রচয়িতা ড. মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ নাটকটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক মেয়র সয়ফুল আলম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ, সাংবাদিক সুয়েজ মিয়া এবং সাবেক কাউন্সিলর আইয়ুব করম আলীসহ বিশিষ্টজন ।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল লটারি ফান্ডের অর্থায়নে ইস্ট এন্ড কানেকশন 'স্টোরিজ অব স্ট্রাগলস অ্যান্ড স্ট্রাইডস' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় 'উই স্টেইড' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছে। একই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের আন্দোলন-সংগ্রাম, বর্ণবাদবিরোধী লড়াই এবং কমিউনিটি গঠনের ইতিহাস নিয়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশের আশা করা হচ্ছে।

প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতি

আসসালামু আলাইকুম,
সম্মানিত সুধী,
এতদ্বারা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৪ আগস্ট ২০২৬ রোজ: মঙ্গলবার, প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

বিশেষ সাধারণ সভা ২০২৬

৪ আগস্ট ২০২৬
মঙ্গলবার
সন্ধ্যা ঃ ৬:৩০ ঘটিকা

মাইক্রো বিজনেস সেন্টার
50B Greatorex St,
London E1 5NP

আলোচ্য সূচী
১. পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত।
২. অনুপস্থিতির জন্য অপারগতা।
৩. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
৪. নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা

উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কাম্য।

বিনীত
আজাদুর রহমান আজাদ
সাধারণ সম্পাদক,
০৭৫৩৫ ৭০৩২৭১

জামেয়া ইসলামীয়া বার্মিংহামে খতমে বুখারী ও বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া ইসলামীয়া বার্মিংহাম-এর খতমে বুখারী ও বার্ষিক কনফারেন্স গত রোববার (২৮ জুন) কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামেয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস মাওলানা রেজাউল হক। পরিচালনা করেন ভাইস প্রিন্সিপাল ও শিক্ষা সচিব মুহাদ্দীস মাওলানা ফায়জুল হক আব্দুলআজিজ। এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত শীর্ষ আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীসের দারস প্রদান করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা রেজাউল হক। এ বছর জামেয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করে সাতজন ছাত্র আলেম এবং পবিত্র কুরআনুল কারীম হিফজ সম্পন্ন করে চারজন ছাত্র হাফেজে কুরআন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ উপলক্ষে নবীন আলেম ও হাফেজদের সম্মাননা ও স্বীকৃতিস্বরূপ অতিথিবৃন্দ এবং জামেয়ার উস্তাদগণ তাদের মাথায় সম্মানসূচক পাগড়ি পরিয়ে দেন।

কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের প্রবীণ আলেম মাওলানা শায়খ সৈয়দ ইমামুদ্দীন, জামেয়ার অন্যতম ট্রাস্টি ব্যারিস্টার মাওলানা শায়খ বদরুল হক, মাওলানা খালেদ আহমদ, আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী, হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন, মাওলানা শেখ ছালেহ আহমদ হামিদী, মাওলানা নাজিম উদ্দীন, মুফতী ছালেহ আহমদ, জামেয়ার মুহাদ্দীস মাওলানা আবদুল্লাহ নাবিল, মাওলানা সৈয়দ জহির মিয়া, মুফতী নুরুল ইসলাম, মাওলানা এনামুল হক, হাফিজ মনসুর রাজা এবং হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে নাতে রাসূল (সা.) পরিবেশন করেন আবু বকর হায়দারী।

সবশেষে দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ ইমামুদ্দীন।

প্রবাসে ভর্তা উৎসব, বাঙালিয়ানার বন্ধনে কেয়ারারদের মিলনমেলা

আব্দুল হামিদ নাছার, লন্ডনঃ প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে কিছুটা স্বস্তি, দেশীয় খাবারের স্বাদ এবং শিকড়ের টানে একত্রিত হয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি কেয়ারাররা। লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসে টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১২ জুলাই ২০২৬, রোববার দুপুর ২টায় স্টেপনি গ্রিন পার্কে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী ‘ভর্তা উৎসব’।

প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কেয়ারারদের পাশাপাশি তাদের পরিবার-পরিজন এবং কমিউনিটির বিভিন্ন

শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেন।

আয়োজকরা জানান, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় করা, দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং কেয়ারারদের জন্য একটি আন্তরিক মিলনমেলার পরিবেশ সৃষ্টি করাই এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

সংগঠনের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, “প্রবাসে কেয়ারাররা প্রতিদিন কর্মব্যস্ততা ও নানা দায়িত্বের মধ্যে জীবনযাপন করেন। এমন একটি আয়োজন তাদের মানসিক প্রশান্তি দেওয়ার পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। আমরা চাই, নতুন প্রজন্ম বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আমাদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত হোক এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকুক।”

উৎসবে আলু, বেগুন, শুঁটকি, ডাল, টমেটো, সরিষাসহ বিভিন্ন ফলের ভর্তাসহ প্রায় ৩০টিরও বেশি ঐতিহ্যবাহী ভর্তা পরিবেশন করা হয়। দেশীয় স্বাদের এসব খাবার অংশগ্রহণকারীদের মনে দেশের স্মৃতি, গ্রামের আবহ এবং শিকড়ের প্রতি ভালোবাসাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।

খাবারের পাশাপাশি ছিল, কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে বিভিন্ন বয়সী প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন। আয়োজকদের মতে, এমন অনুষ্ঠান শুধু বিনোদনের নয়; বরং কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শাহান আহমদ চৌধুরী বলেন, “কেয়ারারদের পেশাগত জীবনে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা ও মানসিক চাপ নিত্যসঙ্গী। তাই এ ধরনের আয়োজন তাদের জন্য কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। একই সঙ্গে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেশীয় পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ সৃষ্টি করে।”

উৎসবে অংশগ্রহণকারী মাওলানা মুরাদ বলেন, “প্রবাসে এমন আয়োজন সত্যিই আমাদের জন্য অনেক আনন্দের। একসঙ্গে এত মানুষের সঙ্গে দেশীয় খাবার উপভোগ করা এবং আন্তরিক পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ খুব কমই আসে। এই ভর্তা উৎসব আমাদের শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং প্রবাসে এক টুকরো বাংলাদেশের অনুভূতি এনে দেয়।”

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। অনেকেই এমন উদ্যোগকে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের একটি ইতিবাচক প্রচেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেন।

আয়োজকদের আশা, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি, ঐক্য এবং বাঙালিয়ানার চর্চা আরও বিস্তৃত হবে।

অনুষ্ঠানে কেয়ারারদের পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজন সফল করতে সার্বিক সহযোগিতা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা সদস্য জগলুল খান, সাবেক সভাপতি নুরুল হক, সহ-সভাপতি ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক লিটন আহমদ, মুন্না মিয়াসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

বৃটেনের প্রাচীনতম সাহিত্য সংগঠণ রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের মাসিক সাহিত্য সভা গত ২৯জুন সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠণের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বরচিত কবিতা ও গজল পরিবেশন করেন সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, আবদাল হোসেন চৌধুরী, মতসিন আলী, শিহাবুজ্জামান কামাল ও ছোট্টমনি জয়নব চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন - শেখ ফারুক আহমদ, জুবেল বেলাল, হাসান চৌধুরী, হাফেজ কামাল আহমদ প্রমুখ। সভায় স্কুল ছাত্রী জয়নাব চৌধুরী তার সদ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বই ‘এ লিপ ইন টু দি আননউন ’ সংগঠণের সভাপতির কাছে হস্তান্তর করে। কে এম আবু

তাহের চৌধুরী তাঁর লিখিত কবিতার বই ‘রঙের দুনিয়া ’ ১২ বছরের এই প্রতিভাবান লেখিকাকে উপহার দেন।

সভায় সিলেটের বিশিষ্ট সমাজসেবক দেওয়ান মাসুদ রাজা চৌধুরীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

গরমে ইস্ট লন্ডন মসজিদের দরজা উন্মুক্ত বিনামূল্যে পানি ও স্লাশ পানীয় বিতরণ

যুক্তরাজ্যে চলমান তাপপ্রবাহে মুসল্লি, পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বস্তি দিতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে যে কেউ এখানে এসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিশ্রাম নিতে, ঠান্ডা পানি পান করতে এবং বিনামূল্যে স্লাশ পানীয় গ্রহণ করতে পারছেন।

জুনের শেষ সপ্তাহে লন্ডনে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ২৫ জুন থেকে এ সেবা চালু করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (৩ জুলাই) সরেজমিনে দেখা যায়, জুমার নামাজ শেষে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মূল প্রবেশ এলাকায় মুসল্লিদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে শরবত বিতরণ করা হচ্ছে । টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সাারিসারি পানীয় ও গ্লাস। নামাজ শেষে অনেক মুসল্লি হাতে পানীয় নিয়ে বের হচ্ছেন, আবার কেউ কেউ বসে শরবত পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছেন।

এর আগে ২৬ জুন মসজিদ এলাকা ঘুরে দেখা যায়, মারিয়াম সেন্টারের সামনে ফিল্ডগেইট স্ট্রিটে বিশেষ মেশিনে স্লাশ তৈরি করে পথচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া লন্ডন মুসলিম সেন্টারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রিসেপশন এলাকায় বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । সেখানে স্থাপিত পানির ফিল্টার থেকে অনেকে ঠান্ডা পানি পান করছেন, আবার কেউ গরম থেকে স্বস্তি পেতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছেন।

একজন পথচারী এই প্রতিবেদককে বলেন, “দুপুরে মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছিলো। মসজিদের দেয়ালে বিনামূল্যে পানীয় সরবরাহের পোস্টার দেখে ভেতরে ঢুকি। ঠান্ডা পানি পান করার পাশাপাশি কিছুক্ষণ বিশ্রামও নিই। দেখলাম, আমার মতো আরও অনেকেই সেখানে বসে আছেন। বিষয়টি আমার খুবই ভালো লেগেছে। এই মসজিদের সেবা শুধু নামাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তীব্র গরমে এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও অনুকরণীয়।”

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জুনায়েদ আহমদ বলেন, “প্রচণ্ড গরমে মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতেই আমরা ঠান্ডা পানীয় সরবরাহের পাশাপাশি বিশ্রামের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থান উন্মুক্ত রেখেছি। এটি শুধু মুসল্লিদের জন্য নয়; মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো কমিউনিটির জন্যই এই সুবিধা উন্মুক্ত। সবাইকে এ সেবা গ্রহণের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাই।”

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী বলেন, “প্রতিদিনই বিপুলসংখ্যক মানুষ এই সেবা গ্রহণ করছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এখানে এসে ঠান্ডা পরিবেশে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং পানীয় গ্রহণ করছেন । বিশেষ করে শুক্রবার জুমার নামাজের দিন মানুষের উপস্থিতি অনেক বেশি থাকে। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই সেবা চালু রয়েছে। গ্রীষ্মে যতদিন তাপপ্রবাহ থাকবে, ততদিন এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”

উল্লেখ্য, ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ইসলামিক কমপ্লেক্স। এখানে একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ পৃথক ব্যবস্থায় নামাজ আদায় করতে পারেন। সারা বছরে প্রায় ২০ লাখ মানুষের পদচারণায় মুখর থাকে এই প্রতিষ্ঠান। নামাজের পাশাপাশি শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, যুব উন্নয়নসহ নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে মসজিদটি।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী পরিষদের সভা গত রবিবার (২৮ জুন) জামেয়া ইসলামিয়া বার্মিংহাম এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ।সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ইকবাল হোসাইন,সহ সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা শেখ ছালেহ আহমদ হামিদী, সহসভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক, সহসভাপতি মাওলানা শায়খ নাজিম উদ্দিন,সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, নির্বাহী সদস্য হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রাহমান মামুন,প্রমূখ। মানুষের কাছে হযরত মহানবী সাঃ এর জীবন আদর্শ তুলে ধরতে বিভিন্ন শাখায় ও শহরে সিরাতুন্নবী সাঃ এর মাহফিল এর আয়োজন করা। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লন্ডনে সমাবেশ এর আয়োজন।

সংগঠনের যুক্তরাজ্যের নির্বাহী পরিষদের সমাপনী অধিবেশনে যুক্তরাজ্যে সফররত কক্সবাজার জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আফসার উদ্দিন কাসেমীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও বরুণা মাদরাসার নায়বে সদরে মুহতামিম মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী, যুক্তরাজ্যে সফররত সংগঠনের কক্সবাজার জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আফসার উদ্দিন কাসেমী, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি হাফিজ মাওলানা শায়খ নির্বাহী সভায় ছামারে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পনার মধ্য রয়েছে লন্ডন, বার্মিংহাম ও লীডস এর তিনটি জোনে শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে তারবিয়াতী মাহফিল এর আয়োজন। সকল শাখায় জনশক্তিদের নিয়ে শিক্ষা সফর এর আয়োজন। কমিউনিটির সর্বস্তরের

এসময় অন্যান্যদের মধ্য আরো উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ছালেহ আহমদ, লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, বার্মিংহাম শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী, মিডল্যান্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ নোমান আহমদ, প্রমুখ।

অসামাজিক কার্যকলাপ দমনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সপ্তাহব্যাপী অভিযান

অসামাজিক আচরণজনিত কার্যকলাপ মোকাবিলায় সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অভিযান কর্মসূচি চালিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। এই অভিযানে বারার প্রায় ৫ শতাধিক বাসিন্দাকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বারাজুড়ে মোট ২২টি ইভেন্ট পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে ছিল অস্ত্র অনুসন্ধান অভিযান, মাদক তল্লাশি, বিশেষ অ্যাকশন ডে এবং এনগেইজমেন্ট স্টল। এসব কর্মসূচিতে পুলিশ ও বিভিন্ন হাউজিং প্রভাইডার অংশ নেয়।

সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশেষ দুটি অ্যাকশন ডে পরিচালনা করা হয়। এর একটি অভিযান ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া ডক রোড, হোয়াইটচ্যাপেল রোড এবং ব্রিকলেন এলাকায় যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ চিহ্নিত করতে। অন্যটি ক্লেয়ার স্ট্রিট ও পয়সার স্ট্রিটে বর্জ্য ও পরিবেশগত অপরাধ সনাক্ত করতে।

কাউন্সিলের সপ্তাহব্যাপী অভিযানে অর্জিত সাফল্যগুলো হলো, ৪টি গাড়ি, ৬টি মপেড, ১১টি ই-বাইক এবং ৭টি ই-স্কুটার জব্দ, ১৮ জন চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ৪ জনকে গ্রেপ্তার, পার্কিং বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ৮টি পেনাল্টি চার্জ নোটিশ প্রদান, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার করায় ১টি গাড়ি জব্দ, ৪টি ব্লু ব্যাজ চেক এবং মোট ১০টি গাড়ি অপসারণ।

বারায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কেবিনেট মেম্বার ফর কমিউনিটি সেফটি, কাউন্সিলার কবির আহমেদ

বলেন, “আমরা জানি অসামাজিক কার্যকলাপ আমাদের বাসিন্দাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। তাই অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা করা আমাদের অঙ্গীকার। আমরা বাসিন্দাদের মতামত ও উদ্বেগের কথা শুনছি। সম্প্রতি আমরা নতুন এএসবি নীতি চালু করেছি, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে আমরা বারাতে অসামাজিক আচরণজনিত কার্যকলাপ মোকাবিলা করছি।”

তিনি বলেন, “কাউন্সিলের ভাড়াটিয়া এবং লিজহোল্ডারদের জন্য চালু করা ২৪ ঘণ্টার রেসপন্স ফোনলাইন সমস্যার দ্রুত রিপোর্টিং ও সমাধান নিশ্চিত করছে। আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা (থিও) সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং তাতে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে বারাতে অসামাজিক কার্যকলাপ দমনে অভিযান অব্যাহত রাখবো।”

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

যুক্তরাজ্যের ওয়াটফোর্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ সামাজিক আয়োজন 'মেজবান উৎসব' সফলভাবে অনুষ্ঠিত!

গত ১২ জুলাই রবিবার বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ওয়াটফোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে তিনটি কাউন্টি থেকে অংশ নেন শত শত প্রবাসী বাংলাদেশি।

যুক্তরাজ্যের ওয়াটফোর্ডের হলিওয়েল কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ওয়াটফোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত ৫ম বার্ষিক মেজবান উৎসব। এ আয়োজনে তিনটি কাউন্টি থেকে আগত শত শত বাংলাদেশি পরিবার অংশ নিয়ে উৎসবকে পরিণত করেন মিলনমেলায়।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের অফিস সেক্রেটারি তারিকুল ইসলাম। এরপর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ও ট্রাস্টি মুহাম্মদ রেজা (রোমেল)। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক হোস্ট ছিলেন সংগঠনের ট্রাস্টি চেয়ার ও প্রেসিডেন্ট শাহেদুল আলম।

মেজবানের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুতি ও পরিবেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি খালেদ চৌধুরী এবং প্রখ্যাত শেফ মোহাম্মদ নেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ওয়াটফোর্ডের পাঁচ বছরের সফল পথচলা স্মরণে প্রকাশ করা হয় বিশেষ ৫ম বর্ষপূর্তি স্মারক ম্যাগাজিন। এছাড়াও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মোচন করা হয় সংগঠনের সীমিত সংস্করণের বিশেষ মার্চেন্ডাইজ।

দিনব্যাপী প্রাণবন্ত এ আয়োজনে অতিথিরা উপভোগ করেন ঐতিহ্যবাহী মেজবানের স্বাদ, পারিবারিক পুনর্মিলন, নতুন পরিচয় ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এক অনন্য পরিবেশ। উৎসবে অংশ নেওয়া সবাই এমন আয়োজনকে কমিউনিটির ঐক্য ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য দিনের এই সফল আয়োজন সম্ভব করার জন্য বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ওয়াটফোর্ডের এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে শ্রদ্ধেয় ওমর আলী, শাহেদুল আলম, কেএম চৌধুরী, নাহিদ ইসলাম, শফিকুল আলম, তারিক ইসলাম, হারুন রশিদ, শহিদুল ইসলাম, সারওয়ার রুবেল, আরিফ মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, আমজাদুল হক, মোহাম্মদ নেওয়াজ, সাকিব মাওলা, মোহাম্মদ ফারুক, মনিরুল আলম সুজন এবং সংগঠনের সকল স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর ও কমিউনিটি সদস্যদের প্রতি।

প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট রাখতে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ওয়াটফোর্ডের এই মেজবান উৎসব হয়ে উঠেছে এক অনন্য মিলনমেলা। আয়োজকদের প্রত্যাশা, আগামী বছর আরও বৃহৎ পরিসরে এই উৎসবের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একত্রিত করা সম্ভব হবে।

বৃটেনের কার্ডিফে হলো ওয়েলসের প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার ডিভলিউশনের জনক রডরি মর্গানের স্ট্যাচ

জেসমিন মনসুর: বৃটেনের রাজনীতিতে ওয়েলস এসেম্বলির প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার রাইট অনারেবল রডরি মর্গান শুধু একটি নাম নয়, আমৃত্যু তিনি ওয়েলসবাসীর জন্য নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করার মাধ্যমে "ডিভলিউশনের জনক" হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

তাঁর জীবন ও অবদানের স্মরণে ওয়েলস কার্ডিফ বে-র সেনেড (পার্লামেন্ট) ভবন ও পিয়ারহেড বিল্ডিংয়ের মাঝামাঝি স্থানে স্থাপিত এই ভাস্কর্যটি

এখন থেকে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ওয়েলসের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায়, আর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সাবেক মন্ত্রী জেইন এলিজাবেথ হাট এর পরিচালনায় ১১ জুলাই দূপুর ১২ ঘটিকায় রাজনীতিবিদ, রডরির পরিবার-পরিজন,নানা শ্রেণি পেশার বিশিষ্টজনরা ছাড়া ও শত শত সাধারণ মানুষের সরব উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে

ওয়েলসের পার্লামেন্টের ডেপুটি ফাস্ট মিনিষ্টার সিওনেড উইলিয়ামস, সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার মার্ক ড্রেকফোর্ড, ফাইন্যান্স মিনিস্টার এলিন জোন্স, মর্গানের স্ত্রী জুলি মর্গান, সিনেড মেম্বার হিউ টমাস, লেবার এমএস শাভ, ল্লুইড হিউ ইরাঙ্কা-ডেভিস, কার্ডিফের লর্ড মেয়র রাইট অনারেবল মাইকেল মাইকেল, ও রডরি মর্গান ট্রাস্টের অন্যতম ফাউন্ডার্স কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা বক্তব্য রাখেন।

এই মহতি পোগ্রামে কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারি কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ওয়েলস বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট মহিলা নেত্রী তাহমিনা খান, রুপসী ওয়েলসের কোলে ছোট এক বাংলাদেশ বইয়ের লেখক ও সাংবাদিক দেওয়াল ফয়সাল, সৈয়দ জুয়েল রহমান, ভিপি সেলিম আহমেদ ও আবুল কালাম মুমিন সহ বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিয়ারহেড বিল্ডিংয়ের সামনে স্থাপিত এই ভাস্কর্যে মর্গানকে দেখা যায় তার প্রিয় কুকুর টেল-এর সঙ্গে, সেনেডের দিকে তাকিয়ে থাকতে। সাধারণ পোশাকে, মাটির কাছাকাছি স্থাপিত এই মূর্তিটি তার জনঘনিষ্ঠ ও আড়ম্বরহীন রাজনৈতিক জীবনেরই প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে মর্গানের স্ত্রী জুলি মর্গান বলেন, মূর্তিটি কোনো উঁচু মঞ্চে নয়, বরং মাটির ওপর স্থাপন করা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন মানুষের খুব কাছের একজন মানুষ। সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার মার্ক ড্রেকফোর্ড একে "ডিভলিউশনের জনক"-এর স্থায়ী স্মারক বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, রড্রি মর্গান ছাড়া সেনেড আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পারত না।

ওয়েলসের পার্লামেন্টের ডেপুটি ফাস্ট মিনিষ্টার সিওনেড উইলিয়ামস, বলেন, রডরি মর্গান ওয়েলশ ডিভলিউশনের শুরুর দিকের অস্থিরতা কাটিয়ে স্থিতিশীলতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ফার্স্ট মিনিস্টার পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই পদে নয় বছর ছিলেন। ওয়েলসের ফাইন্যান্স মিনিস্টার এলিন জোন্স বলেন, এটি ওয়েলস এবং মর্গান পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। লেবার এমএস শাভ তাজ মর্গানকে "শ্রমজীবী মানুষ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন প্রকৃত বন্ধু" বলে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে ল্লুইড হিউ ইরাঙ্কা-ডেভিস বলেন, "রডরির সঙ্গে যাদের কখনো দেখা হয়নি, তারাও তাকে যেন একজন বন্ধু হিসেবেই জানতেন।"

রড্রি মর্গান ট্রাস্টের ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী বলেন, তিনি খুশি যে অবশেষে এই স্ট্যাচু নির্মিত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন "আমরা ছোট ছোট অনুষ্ঠান, ডিনার এবং সারা ওয়েলস থেকে আসা অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছি, যার মধ্যে জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর অবদানও ছিল।"

দীর্ঘ আট বছরের পরিকল্পনা ও তহবিল সংগ্রহের পর অবশেষে বৃটেনের ওয়েলসের প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার ডিভলিউশনের জনক" রডরি মর্গানের স্ট্যাচু কার্ডিফে নির্মিত হওয়ায় রডরি মর্গান ট্রাস্টের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন,রডরি মর্গান এর সাথে বাংলাদেশ কমিউনিটির ছিলো গভীর সর্ম্পক এ যেনো এক আত্মার আত্মীয়তা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। আমৃত্যু তিনি ওয়েলসবাসীর জন্য নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

ওয়েলস বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট তাহমিনা খান, বলেন রডরি মর্গান সবার সঙ্গে একই রকম আচরণ করতেন, "তিনি ছিলেন মানুষের মানুষ, আর তার এই মূর্তি কার্ডিফ বে-এর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেবে, যেখানে প্রতিদিন অনেক দর্শনার্থী আসেন।"

রুপসী ওয়েলসের কোলে ছোট এক বাংলাদেশ বইয়ের লেখক ও সাংবাদিক দেওয়াল ফয়সাল,বলেন, "মানুষ রডরি মর্গানকে তাঁর চুল আর কণ্ঠস্বর দেখেই চিনত।"আপনি দেখতেন, মানুষ রাস্তা পার হয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে আসছে। এ যেনো এক প্রাণের বন্ধন।

রডরি মর্গানের স্ট্যাচুটি নকশা করেছেন জনপ্রিয় শিল্পী অ্যান্ডি এডওয়ার্ডস, যার ওয়েলস শিকড় রয়েছে। তিনি ইতোমধ্যে ৫০টিরও বেশি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য তৈরি করেছেন, যার মধ্যে লিভারপুল ওয়াটারফ্রন্টে হাঁটতে থাকা বিটলস ব্যান্ডের চার সদস্য, মোটরহেডের লেমি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালের বড়দিনে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ফুটবল খেলার একটি স্মারক ভাস্কর্য অন্তর্ভুক্ত।

এই মূর্তিটি পাউইসের লানরহায়াডর-ইম-মখনান্টে অবস্থিত ক্যাসল ফাইন আর্টস ফাউন্ড্রিতে তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, রডরি মর্গান ১৯৮৭ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট তথা হাউস অব কমন্সে প্রথমে এম পি নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৯ সালে সেনেড (তৎকালীন নতুন অ্যাসেম্বলি)-এর সদস্য হন। তিনি ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার ছিলেন এবং তাঁর সময়ে ওয়েলসের জন্য আলাদা নীতি ও পরিচয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তিনি "ক্লিয়ার রেড ওয়াটার" নীতির জন্য পরিচিত ছিলেন, যা ওয়েলসকে যুক্তরাজ্যের অন্যান্য অংশের নীতি থেকে আলাদা পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিল।১৯৯৯ সালে খুব অল্প ব্যবধানে জনগণ ডিভলিউশনের পক্ষে ভোট দেওয়ার পর নতুন সেনেডকে স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০১৭ সালে মৃত্যুবরণ করা রডরি তাঁর সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন।

রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০১১ সালের অক্টোবরে তিনি সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন।

এই মূর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাঁর অবদান স্মরণ করিয়ে দেবে এবং ওয়েলসের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে নব প্রজন্মের সন্তানেরা বৃটিশ রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে প্রেরণা যোগাবে বলে ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে আগতরা অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

সিলেটে সাংবাদিক তুরাব হত্যার দ্রুত বিচারের দাবিতে স্মারকলিপি

সিলেট অফিস : সিলেটে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের গুলিতে নিহত সাংবাদিক এটিএম তুরাব হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচার নিশ্চিতের দাবিতে সিলেটের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগীয় কমিটির মাস ব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে রবিবার (১২ জুলাই) দুপুরে সিলেটের সর্বস্তরের ক্ষুব্ধ সাংবাদিকবৃন্দের পক্ষে একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে এই স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন সিলেটের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক।

স্মারকলিপিতে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "পেশাগত দায়িত্ব পালন অবস্থায় একজন সংবাদকর্মীকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা স্বাধীন সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ওপর চরম আঘাত। ঘটনার এতদিন পেরিয়ে গেলেও হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা এবং নির্দেশদাতাদের দৃশ্যমান বিচার প্রক্রিয়া শুরু না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক ও হতাশাজনক।"

নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে সাংবাদিক তুরাব হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষী পুলিশ সদস্য ও জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। অন্যথায় দেশজুড়ে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

স্মারকলিপি গ্রহণ করে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'সাংবাদিক এটিএম তুরাব হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। তদন্ত প্রক্রিয়ার অগ্রগতি এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হবে।'

স্মারকলিপি প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন- সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি মুকতাবিস উন নুর, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হুমায়ুন কবির লিটন, সাধারণ সম্পাদক আশকার ইবনে আমিন লস্কর রাব্বি, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: দুলাল হোসেন, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: ইউসুফ আলী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হোসেন।

এছাড়াও সিলেটের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও নিহতের সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সিলেটে শহীদ হওয়া সাংবাদিক এটিএম তুরাব স্মরণে মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন (বিপিজেএ) সিলেট বিভাগীয় কমিটি।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী ১৮ জুলাই শহীদ এটিএম তুরাব স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, ১৯ জুলাই শহীদ তুরাবের কবর জিয়ারত এবং ২৫ জুলাই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই ২০২৪ইং বাদ জুমা সিলেট নগরের কোর্ট পয়েন্ট এলাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য অবস্থান করছিলেন বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন সিলেট বিভাগীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য, সিলেট প্রেসক্লাব সদস্য, ফটো সাংবাদিক এটিএম তুরাব। নামাজ শেষে সিলেটের বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিল বের করলে তুরাব অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে মিছিলের স্থির ও ভিডিও চিত্র তুলতে যান। মিছিলটি পুরান লেন গলির মুখে পৌঁছার পর সশস্ত্র পুলিশ পেছন দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে অনেকে গুলিবিদ্ধ হন এবং ছবি তুলতে থাকা এটিএম তুরাবও গুলিবিদ্ধ হন। প্রসঙ্গত, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ইংরেজিতে বড় অক্ষরে 'চজঊঝঝ' লেখা ভেস্ট তুরাবের গায়ে ছিল। তা সত্ত্বেও তার দিকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুঁড়েছে।

গুলিবিদ্ধ তুরাব চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলে অন্য সহকর্মীরা তাকে দ্রুত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। শুক্রবার ছুটির দিনে সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় এবং তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার শঙ্কায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে নগরের সোবহানীঘাট এলাকায় অবস্থিত ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টা ৪৪ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে ময়না তদন্তে তাঁর শরীরে ৯৮টি ছররা গুলির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে চিকিৎসক রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনায় গত ২৪ জুলাই ২০২৪ ইং সাংবাদিক তুরাবের বড় ভাই আবুল হাসান মো. আযরফ (জাবুর) এসএমপির কোতোয়ালি মডেল থানায় ৮-১০ জন পুলিশকে অভিযুক্ত করে এজাহার দাখিল করেন। কিন্তু কোতোয়ালি থানা পুলিশ সেটিকে মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে জিডি হিসেবে নথিভুক্ত করে।

গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর ১৯ আগস্ট ২০২৪ইং সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মোমেনের আদালতে এটিএম তুরাব হত্যার ঘটনায় পুনরায় মামলা দায়ের করেন সাংবাদিক এটিএম তুরাবের ভাই আবুল আহসান মো. আযরফ (জাবুর)। মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ দুই থেকে ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আদালত শুনানি শেষে মামলার এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় ২ নম্বর আসামি অতিরিক্ত উপকমিশনার (ক্রাইম উত্তর) মো. সাদেক দস্তগীর কাউসার, ৩ নম্বর আসামি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার আজবাহার আলী শেখ, ৪ নম্বর আসামি সহকারী কমিশনার (কোতোয়ালি) মিজানুর রহমান।

অন্য আসামিরা হলেন- সিলেটের কোতোয়ালি মডেল থানার বন্দরবাজার ফাঁড়ির ইনচার্জ কল্লোল গোস্বামী, থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঈন উদ্দিন, ওসি (তদন্ত) ফজলুর রহমান, থানার এসআই কাজি রিপন সরকার, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আফতাব উদ্দিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি পিযূষ কান্তি দে, যুবলীগ নেতা ও সিসিকের তৎকালীণ গণসংযোগ কর্মকর্তা সাজলু লস্কর, সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ও সিসিকের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর রুহেল আহমদ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সজল দাস অনিক, নগরের চালিবন্দর নেহার মঞ্জিলের বাসিন্দা শিবলু আহমদ (মো. রুহুল আমিন), এসএমপির কনস্টেবল/২১৬৮ সেলিম মিয়া, কনস্টেবল/১৯৫৭ আজহার, কনস্টেবল/২২৫৫ ফিরোজ, কনস্টেবল/১৬০৩ উজ্জ্বল। এই মামলায় ২জন আসামি গ্রেপ্তার হলেও বাকিরা এখনো পলাতক রয়েছে। মামলাটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আছে। ট্রাইব্যুনালে কয়েকজন সাক্ষির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) সিলেট তদন্ত করছে। আমরা দ্রুত তুরাব হত্যার বিচার দাবি করছে।

জকিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে তালা দিলেন স্থানীয়রা

সিলেট অফিস : সিলেটের জকিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধের দাবিতে গ্যাস ফিল্ডে তালা দিয়েছেন ভূমির মালিকরা। সোমবার (১৩ জুলাই) দুপুরে ক্ষুব্ধ মালিকপক্ষ এ কর্মসূচি পালন করেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের দিকে বাপেক্স জকিগঞ্জের আনন্দপুর এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধান চালিয়ে গ্যাসের সন্ধান পায়। পরবর্তীতে ওই এলাকায় ১৬ কেদার (কিয়ার) ভূমি অধিগ্রহণ করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি)। ভূমি অধিগ্রহণের পর মালিক পক্ষকে মূল্য না দিয়েই গ্যাস ফিল্ডের আনুষ্ঠানিক খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়। তখনও মালিক পক্ষ ভূমির নায্য মূল্য পরিশোধের দাবি জানিয়ে কাজ শুরু করতে বাঁধ দেন। অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিকদের মধ্যে রয়েছেন জকিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ইকবাল আহমদ তাপাদার, রাজনীতিবিদ আব্দুস সালাম, শিহাব উদ্দিন, মোস্তফা আহমদ, আতাই মিয়া, সেলিম আহমদ, আব্দুল হান্নান, ওয়াহিদ মিয়া, নুরুল হুদাসহ আরও অনেকে।

অভিযোগ রয়েছে, সিলেট জেলা প্রশাসক (ডিসি) তাদের কাছ থেকে ১৬ কেদার (কিয়ার) ভূমি অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু তখন মূল্য পরিশোধ ছাড়াই কুপ খনন শুরু করা হয়। কিন্তু মালিক পক্ষ তাদের ভূমির মূল্য আদায়ে দৌড়ঝাঁপ করেও মূল্য পাননি। তবুও এলাকা ও জাতীয় স্বার্থে কাজের সুযোগ দেন শেষ পর্যন্ত। এরপর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও নানা অজুহাতে ভূমির মালিকদের মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। এ সময়ের মধ্যে ভূমির শ্রেণি সংক্রান্ত জটিলতাও সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন বিষয়ে একটি সভা আহ্বান করা হলে মালিকপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হয়। মালিকরা ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি এবং বর্তমান বাজারদরে ভূমির মূল্য পরিশোধের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ভূমির মালিকরা।

এ বিষয়ে জকিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ফারুক আহমদ বলেন, ২০১৭ সালে ভূমি অধিগ্রহণের পর মাটি ভরাটের সময়ই ভূমির মালিকরা বাধা দিয়েছিলেন। তখন তাদের দাবি ছিল, ভূমির ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করে মাটি ভরাটের কাজ করতে হবে। কিন্তু দাপ্তরিক জটিলতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসক (ডিসি) কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণের অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে সে সময় মালিকপক্ষ মাটি ভরাটের কাজে বাধা দেয়।

তিনি আরও বলেন, পরে এলাকা ও জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং গ্যাস ফিল্ডে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের শর্তে আমি ভূমির মালিকদের বুঝিয়ে মাটি ভরাটের কাজে সহযোগিতা করি। কিন্তু এরপরও নানা টালবাহানার মাধ্যমে ভূমির মালিকদের প্রাপ্য মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। উল্টো তারা দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। এ কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা গ্যাস ফিল্ডে তালা দিয়েছেন। তাদের এ কর্মসূচি যৌক্তিক।

ভূমির মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ইকবাল আহমদ তাপাদার বলেন, 'ভূমি অধিগ্রহণের দীর্ঘদিন পর ২০২৪ সালে ভূমির নামেমাত্র মূল্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নির্ধারণ করা হয়। আমরা বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ভূমির মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত জায়গা ছাড়ব না। এখন যে মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত সামান্য। ভূমি অধিগ্রহণের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপক মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। তাই আমাদের দাবি, ন্যায্য বাজারদরে অধিগ্রহণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তার আগ পর্যন্ত তালাবদ্ধ থাকবে।'

সিলেটের নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'আমি আজকে যোগদান করেছি। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখতেছি। তবে এখন পর্যন্ত গ্যাস ফিল্ড কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আমাকে অবগত করেন নি। আমি এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।'

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

শিশুদের মোবাইল ব্যবহার ও আমাদের করণীয়

শিশুদের দৈনন্দিন মোবাইল ব্যবহার নিয়ে আমাদের আশংকার শেষ নেই। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে চারজন (৮৩ শতাংশ) প্রতিদিন দুই ঘণ্টার বেশি সময় বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে স্ক্রিন ব্যবহার করে।

অথচ আন্তর্জাতিকভাবে শিশুদের বিনোদনমূলক স্ক্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় দুই ঘণ্টার সীমাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গবেষণা অনুযায়ী, স্মার্টফোন, টেলিভিশন, ট্যাব, কম্পিউটার ও গেমিং ডিভাইস মিলিয়ে শিশুরা গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট স্ক্রিনে কাটায়।

গবেষণাটি থেকে আরও জানা যায়, এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু বিভিন্ন ধরনের চোখের সমস্যায় ভুগছে এবং প্রায় ৮০ শতাংশ শিশু নিয়মিত মাথাব্যথার অভিযোগ করছে। যারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন ব্যবহার করে, তারা গড়ে মাত্র ৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ঘুমায়। অথচ এই বয়সের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রতিদিন অন্তত ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন।

একই সঙ্গে প্রায় ১৪ শতাংশ শিশু অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় আক্রান্ত এবং যাদের স্ক্রিন ব্যবহারের সময় বেশি, তাদের মধ্যে এই হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

গবেষণাটি হাই স্ক্রিন এক্সপোজার অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েল-বিয়িং অ্যামং স্কুল-গোয়িং চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্টস ইন বাংলাদেশ: ক্রস-সেকশনাল স্টাডি-জার্নাল অব মেডিক্যাল ইন্টারনেট রিসার্চ (জেএমআইআর) হিউম্যান ফ্যাক্টরসে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের এই চিত্র বিশ্বের অন্যান্য দেশের গবেষণার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারের কারণে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও আবেগসংক্রান্ত বিকাশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মুখোমুখি যোগাযোগের দক্ষতা, পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সক্ষমতা এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অভ্যাস পর্যাপ্তভাবে বিকশিত না হলে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনেই পড়তে পারে।

যুক্তি কখনো ভালো বা খারাপ নয়; এর প্রভাব নির্ভর করে আমরা সেটি কীভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর। সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে; আর অনিয়ন্ত্রিত বা অনুপযুক্ত ব্যবহার ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট শিক্ষা, যোগাযোগ, তথ্যপ্রাপ্তি এবং বিনোদনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম। ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও শিখনঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করতে পারে।

আজ সারা বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার, শিল্প-সংস্কৃতি তাদের হাতের নাগালে। তাই শিশুদের প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা কোনো বাস্তবসম্মত বা কাঙ্ক্ষিত সমাধান নয়; বরং তাদের প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার শেখানোই সবচেয়ে জরুরি।

অভিভাবকদের বোঝা প্রয়োজন, কোন পরিস্থিতিতে স্ক্রিনের ব্যবহার শিশুর শেখা ও বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এবং কখন সেটি তাদের জন্য ঝুঁকি হয়ে ওঠে।

শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু দেখা, নতুন দক্ষতা অর্জন, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া কিংবা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা-এসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি শিশুদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্বেগের কারণ তখনই তৈরি হয়, যখন স্ক্রিনের ব্যবহার ধীরে ধীরে পর্যাপ্ত ঘুম, খেলাধুলা, শারীরিক কার্যক্রম, পারিবারিক সময় এবং সামাজিক মেলামেশার মতো শিশুর সুস্থ বিকাশের অপরিহার্য উপাদানগুলোকে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করে।

অপরাধের বিচার বনাম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিচার

মাহবুব আজীজ

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার পরই আলোচনাটি শুরু হয়; রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ কী উপায়ে হবে বা আদৌ তা সম্ভব কিনা? এর মধ্যে এনসিপিসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের ঝটিকা আন্দোলনের মুখে অন্তর্বর্তী সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। পদাধিকারী নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি দল হিসেবেও আওয়ামী লীগের গণবিরোধী ভূমিকার বিচার হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন শেষে সংসদে দুটি অধিবেশন চলাকালে এ বিষয়ে আর আলোচনা হয়নি। কিন্তু শনিবার জুলাই জাতীয় সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ আর কোনোদিন রাজনীতি করতে পারবে না। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছে, তাদের দাফন হয়েছে দিল্লিতে। শিগগিরই দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার শুরু হবে।' (সমকাল, ৫ জুলাই ২০২৬)।

রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত আইনেই বিচারের মুখোমুখি হবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটি। অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গটিও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা জরুরি।

আমরা জানি, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বিপুল প্রাণহানি ঘটেছিল। আহত মানুষের সারি, বহু মানুষের আত্মত্যাগ ছিল। এই ঘটনার জন্য দায়ীদের বিচার প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ কারও নেই। আইনি প্রক্রিয়া চলমান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ উচ্চপদস্থ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলার রায়ও ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের প্রক্রিয়া দেশের রাজনীতিতে নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলবে।

আমাদের দেশে যে কোনো সরকার যাবতীয় সমস্যার দায় পূর্ববতী সরকারের ঘাড়ে চাপাতে সিদ্ধহস্ত। বর্তমান সরকারের পক্ষেও বিভিন্ন সমস্যার দায় আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছর এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের শাসনামলের কাঁধে হয়তো কিছুদিন চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ বর্তমান ও পূর্বতন সরকারের তুলনা করতে শুরু করবে। যতই দল কিংবা দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক, বর্তমান সরকারের সুশাসন বা ব্যর্থতা আওয়ামী লীগকে আবার অপ্রাসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

বিএনপিকে চ্যালেঞ্জ করবার মতো রাজনৈতিক সামর্থ্য, দক্ষতা, জনসমর্থন জামায়াত বা এনসিপির নেই- এ কথা বোধগম্য। তাই বিএনপি তার প্রধান প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগকে মাঠে অনুপস্থিত রাখতে যে উদ্যোগই নিক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে না। মনে রাখতে হবে- আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিন মেয়াদে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপিকে দেশের মূল রাজনৈতিক স্রোত থেকে সরিয়ে দিতে খেয়ালখুশির নির্বাচন ও শাসন চালু করেছিল। এর ফলাফল চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান।

২.

আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী শাসনে অতিষ্ঠ ও সংক্ষুব্ধ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও সংঘাতের মূল উচ্চারণ বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দলকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান কেবল ব্যক্তির পরিবর্তনের জনআকাঙ্ক্ষামাত্র ছিল না। ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও আচরণে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রদত্ত জুলাই সনদ ছাড়া সংসদে আর কোনো সংস্কার প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা শুনি না। নারী অধিকারবিষয়ক সংস্কারসহ অধিকাংশ সংস্কার প্রতিবেদন নিয়ে সরকার বা বিরোধী দলের নীরবতায় বোঝা যায়, এসব বিষয়ে তারা মনোযোগী নয়।

রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আলাপ তাই সব অংশীজনের পক্ষ থেকেই প্রয়োজন। সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদটি নিয়ে অন্তত বিরোধী দলের বক্তব্য জরুরি। এই আইনে বলা হয়েছে, আইন অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রাণের অধিকার রক্ষা হবে। 'আইন অনুযায়ী' শব্দদ্বয় দ্ব্যর্থক। রাষ্ট্র যখন কোনো দমনমূলক আইন চালু করে এবং সেই আইন সামনে রেখে হত্যা-নিষ্পেষণ চালায়, তখন সেটাকেও 'আইনিভাবে অবৈধ' বলা যায় না। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানকালে বিপুল প্রাণহানির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য সাংবিধানিক ঢাল হয়ে উঠেছিল এই আইন। এর পরিবর্তন না হওয়ার কারণ বোধগম্য নয়। বিভিন্ন দেশের সংবিধানে 'শর্তহীনভাবে প্রাণের অধিকার সংরক্ষণ' প্রতিষ্ঠিত; আমাদের সংবিধানেও ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে প্রাণের অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.

আমরা বারবার বলতে চাই, কোনো সরকারই কেবল একটি দলের সরকার নয়। সরকার দল-মত নির্বিশেষে জনগণ তথা রাষ্ট্রের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ কোনো দলকে টিকিয়ে রাখা বা ধ্বংস করবার দায়িত্ব নিতে পারে না। দল টিকে থাকবে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কেবলমাত্র মানুষের রায়ে; নির্বাচনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল আইনের শাসন নিশ্চিত করা। ব্যক্তির অপরাধ বিচারের এখতিয়ার কেবলমাত্র আদালতের। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনোভাবেই অপরাধের বিচারে প্রভাব রাখতে পারবে না।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুমসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে হত্যাযজ্ঞের বিচার অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু অপরাধ দল করে না; করে দল বা সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি। প্রতি ঘটনায় দায়ী প্রত্যেককে বিচারের মুখোমুখি করে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে বিগত ৫৪ বছরে সরকারে থাকা সব রাজনৈতিক দল বা জোটের বিরুদ্ধেই নানা ঘটনায় একই ধরনের মামলা দেওয়া সম্ভব। ব্যক্তির দায় সংগঠনের ওপর চাপিয়ে রাজনৈতিক প্রতিযোগীকে নিষিদ্ধ করবার পাঁয়তারা শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অন্তত চারটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। সব কয়টি নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলই কমবেশি ৪০ শতাংশ করে ভোট পায়। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর ভোট প্রদানের হার থেকে বোঝা যায়, আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের একটি বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের অধিকাংশই সাধারণ সমর্থক; তারা দলের নেতৃত্ব নয়। গুম-খুন-দুঃশাসনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কাজেই দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে শুধু প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে রাজনীতির বাইরে রাখার অপপ্রয়াস আখেরে উল্টো ফলও বয়ে আনতে পারে। যে দলের প্রতি নিপীড়ন চলে; সে দলের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি বাড়ে বৈ কমে না।

এ-ও সত্য, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে নিজেদের দুষ্কর্ম নিয়ে অনুতাপ বা অনুশোচনার দেখা এখনও মেলেনি। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগেই তারা 'ষড়যন্ত্র' খুঁজে পান। নেতৃবৃন্দের আত্মম্ভরিতা ও অহমিকা এখনও স্পষ্ট। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দুই বছরের মধ্যেও প্রকাশ্য কোনো পরিকল্পনা হাজির করতে পারেনি। অবশ্য এতে আওয়ামী লীগের বিচারের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রশ্নটি বাতিল হয়ে যায় না।

আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের কর্মফল আদালতে পাবেন। তবে দলটির ঘোষণাপত্র বা গঠনতন্ত্রে অপরাধের কোনো পরিকল্পনা নেই। কাজেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে দলটিকে নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষমতাসীনরা সুশাসন, জবাবদিহিতার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে জনসাধারণই আওয়ামী লীগকে ত্যাগ করে উপযুক্ত দলকে সমর্থন জানাতে পারে। আর জনসাধারণের সামনে যত বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল থাকে, গণতন্ত্রের ভিত তত সুশক্ত ও জনমুখী হয়ে ওঠে।

শাহজালাল (র.) মাজারের দানবাক্সে এবার ১৮ দিনে মিলল ৪৭ লাখ টাকা

সিলেট অফিস : সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজারের দানবাক্স ও ডেগ থেকে দ্বিতীয় দফায় গত ১৮ দিনে মোট ৪৭ লাখ ১০ হাজার ১৫৩ টাকা পাওয়া গেছে। শনিবার দিনভর দীর্ঘ গণনা শেষে মাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও মাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এই গণনার ফলাফল ঘোষণা করেন। সিলেটভ্রমণ

এর আগে শনিবার সকাল ১১টার দিকে দরগাহ মসজিদের বারান্দায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে ডেগ ও নতুন দানবাক্সগুলো থেকে ৪ বস্তা টাকা বের করে গণনা শুরু হয়। শাহজালাল (রহ.) মাজার মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এই টাকা গণনা কার্যক্রমে অংশ নেন।

গণনা শেষে সংশ্লিষ্ট কমিটির অফিশিয়াল হিসাবপত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দানবাক্সে নগদ বাংলাদেশি টাকার পাশাপাশি সোনা-রূপা, গবাদি পশু এবং বিশ্বের আরও ১২টি ভিন্ন দেশের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এসময় ১৩৫ সৌদি রিয়াল, ২ হাজার ৫৩২ ভারতীয় রুপি, ৫৪.২০ ডুবাইর দিরহাম; ওমানী ১ দিনার ৪৫০ পয়সা, ইন্দোনেশিয়া: ৪ হাজার রুপিয়া, ২০ ইউএস ডলার, ২০ হংকং ডলার, ২০ ইউরো, ১০ সিঙ্গাপুরী ডলার, ২২ কাতারী রিয়াল, ৬ রিঙ্গিত এবং ৬০ পাকিস্তানী রুপি। এছাড়া নগদ টাকা ও বিদেশি মুদ্রার পাশাপাশি দানবাক্স থেকে মূল্যবান অলংকার ও ধাতু পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সোনা ৯ গ্রাম; স্বর্ণসদৃশ বস্তু ১০ গ্রাম; এবং রূপা ৩৯.৪ গ্রাম।

সর্বশেষ গণনার দিন থেকে শনিবার পর্যন্ত মাজারে ভক্তদের দান করা গবাদি পশুর হিসাবও প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। একটি গরু যা লঙ্গরখানায় রান্না করে মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ছাগল পাওয়া যায় মোট ৬৫টি। এর মধ্যে ৪০টি ছাগল লঙ্গরখানায় রান্না করে বিতরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৫টি ছাগল ১ লাখ ২৫ হাজার ৪০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

টাকা গণনার সময় জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মাজার আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২২ জুন তৎকালীন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো মাজারের দানবাক্স খোলা হয়েছিল। সে সময় মাত্র ৪ দিনে ১৭ লাখ ৬৫ হাজার ৫৪৯ টাকা জমা হয়েছিল। মাজারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গঠিত বিশেষ কমিটির অধীনে এই অর্থ সোনালী ব্যাংকে মাজারের নামে খোলা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা রাখা হবে।

ওসমানী মেডিকেলে রোগীর স্বজন ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সংঘর্ষে আহত- ১৫

সিলেট অফিস : সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজনদের সঙ্গে ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় ইন্টার্নরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনির্দিষ্টকালের একাডেমিক শাটডাউন পালন করছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। সিলেটভ্রমণ

মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ১টা থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও এর সামনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার পর হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ওসমানী মেডিকেলের ইন্টার্ন চিকিৎসক ডা. রাকিন হান্না আনান জানান, হামলায় ৬ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক ও ৫ জন মেডিকেল শিক্ষার্থী আহত হয়েছে্। এর মধ্যে ৪/৫ জনের অবস্থা গুরুতর। তাদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। হামলাকারী ৩ জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ইউনিটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে তাদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, খবর পেয়ে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমান হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। আমাদের কর্মবিরতি চলছে। আগামীকাল আমাদের হাসপাতালের পরিচালক, এসএমপি কমিশনার, ডিবি পুলিশের সাথে আমরা মিটিং করবো।

তারপর জানা যাবে পরবর্তী আপডেট।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে অসুস্থ এক শিশুকে নিয়ে তার স্বজনরা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। এ সময় কর্তব্যরত এক ইন্টার্ন চিকিৎসকের দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ তুলে রোগীর স্বজনদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে উপস্থিত অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীরাও ঘটনাস্থলে জড়ো হন। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি, রোগীর সঙ্গে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি হাসপাতালের বাইরে থেকে আরও লোকজন এনে কর্তব্যরত ইন্টার্ন চিকিৎসকের ওপর হামলা চালান এবং তাকে মারধর করেন। খবর পেয়ে অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে এলে সংঘর্ষ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে রয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসক তাসপিয়ানুল হক ও রেজা নিলয়, নগরের বালুচর এলাকার আবরার হোসেন ও জাহিদ, ওসমানী মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থী এবং রোগীর আরও কয়েকজন স্বজন। আহতদের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে। তবে কিছু সময় হাসপাতাল এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। এ সময় কয়েকজন মেডিকেল শিক্ষার্থীকে লাঠি ও হাতে অবস্থান করতে দেখা যায়, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে। ঐবধষঃয

সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মাইনুল জাকির বলেন, "হাসপাতালে যাতে আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের শনাক্ত করতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

এদিকে রাত আড়াইটার দিকে পৃথক বিবৃতিতে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন ডক্টরস ফোরাম হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানায়। একই সঙ্গে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।

অন্যদিকে একই দাবিতে ওসমানী মেডিকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অনির্দিষ্টকালের জন্য একাডেমিক শাটডাউনের ঘোষণা দেন।

রাজনগরে এক পরিবারের করুণ কাহিনী

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার একটি পরিবারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার করুণ ইতিহাস। একই বাড়ির দুটি পরিবারে বর্তমানে ১১ জন সদস্য দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী। দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে তাদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। চরম দারিদ্র্য, বসবাসের অনুপযুক্ত ভাঙাচোরা ঘর, নদীভাঙন এবং বন্যার দুর্ভোগ- সব মিলিয়ে মানবেতর জীবন কাটছে তাদের।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, আধাপাকা একটি জরাজীর্ণ ঘরেই বসবাস করছেন তারা। ঘরের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে, নেই ন্যূনতম খাদ্যসংস্থান। অভাব-অনটন যেন এই পরিবারের নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মনু নদীর ভাঙন ও বন্যার দুর্ভোগ। নদীর বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকলেই চরম বিপাকে পড়তে হয় পরিবারটিকে। তাদের এতোসব কষ্ট মাঝে মনু নদী বার বার নিয়ে আসে সীমাহীন ভোগান্তি। বাঁধ ভেঙ্গে গেলেই তারা তারা পড়েন মহা দূর্ভোগে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়েও দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের বড়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কামারচাক ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম দক্ষিণ ইসলামপুরে বসবাস করেন সহোদর কামাল মুন্সি ও লাফুল মিয়ার পরিবার। তাদের বাবা ও দাদা দুজনই ছিলেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। সেই পারিবারিক সূত্রেই জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হন কামাল মুন্সি ও লাফুল মিয়া। বংশপরম্পরায় প্রতিবন্ধিতার এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। কামাল মুন্সির পরিবারে তার ছেলে জগলু মিয়া, ফখরুল মিয়া ও মেয়ে সুফি বেগম জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। পরবর্তী প্রজন্মে ফাইজা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হলেও শারমিন ও সোহান দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি মানসিক প্রতিবন্ধিতায়ও ভুগছে।

অন্যদিকে, লাফুল মিয়ার পরিবারে ছেলে সারজক মিয়া, নাতি আকবর আলী এবং নাতনি আনিকা আক্তারও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। ফলে একই পরিবারের দুটি শাখায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলেছে প্রতিবন্ধিতার এই নির্মম বাস্তবতা।

পরিবারের সদস্যরা জানান, বিভিন্ন সময় চিকিৎসার চেষ্টা করা হলেও চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাভাবে বর্তমানে চিকিৎসাও বন্ধ হয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তি না থাকায় তারা কোনো কাজ করতে পারেন না, আবার শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ কাজের সুযোগও দেন না। ফলে অন্যের সহায়তার ওপর নির্ভর করেই চলছে দুই পরিবারের জীবন।

সাম্প্রতিক নদীভাঙন ও বন্যা তাদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। চারপাশে পানি থাকায় বাইরে যেতে পারছেন না, আবার অন্যরাও সহজে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। ফলে অনেক সময় একবেলা খেয়ে আরেকবেলা না খেয়ে থাকতে হচ্ছে।

সোমবার (১৩ জুলাই) বিকেলে কথা হলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সুফি বেগম বলেন, 'আমি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। আগে মানুষের বাড়িতে ছোটখাটো কাজ করে কিছু সহযোগিতা পেতাম। কিন্তু বন্যার পর কোথাও যেতে পারছি না, আবার কেউও আমাদের কাছে আসতে পারছে না। একবেলা খেলে আরেকবেলা না খেয়ে থাকতে হচ্ছে।'

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী কামাল মুন্সি বলেন, 'আমরা জন্ম থেকেই অন্ধ। চিকিৎসকরা বলেছেন আমাদের দৃষ্টি আর ফিরে আসবে না। টাকার অভাবে এখন চিকিৎসাও করাতে পারি না।'

এদিকে, সোমবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়ের পক্ষ থেকে পরিবারটির জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আজাদুর রহমান বলেন, 'পরিবারটির ১১ জনের মধ্যে বর্তমানে ৮ জন প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন। বাকি তিনজন আবেদন করলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। সরকারি কোনো বিশেষ বরাদ্দ এলে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দেওয়া হবে।'

দুর্নীতি বন্ধ করতে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতি বন্ধ করার বিষয়ে সব সময়ই একমত। ক্ষমতায় থাকুক, আর বিরোধী দলেই থাকুক-সবাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে দুর্নীতি বন্ধ হয় না।

ক্রমাগত বেড়েই চলে দুর্নীতির চিত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ক্ষমতায় গিয়ে দুর্নীতিতে 'জিরো টলারেন্স'-এর কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন এক চিত্র আমাদের সামনে আসে।

সরকার বদলায়, স্লোগান বদলায়, কিন্তু দুর্নীতি থেকে যায়। কখনো কখনো তা আরো বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রতিবেদনে জানানো হয় যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সেবা খাতে দুর্নীতির পরিমাণ ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ আমলে ২০২৩ সালে যে পরিস্থিতি ছিল, তার তুলনায় ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সেবা খাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা আরো বাড়ার চিত্র উঠে এসেছে।

সংস্থাটি বলছে, ২০২৫ সালে দেশের সেবাগ্রহীতাদের ৮১.৬ শতাংশ কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালের জরিপে ছিল ৭০.৯ শতাংশ।

দুর্নীতি বন্ধ করতে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধিদুর্নীতি হচ্ছে মূলত মাঠ পর্যায়ে। সরকার বদলালেও কাঠামো বরাবরই একই রকম ছিল। দুর্নীতি, ঘুষ কিংবা অবৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণের অপরাধে শাস্তির উদাহরণ না থাকায় তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। তবে দেশের অনেকেই আশা করেছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় কোনো দুর্নীতি হবে না। সব অফিশিয়াল কাজকর্ম নিয়ম অনুযায়ী হবে। ঘুষ, দুর্নীতির কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না। দেশে কোনো বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে সব উল্টো হয়েছে। বৈষম্য বেড়েছে, দুর্নীতি বেড়েছে। কিছুদিন আগে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামও বলেছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দুর্নীতি হয়েছে। অবশ্য তিনি নিজেও অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। টিআইবির প্রতিবেদনে তেমনটাই প্রমাণিত হয়েছে, যেমনটা এনসিপির আহ্বায়ক বলেছিলেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের মুখে জোরালো আওয়াজ শোনা গেলেও তা কমাতে বাস্তবিক তারা কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। কোনো কোনো উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সহকারীর বিরুদ্ধে শত শত কোটি টাকার অভিযোগ উঠলেও প্রধান উপদেষ্টা সেটি আমলে নেননি। এমনকি কমিশন গঠন ছাড়া মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতি দমনে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

টিআইবি পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫'-এর ফলাফলে দেখা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এক বছরে ঘুষ লেনদেন হয়েছে ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। এই অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১.৫৮ শতাংশ এবং দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.২৩ শতাংশের সমান।

বাংলাদেশে জমির খতিয়ান তুলতে ঘুষ, বিদ্যুতের সংযোগ নিতে ঘুষ, ব্যবসার অনুমোদন পেতে ঘুষ, চাকরি পেতে ঘুষ, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার পেতেও ঘুষ দিতে হয়। যে রাষ্ট্রের নাগরিককে সেবা দেওয়ার কথা, সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে সেবাকে অনেক সময় পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো উদ্বেগজনক বাস্তবতার ইঙ্গিত দিয়েছে। সরকারি অফিসে ঘুষ, প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম, টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা, অর্থপাচার এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ জনমনে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে, আসলে সমস্যা কোথায়?

অনেকে মনে করে, দুর্নীতির মূল কারণ কিছু অসৎ ব্যক্তি। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এত সরল নয়। একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা বা রাজনীতিক জন্মগতভাবে দুর্নীতিবাজ হয়ে ওঠেন না। তিনি একটি দুর্বল ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন। যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি থাকে না, যখন আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয় না, যখন রাজনৈতিক পরিচয় বিচারকে প্রভাবিত করে, তখন দুর্নীতি ব্যক্তিগত ব্যর্থতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

দুর্নীতি এখন অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি নয়, একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একজন কর্মকর্তা, একজন ব্যবসায়ী, একজন রাজনৈতিক নেতা এবং একটি স্বার্থগোষ্ঠী পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে এমন এক কাঠামো তৈরি করে, যেখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদে রূপান্তরিত হওয়ার পথ তৈরি হয়।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সেতু হয়েছে, মহাসড়ক হয়েছে, মেট্রো রেল হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। সেসব ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে। আর উন্নয়ন হলে দুর্নীতি হবে-এটি এ দেশে অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই মনে করা হয়। কিন্তু বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেশে মোটাদাগে কোনো উন্নয়নই হয়নি বলা যায়। তাহলে এত দুর্নীতির চিত্র কেন?

চাঁদাবাজির বিষয়টিও দুর্নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। দেশে সরকার পরিবর্তন হলেও অনেক ক্ষেত্রে চাঁদাবাজির ধরন পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয় না। পরিবহন, বাজার, নির্মাণ খাত, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জায়গায় অনানুষ্ঠানিক অর্থ আদায়ের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আর এই চিত্র ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে।

অনেকেই মনে করে, কঠোর আইন করলেই দুর্নীতি বন্ধ হবে। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আইন নতুন নয়। সমস্যাটি আইনের অভাব নয়, সমস্যাটি আইনের প্রয়োগে। বড় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তদন্ত হয়, মামলা হয়, কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘ হয়, অনেক ক্ষেত্রে ফলাফল অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে অপরাধীরা একটি বার্তা পায়-ঝুঁকি কম, লাভ বেশি।

দুর্নীতি কমানোর জন্য প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সদিচ্ছা বলতে শুধু বক্তৃতা নয়, বরং নিজের দলের মানুষ হলেও অপরাধ করলে ব্যবস্থা নেওয়ার মানসিকতা। আইনের চোখে সবাই সমান-এই নীতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা না হলে দুর্নীতিবিরোধী কোনো অভিযান দীর্ঘ মেয়াদে সফল হবে না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো যদি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপমুক্ত না থাকে, তাহলে তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

তৃতীয়ত, ডিজিটাল সেবার পরিধি আরো বাড়াতে হবে। যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ কমবে, সেখানে ঘুষের সুযোগও কমবে। ভূমি, কর, লাইসেন্স, সরকারি ক্রয় এবং নাগরিক সেবার পুরো প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ করতে হবে।

চতুর্থত, তথ্য অধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক অস্ত্রগুলোর একটি। সাংবাদিকরা যদি ভয়ভীতি বা চাপের মুখে কাজ করেন, তাহলে অনেক অনিয়ম অন্ধকারেই থেকে যাবে।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনতে হবে। নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের সংস্কৃতি যত দিন থাকবে, তত দিন ক্ষমতায় গিয়ে সেই অর্থ পুনরুদ্ধারের প্রবণতাও থাকবে। ফলে দুর্নীতির চক্র ভাঙা কঠিন হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক সংস্কৃতি। আমরা প্রায়ই দুর্নীতির জন্য শুধু রাজনীতিবিদ বা কর্মকর্তাদের দায়ী করি। কিন্তু অনেক সময় আমরাও নিয়ম ভাঙার জন্য শর্টকাট খুঁজি, তদবির খুঁজি, ঘুষ দিয়ে সুবিধা নিতে চাই। অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি সমাজেরও দায়িত্ব।

বাংলাদেশ আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিক চাপ, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা, বিনিয়োগ সংকট এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ-এসবের মধ্যে দুর্নীতি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির কারণে শুধু অর্থের অপচয় হয় না, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আইনের শাসন দুর্বল হয় এবং বৈষম্য আরো গভীর হয়।

যে রাষ্ট্রে একজন গরিব মানুষ ন্যায়বিচার পেতে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, যে রাষ্ট্রে যোগ্যতার চেয়ে প্রভাব বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে, যে রাষ্ট্রে ক্ষমতার ছায়া আইনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়, সেই রাষ্ট্র কখনো প্রকৃত অর্থে সমতার রাষ্ট্র হতে পারে না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাই নতুন কোনো স্লোগান নয়, প্রয়োজন দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রয়োজন রাষ্ট্রের আত্মশুদ্ধি। প্রয়োজন এমন একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতি, যেখানে ক্ষমতা নয়, জবাবদিহি হবে প্রধান শক্তি; পরিচয় নয়, আইন হবে সর্বোচ্চ; আর ব্যক্তিস্বার্থ নয়, জনগণের স্বার্থ হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি।

গাজা কেবল সাহায্য নয়, বিচারও চায়

আসেম আলনাবিহ

দুই বছরব্যাপী গণহত্যার পর বিশ্ব আজ গাজার কেবল জরুরি মানবিক সংকটের বিষয়টিই তুলে ধরছে। ক্ষুধার্ত শিশুর ছবি, বাতাসে ওড়া তাঁবু, পানির জন্য দীর্ঘ সারি আর সীমান্তে আটকে থাকা ত্রাণের ট্রাক-এসব চিত্রই এখন সংবাদের মূল বিষয়।

এই ছবিগুলো সত্য। এই কষ্টগুলোও বাস্তব। কিন্তু গাজাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা চরম বিভ্রান্তিকর।

গাজা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার নয়। এটি কোনো খরাপীড়িত এলাকা নয় যে বৃষ্টির অপেক্ষায় আছে, কিংবা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত কোনো শহর নয়, যা কোনো কারণ বা দায়বদ্ধতা ছাড়াই হঠাৎ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। গাজায় যা ঘটছে, তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সামরিক কৌশল এবং দীর্ঘদিনের একটি দমনমূলক ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত ফল। একে কেবল 'মানবিক সংকট' হিসাবে দেখা মানে সত্যকে আড়াল করা।

এই উপস্থাপনা কোনো দুর্ঘটনা বা নির্দোষ বিষয় নয়। এটি প্রকৃত দায়বদ্ধতাকে অস্পষ্ট করে দেয়, ইতিহাসকে উপেক্ষা করে এবং একটি রাজনৈতিক অপরাধকে কেবল ত্রাণ ও লজিস্টিকসের কারিগরি সমস্যায় রূপান্তর করে ইসরাইলকে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করে।

ইসরাইলের পদ্ধতিগত সামরিক সহিংসতা, অবরোধ এবং সম্মিলিত শাস্তির মাধ্যমে গাজাকে ধ্বংস করা হচ্ছে, আর তারা এর ফলাফল জেনেই তা করছে। এ বাস্তবতাকে মানবিক ইস্যু হিসাবে দেখা মানে মূল কারণ ও সমাধান উভয়কেই বিকৃত করা।

পরিকল্পিত অনাহার

যখন মানবিক ভাষাকে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা থেকে আলাদা করা হয়, তখন এটি রাজনীতিকে মুছে ফেলার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। এটি সবার মনোযোগ অপরাধী থেকে সরিয়ে উপসর্গের দিকে, কারণ থেকে ফলাফলের দিকে এবং বিচার থেকে ত্রাণের দিকে নিয়ে যায়। অধিকারের জায়গা দখল করে নেয় খাদ্যের প্যাকেট। ঘরের জায়গা নেয় তাঁবু। আর স্বাধীনতার জায়গা নেয় ত্রাণের বহর। এই কাঠামোর মধ্যে ফিলিস্তিনিদের একটি রাজনৈতিক সত্তার বদলে কেবল দয়া ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী হিসাবে দেখানো হয়।

এই ভাষা তখন আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, যখন তা রাজনৈতিক সত্যকে আড়াল করে। গাজাকে যখন নিপীড়নের শিকার না বলে কেবল 'অভাবী' হিসাবে দেখানো হয়, তখন

ঘটনা থেকে ইসরাইল অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্ষুধা তখন কোনো অস্ত্র নয়, বরং একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হিসাবে দেখা দেয়। ধ্বংসলীলাকে পরিকল্পিত হামলার বদলে 'অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি' বলা হয়। ফিলিস্তিনিরা তখন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বীরের বদলে সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা জনসংখ্যায় পরিণত হয়।

গাজার দুর্ভিক্ষ কোনো অভাব বা পরিস্থিতির কারণে নয়, বরং এটি পরিকল্পিত। একে ইসরাইলের নাম না নিয়ে কেবল মানবিক জরুরি অবস্থা বলা মানে একটি বিপজ্জনক মিথ্যায় অংশ নেওয়া। ইসরাইল সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করেছে, খাদ্যের প্রবেশ সীমিত করেছে, কৃষিজমি ধ্বংস করেছে, বেকারি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে। একে কেবল ত্রাণের ব্যর্থতা বলা মানে ইসরাইলের উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখা। গাজায় অনাহার কোনো দুর্ঘটনা নয়, এটি ইসরাইলের প্রয়োগ করা একটি নীতি।

নৈতিক বিকৃতি

একই কথা ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুরো এলাকাগুলো কোনো আকস্মিক ঘটনায় নয়, বরং ইসরাইলের ক্রমাগত বোমাবর্ষণে মানচিত্র থেকে মুছে গেছে। হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, পানির কূপ এবং পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। একে 'শহুরে পতন' বা 'যুদ্ধোত্তর ক্ষতি' বলা মানে সহিংসতার হোতাকে আড়াল করা। অবকাঠামো নিজে নিজে ভেঙে পড়ে না, একে ধ্বংস করা হয়। মানবিক এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি সাময়িক পরিস্থিতির ভ্রম তৈরি করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, গাজার এই কষ্ট একটি সাময়িক মুহূর্তের বিষয়, যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সামলে রাখা যায়। কিন্তু ইসরাইল এটা নিশ্চিত করেছে যে, কোনো 'স্বাভাবিক জীবন' যেন আর ফিরে না আসে। অবরোধ এই গণহত্যার অনেক আগে থেকেই ছিল এবং ইসরাইল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা কোনো অর্থবহ পুনর্গঠন বা স্বায়ত্তশাসন হতে দেবে না। এ অবস্থা ত্রাণ সংকটের সমাধান দেয় না, বরং এটি ধ্বংসের একটি স্থায়ী অবস্থাকে টিকিয়ে রাখে।

এ কারণেই আরও ত্রাণের দাবি নৈতিকভাবে সঠিক হলেও রাজনৈতিকভাবে অপর্যাপ্ত। ত্রাণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু মর্যাদা বা সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিতে পারে না। উলটো যখন ত্রাণ রাজনৈতিক পদক্ষেপের জায়গা দখল করে নেয়, তখন এটি অন্যায়কে সহনীয় করে তুলে তাকে স্বাভাবিকতায় রূপান্তর করে।

এখানে একটি গভীর নৈতিক বিকৃতি কাজ করছে। ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে আশা করা হয়, তারা যেন ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে আসা ত্রাণের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে, যখন ইসরাইল তাদের ওপর বোমাবর্ষণ ও অনাহার চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রতিরোধকে তখন 'উগ্রবাদ' হিসাবে দেখা হয়। প্রশ্নটি তখন 'ইসরাইল কেন এটি করছে' থেকে সরে গিয়ে 'ফিলিস্তিনিরা কেন কেবল টিকে থাকতে পারছে না'-এতে রূপ নেয়।

গাজা যা চায়, তা হলো বিচার। এর অর্থ হলো দখলদারির অবসান, অবরোধ তুলে নেওয়া, বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধীদের বিচার। এসব পদক্ষেপ ছাড়া মানবিক প্রচেষ্টাগুলো কেবল ক্ষতে ব্যান্ডেজ লাগানোর মতো, যখন ক্ষতটি ক্রমাগত আরও গভীর করা হচ্ছে।

গাজা বিশ্বের কাছে করুণা চাইছে না। গাজা চাইছে বিশ্ব ইসরাইলের কর্মকাণ্ডকে তার সঠিক নামে (গণহত্যা ও অপরাধ) ডাকুক এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিক।

সংসদ ভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থানরত আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। প্রায় ৪৫ মিনিট পর দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে অবরোধ প্রত্যাহার করে মিছিল নিয়ে নিউমার্কেট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। পরে পুলিশ

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সন্ধ্যায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে সড়কে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে বিকেলে টানা বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার মধ্যেও সোমবার এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়।

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) দিনভর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন শেষে শিক্ষার্থীরা বিকেল পৌনে ৬টার দিকে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সংসদ ভবনের সামনে চলে যান।

এর আগে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন। এদিন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন।

সেখান থেকে সরে যেতে বললে শিক্ষার্থীরা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সামনে গিয়ে কিছু সময় অবস্থান করেন।

দুপুরের পর শিক্ষার্থীরা আবারও সায়েন্স ল্যাব মোড়ে ফিরে দ্বিতীয় দফায় প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেন। এরপর তারা জাতীয় সংসদ ভবনের উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করেন।

মিছিলটি সায়েন্স ল্যাব থেকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে সংসদ ভবনের দিকে অগ্রসর হয়। আসাদ গেট এলাকায় পুলিশ ব্যারিকেড দিলেও শিক্ষার্থীরা সেটি অতিক্রম করে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার গেটের সামনে পৌঁছে অবস্থান নেন।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং তাদের উত্থাপিত দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

শিক্ষিকার মাথায় ছাত্রীর মায়ের ৪ কোপ, চারটি আঙুল বিচ্ছিন্ন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কিশোরগঞ্জের ভৈরবে প্রাইভেট পড়ানোর টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সিঁথি সীমিতা নামে এক স্কুলশিক্ষিকাকে দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়েছেন ছাত্রীর মা। ওই শিক্ষকের মাথায় ৪টি কোপের আঘাত লেগেছে। বিচ্ছিন্ন হয়েছে হাতের ৪টি আঙুল। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গত সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের পানাউল্লাহচর এলাকার এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওই নারীর নাম মোছা. প্রিয়া বেগম (২৫)। তিনি পানাউল্লাচারের হোটেল ব্যবসায়ী বায়েজিদ মিয়ার স্ত্রী। পরে এ ঘটনায় স্থানীয়রা ওই নারীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

শিক্ষিকাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় প্রিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, হামলার পেছনে আরও কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানায়, আহত সিঁথি সীমিতা (২৮) শিবপুর ইউনিয়নের ভূইয়া বাড়ির মৃত সুলয়মান মিয়ার মেয়ে ও পানাউল্লাচর এলাকার ইতালি প্রবাসী মো. মুরাদ মিয়ার স্ত্রী। তিনি শিবপুর বিএমএ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে গৃহশিক্ষক হিসেবে পড়ান। সোমবার সকালে প্রতিদিনের মতো প্রিয়া বেগমের মেয়ে সাফা মনিকে (৪) পড়াতে তার বাসায় যান শিক্ষিকা সিঁথি সীমিতা। এ সময় ওই শিক্ষিকা প্রিয়া বেগমের কাছে প্রাইভেট পড়ানোর বকেয়া থাকা ১ হাজার ৫০০ টাকা চান। প্রাইভেট পড়ানো শেষে বাড়ির উদ্দেশে বের হওয়ার পর আবার ফেলে আসা ছাতা আনতে প্রিয়ার বাসায় যান। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ওই নারী দা দিয়ে শিক্ষিকাকে এলোপাতাড়ি কোপানো শুরু করেন। পরে চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এসে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইসরাত জাহান স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত প্রিয়া বেগমকে আটক করে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

আহত শিক্ষিকার দেবর সারোয়ার বলেন, 'আমার ভাবী একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। প্রতিদিনের মতো আজও তিনি প্রিয়া বেগমের মেয়েকে পড়াতে গিয়েছিলেন। পড়ানো শেষে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ প্রিয়া বেগম দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর আহত করেন। পরে আমরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, চেয়ারম্যানসহ ৩ ইউপি সদস্য বরখাস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পরিচয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে ভুয়া নাগরিক সনদ ও 'রোহিঙ্গা নন' মর্মে প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার ১ নম্বর আলীকদম সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. নাছির উদ্দিনসহ তিন ইউপি সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার।

একই সঙ্গে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ জারি করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ গত ১২ জুলাই জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানায়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ভোটার তালিকা হালনাগাদ-২০২৫ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশে ভুয়া নাগরিক সনদ ও 'রোহিঙ্গা নন' মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ভুয়া ও অসম্পূর্ণ তথ্যসংবলিত প্রত্যয়নপত্র ইস্যু, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সহায়তার অভিযোগের প্রশাসনিক প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।

সাময়িক বরখাস্ত হওয়া জনপ্রতিনিধিরা হলেন- আলীকদম সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. নাছির উদ্দিন, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সন্তোষ কান্তি দাশ, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাকের

হোসেন এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল মতিন। প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দায়িত্বে বহাল রাখা প্রশাসনিকভাবে সমীচীন নয়।

জনস্বার্থে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৪(৪)(খ), ৩৪(৪)(ঘ) ও ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

আলীকদম সদর ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনজুর আলম বলেন, 'এটি সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত নয়। অভিযুক্তদের শোকজের জবাব দেওয়ার জন্য ১০ কার্যদিবস সময় দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি যে নির্দেশনা দেবেন, সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া বিধি অনুযায়ী চলবে।

শোকজের জবাব, তদন্তের অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সরকারের এ পদক্ষেপকে ঘিরে আলীকদমজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অনেকেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, জাতীয় নিরাপত্তা ও ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াত মুখোমুখি অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা মডেল মসজিদে জামায়াতে ইসলামীর নারী সংগঠনের কোরআন শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জেরে দলটির নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে দুই পক্ষের অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন। গত রোববার বিকেলে তাদের মুখোমুখি অবস্থান ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার শুরু গত শনিবার। এদিন দুপুরে উপজেলা মডেল মসজিদের একটি কক্ষে জামায়াতে ইসলামীর নারী বিভাগ 'তালিমুল কোরআন' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে শতাধিক নারী অংশ নেন। স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, কর্মসূচি চলাকালে বিএনপি নেতারা সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ নিয়ে জামায়াতের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের তর্কাতর্কি হয়। বিষয়টির রেশ কাটতে না কাটতেই একটি ফেসবুক আইডি থেকে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়াকে নিয়ে মানহানিকর পোস্ট দেওয়া হয়। সেই পোস্ট শেয়ার করেন ছাত্রশিবিরের ওয়ার্ড পর্যায়ের এক নেতা। এ নিয়ে রোববার দুপুরে তাঁকে বিএনপি নেতাকর্মীরা মারধর করেন।

জামায়াতের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণ চলাকালে নারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েকজন বিএনপি নেতাকর্মী খারাপ আচরণ করেন। প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করলে পাল্টা কর্মসূচি দেয় বিএনপি। এ সময় জামায়াতের ৪ নেতাকর্মীকে মারধর করা হয়।

বিএনপির পক্ষের দাবি, মডেল মসজিদে রাজনৈতিক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন জামায়াতের নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের আয়োজনের বিষয়ে প্রশ্ন তুললে তারা বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এমনকি বিকেলে দেশি অস্ত্র নিয়ে জামায়াত কর্মীরা মিছিল করেন। সেখানে বিএনপি ও সরকারবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করলে বিএনপির পাঁচজনকে দেশি অস্ত্র দিয় আঘাত করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের

রোববার বিকেলে নিজ কার্যালয়ে যেতে বলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন। সেখানেও দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আবেদ উদ দৌলা টিটনের ভাষ্য, 'শনিবার মা-বোনদের মডেল মসজিদে আটকে রেখে আমাদের প্রতিপক্ষ গালিগালাজ করে। রোববার দুপুরে তারা আমাদের দলের এক কর্মীকে নির্যাতন করে। বিকেলে ইউএনও আমাদের ডাকেন। গিয়ে দেখি, বিপক্ষ দলের নেতাকর্মীরা অবস্থান করছে। সেখানে তাদের সঙ্গে আমাদের তর্কাতর্কি হলে বাইরে অবস্থান নেওয়া আমাদের ৫ নেতাকর্মীকে মারপিট করা হয়।'

তিনি আরও বলেন, পুলিশি পাহারায় তারা সেখান থেকে এসে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করেন। মডেল মসজিদ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল বলেও জানান।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল হাসান তনু বলেন, 'প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে উপজেলা মডেল মসজিদে একটি রাজনৈতিক দলের নারী কর্মীরা তাদের কার্যকলাপ চালায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনায় এলাকাবাসী তাদের ধাওয়া দিয়ে বের করে দেয়। আবার আমাদের উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়াকে নিয়ে ফেসবুকে বাজে কথাবার্তা লিখে এক নারীর সঙ্গে ছবি দিয়ে পোস্ট করেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এর সুষ্ঠু তদন্ত হতে হবে।' তিনি বলেন, শহরে ওরা লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেছে। এজন্য তাদের (জামায়াত) বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আজাদ রহমান জানান, ছাত্রশিবিরের সাবেক এক কর্মী পুলিশের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শহরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে গতকাল সোমবার বিকেল পর্যন্ত কোনো পক্ষ মামলা বা অভিযোগ করেনি।

ইউএনও লাভলী ইয়াসমিন বলেন, অনুমতি ছাড়াই মডেল মসজিদে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির আয়োজনের যে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। ইতোমধ্যে উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার শাহজাহান আলীকে শোকজ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নারী মরদেহের পোস্টমর্টেমে নারী ডোম নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের যেসব হাসপাতালে ময়নাতদন্ত (পোস্টমর্টেম) করা হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানে নারী মরদেহের পোস্টমর্টেমের জন্য অন্তত একজন করে নারী ডোম নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থে রিট দায়ের করা হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মনির উদ্দিন এ রিট দায়ের করেন। রিটে স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।

রিট আবেদনে উল্লেখ করা হয়, এর আগে দেশের পোস্টমর্টেম সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালগুলোতে একজন করে নারী ডোম নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। তবে ওই আবেদনের বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। রিটে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নারীর মরদেহের মর্যাদা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সম্ভ্রম রক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ময়নাতদন্ত একটি আইনি ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রক্রিয়া হলেও নারী মরদেহের ক্ষেত্রে নারী ডোম নিয়োগ করা হলে ধর্মীয় সংবেদনশীলতা, পারিবারিক স্বস্তি এবং মরদেহের প্রতি সম্মান রক্ষা আরও নিশ্চিত হবে।

আবেদনে বলা হয়, সড়ক দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে কোনো নারীর মৃত্যু হলে তার পরিবার এমনিতেই গভীর মানসিক আঘাতের মধ্যে থাকে। এ অবস্থায় নারী ডোমের মাধ্যমে পোস্টমর্টেম সম্পন্ন হলে স্বজনদের মধ্যে মানসিক স্বস্তি তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে নারীরা বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। সে বিবেচনায় ময়নাতদন্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও নারী ডোম নিয়োগ সময়োপযোগী উদ্যোগ হতে পারে। রিটে মানবাধিকার সনদের আলোকে মৃত্যুর পরও একজন মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অতীতে দেশের কয়েকটি মর্গে নারী মরদেহের সঙ্গে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ডোমদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে।বাংলাদেশ সংবাদ

রিট আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালের ২২শে অক্টোবর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পোস্টমর্টেমের জন্য রাখা এক তরুণীর মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারের অভিযোগে এক ডোমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ২০২০ সালের ২০শে নভেম্বর রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গেও একই ধরনের অভিযোগে আরেক ডোমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ ছাড়া বিদেশের একটি বহুল আলোচিত ঘটনাও রিটে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যের এক সাবেক মর্গকর্মী বহু নারী মরদেহের সঙ্গে যৌন নিপীড়নের কথা স্বীকার করেছিলেন। এসব ঘটনা বিবেচনায় দেশের সব পোস্টমর্টেম সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালে অন্তত একজন করে নারী ডোম নিয়োগ এবং নারী মরদেহের সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

আইসিডিডিআর, বি'র গবেষণা

বাংলাদেশে প্রতি ১৩ জনে ১ জন নারীর অকালে মেনোপজ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে প্রতি ১৩ জন নারীর মধ্যে একজনের ৪৫ বছর বয়সের আগেই মেনোপজ বা স্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যা স্বাভাবিক নয়। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় ৪৪টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের নারীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসব দেশে গড়ে প্রতি ১৪ জনে একজন নারীর অকালে মেনোপজ হচ্ছে। গবেষণাটির ফলাফল সম্প্রতি বিএমজে গ্লোবাল হেলথ-এ প্রকাশিত হয়েছে। আজ গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এ তথ্য জানিয়েছে।

মেনোপজ একজন নারীর জীবনের স্বাভাবিক একটি পর্যায়, যা সাধারণত ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে ঘটে। তবে ৪৫ বছরের আগে স্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে তাকে আর্লি মেনোপজ এবং ৪০ বছরের আগে হলে প্রিম্যাচিউর মেনোপজ বলা হয়। সময়ের আগে মেনোপজ হলে নারীরা প্রত্যাশার আগেই ইস্ট্রোজেন হরমোনের সুরক্ষামূলক প্রভাব হারান। ফলে হৃদরোগ, অস্টিওপোরোসিস (হাড় ক্ষয়জনিত রোগ), স্মৃতিভ্রংশ ও বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়ে এবং জীবনমানও উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গবেষণায় ৪৪টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের ৩০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ৭ লাখ ১৬ হাজার ৬৪৮ জন নারীর জাতীয় ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (ডিএইচএস)-এর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী নারীদের মাসিক ও প্রজনন-সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করে যাদের অন্তত ছয় মাস ধরে মাসিক হয়নি অথবা যারা মেনোপজ কিংবা জরায়ু অপসারণের কথা জানিয়েছেন, তাদের মেনোপজ হয়েছে হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ৪৫ বছরের আগেই যাদের মেনোপজ হয়েছে, তাদের শনাক্ত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১২ মাসের সংজ্ঞা ব্যবহার করে পুনরায় বিশ্লেষণ করলেও একই ধরনের ফল পাওয়া যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে সময়ের আগে মেনোপজের হার ৭ দশমিক ৫ শতাংশ, যা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর গড় ৭ দশমিক ১ শতাংশের চেয়ে কিছুটা বেশি। দক্ষিণ এশিয়ায় নেপালে এ হার ৭ দশমিক ৯ শতাংশ, ভারতে ৮ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। এসব ফলাফল ইঙ্গিত করে এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা।এবড়মৎধঢ়যরপ জবভবৎবহপব গবেষণায় সময়ের আগে মেনোপজের ক্ষেত্রে স্পষ্ট সামাজিক বৈষম্যের চিত্রও উঠে এসেছে। শহরের নারীদের তুলনায় গ্রামের নারীদের ৪৫ বছরের আগেই মেনোপজ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, কর্মসংস্থান ও প্রজনন-সংক্রান্ত ইতিহাস বিবেচনায় নেয়ার পরও গ্রামীণ নারীদের মধ্যে আর্লি বা প্রিম্যাচিউর মেনোপজের ঝুঁকি ১৭ শতাংশ বেশি পাওয়া গেছে। গবেষকদের মতে, এটি স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মানের দীর্ঘদিনের বৈষম্যের প্রতিফলন।

শিক্ষা সময়ের আগে মেনোপজের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা নারীদের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া নারীদের ঝুঁকি ১১ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়া নারীদের ২৮ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষিত নারীদের ৫৮ শতাংশ কম।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারী ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন এবং প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তাদের ৪৫ বছরের আগে মেনোপজ হওয়ার আশঙ্কা ১৮ বছরের আগে বিয়ে ও সন্তান জন্ম দেয়া নারীদের তুলনায় কম।

দেশভেদে সময়ের আগে মেনোপজের হারেও বড় পার্থক্য পাওয়া গেছে। ইথিওপিয়ায় এ হার সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ। এরপর রয়েছে ইন্দোনেশিয়া (১১ দশমিক ৫ শতাংশ) ও মিয়ানমার (১০ দশমিক ৩ শতাংশ)। গ্যাবনে হার ২ দশমিক ৬ শতাংশ, আর্মেনিয়ায় ২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন জর্ডানে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। । দেশগুলোর মধ্যে এই বড় পার্থক্য ইঙ্গিত করে স্থানীয় সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার পার্থক্য এসব ভিন্নতার পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষণার প্রধান লেখক ও আইসিডিডিআর,বি-র গবেষক রাইসা বিনতে ইসলাম বলেন, আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে অকাল বা আর্লি মেনোপজ কেবল জৈবিক কারণেই ঘটে না। ৪৪টি দেশে দেখা গেছে, কম শিক্ষিত নারীরা, গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী নারীরা এবং যারা অল্প বয়সে বিয়ে বা সন্তান জন্মদান করেছেন, তারা ধারাবাহিকভাবে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রজনন স্বাস্থ্যের বাইরেও দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে পারে।

আইসিডিডিআর,বি-র ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ ডিভিশনের সিনিয়র ডিরেক্টর ডা. আনিসুর রহমান বলেন, অকাল বা আর্লি মেনোপজকে শুধু প্রজনন জীবনের একটি ধাপ হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি একজন নারীর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অকাল মেনোপজের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। তাই নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে নারীর মেনোপজের বয়স সম্পর্কে তথ্য নেয়া প্রয়োজন। যেসব নারীর অকাল মেনোপজ হয়, তাদের হৃদরোগ, অস্টিওপোরোসিস (হাড় ক্ষয়জনিত রোগ), বিষণ্নতা এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি বেশি থাকে। আমি চিকিৎসকদের অনুরোধ করব, তারা যেন নিয়মিতভাবে নারীদের মেনোপজের বয়স সম্পর্কে জানতে চান। এই সহজ তথ্যই ঝুঁকিতে থাকা নারীদের দ্রুত শনাক্ত করতে, সময়মতো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার পরিকল্পনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

যদিও অংশগ্রহণকারী সব দেশে ধূমপানের তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যায়নি, তবু বিশ্বজুড়ে পরিচালিত গবেষণাগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখাচ্ছে যে, ধূমপান হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠিত জীবনধারাগত কারণ যা অকালে মেনোপজের সাথে সম্পর্কিত। তাই নারী স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ধূমপান ত্যাগে সহায়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে থাকা উচিত।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, এটি একটি পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা, তাই কোনো বিষয়কে সময়ের আগে মেনোপজের সরাসরি কারণ হিসেবে নিশ্চিত করা যায় না। গবেষণাটি অংশগ্রহণকারীদের দেয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেছে। পাশাপাশি ধূমপান, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যক্রম, পরিবেশগত প্রভাব ও হরমোনভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডিএইচএস জরিপে ধারাবাহিকভাবে না থাকায় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

গবেষকেরা মেয়েদের শিক্ষায় আরও বিনিয়োগ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ, মানসম্মত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং সময়ের আগে মেনোপজের জৈবিক ও সামাজিক কারণগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন।

কক্সবাজারে বন্যার ধ্বংসযজ্ঞ দৃশ্যমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : টানা আট দিনের ভয়াবহ বন্যার পর কক্সবাজারে ধীরে ধীরে পানি নামতে শুরু করেছে। সোমবার থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকায় প্লাবিত এলাকাগুলোর পানি কমলেও এখন দৃশ্যমান হচ্ছে বন্যার রেখে যাওয়া ধ্বংসযজ্ঞ। পানি যত নামছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে সড়ক, সেতু, বসতবাড়ি, কৃষি, মৎস্য খাত ও বেড়িবাঁধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র।

জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বন্যায় জেলার ২ হাজার ৪৮ কিলোমিটার সড়ক এবং ৭৯টি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে চকরিয়া, মাতামুহুরী ও পেকুয়া উপজেলায়।

চকরিয়ায় ৩৫০ কিলোমিটার সড়ক ও ২০টি সেতু-কালভার্ট, মাতামুহুরীতে ১৯০ কিলোমিটার সড়ক ও ২০টি সেতু-কালভার্ট এবং পেকুয়ায় ২৩০ কিলোমিটার সড়ক ও দুটি সেতু-কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার সদর, রামু, কুতুবদিয়া, উখিয়া, টেকনাফ ও ঈদগাঁও উপজেলার বিভিন্ন সড়ক এবং মোট ৩৭টি সেতু-কালভার্টও ক্ষতির মুখে পড়েছে।

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে জেলার ৭১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬৯টি এবং পাঁচটি পৌরসভার মধ্যে চারটি প্লাবিত হয়। এতে জেলার প্রায় ৪৯ শতাংশ এলাকা পানিতে তলিয়ে যায় এবং আড়াই লাখের বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েন।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পেকুয়া উপজেলার ৯৫ শতাংশ, মাতামুহুরীর ৮৫ শতাংশ, চকরিয়ার ৮০ শতাংশ, কুতুবদিয়ার ৬৫ শতাংশ এবং মহেশখালীর ৫০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া রামু, কক্সবাজার সদর, উখিয়া, টেকনাফ ও ঈদগাঁও উপজেলারও বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার পানিতে ডুবে যায়।

বন্যা ও পাহাড়ধসজনিত বিভিন্ন ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৩ জন রোহিঙ্গা এবং ১৯ জন স্থানীয় বাসিন্দা। আহত হয়েছেন ২৪ জন এবং একজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. আজাদের রহমান জানান, দুর্যোগে জেলার ৪৫ হাজার ৪৩৬টি পরিবারের ২ লাখ ৩২ হাজার ৬৯৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে চাল,

শুকনো খাবারসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও বিশুদ্ধ পানির সংকট এখনো প্রকট। অসংখ্য টিউবওয়েল ডুবে যাওয়ায় সুপেয় পানির অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে ডায়রিয়া, চর্মরোগসহ পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। দুর্গম কয়েকটি এলাকায় এখনো পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছেনি বলেও অভিযোগ রয়েছে।

কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. শহিদুল আলম বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলার ৬৪০টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসাসেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে নিহত ও আহত স্থানীয়দের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, দুর্যোগ মোকাবিলায় ৮৮টি মেডিকেল টিম গঠন, ২১৫টি অ্যান্টিভেনম ভ্যাকসিন বিতরণ, ৮ লাখ ২৫ হাজার পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং ২ হাজার ৫০০টি জেরিক্যান সরবরাহ করা হয়েছে।

এদিকে জেলা মৎস্য অফিস জানিয়েছে, বন্যায় জেলার ৩ হাজার ৯১৮টি মৎস্য খামার ও ৪৫৩টি মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে সাদা মাছ, চিংড়ি ও মাছের পোনাসহ প্রায় ৩৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ৪৩ হাজার ২১০ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং প্রায় ৪ হাজার ২১১ হেক্টর কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবে, ৩০৩টি খামারের ১ হাজার ২৯০টি গবাদিপশু এবং ৩৩০টি পোলট্রি খামারের প্রায় ৯৮ হাজার হাঁস-মুরগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টানা বৃষ্টিতে বাঁকখালী ও মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করায় ৪৪টি স্থানে বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চকরিয়ার কোনাখালী ইউনিয়নের পুরুত্যাখালী পূর্বপাড়া এলাকায় প্রায় ২৫ মিটার বেড়িবাঁধ এবং একটি সেতুর অংশ ভেঙে গেছে।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধগুলোর মেরামতকাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় ৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে পেকুয়া ও কুতুবদিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।

জেলা প্রশাসক এম এ মান্নান বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সরকারি সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী আরও ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হবে।

এদিকে কক্সবাজার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত ৪ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত টানা নয় দিনে জেলায় মোট ৮২৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) সন্ধ্যা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হয়েছে মাত্র ৪ মিলিমিটার, ফলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখোমুখি বাংলাদেশি নাগরিক

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশী নাগরিক সাইফুল্লাহ আল-মামুন (৩৯) মার্কিন আদালতে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী মানব পাচার চক্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে ব্রাজিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা হয়। গত ৮ জুলাই ব্রাজিল থেকে প্রত্যর্পণের পর সোমবার টেক্সাসের লারেডোতে তাকে প্রথমবার আদালতে হাজির করা হয়। একটি সম্পূরক অভিযোগপত্রে সাইফুল্লাহর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে মানুষ পাচারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।

সাইফুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করা, আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে একাধিকবার মানুষ পাচার করা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশে প্ররোচিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ পাচারের সবকটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তার সর্বনিম্ন ৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

এছাড়া অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের অন্যান্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর আরও ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। মার্কিন বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের

মার্কিন বিচার বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানা যায়। আদালতের নথি অনুযায়ী, সাইফুল্লাহ আল-মামুন এবং তার সহযোগী ৪৬ বছর বয়সী মোহাম্মদ মিলন হোসেন ও ৩৮ বছর বয়সী মোক্তার হোসেন, সকলেই বাংলাদেশী নাগরিক। তারা একটি মানব পাচার চক্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্রাজিলের সাও পাওলো এবং দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর বিভিন্ন স্থান দিয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষকে অবৈধ উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে সহায়তা করতেন তারা। এই অবৈধ ভ্রমণের জন্য ভুক্তভোগী মানুষেরা দালালদের হাজার হাজার ডলার পরিশোধ করেছিলেন। সাইফুল্লাহ আল-মামুনকে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর ব্রাজিলে গ্রেপ্তার করা হয়। মোহাম্মদ মিলন হোসেন এবং মোক্তার হোসেন ইতিপূর্বে নিজেদের দোষ স্বীকার করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে ৪৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এ টাইসেন ডুভা, সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব টেক্সাসের ইউএস অ্যাটর্নি অ্যারন রেইটজ এবং ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন্সের (এইচএসআই) ফিনিক্স শাখার বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ জেসন টি স্টিভেন্স যৌথভাবে এই ঘোষণা দেন। ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ, কলম্বিয়ার জাতীয় পুলিশসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এইচএসআই ফিনিক্স এই ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করছে। এই তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করছে 'জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স আলফা' (জেটিএফএ), যা কার্টেল এবং আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের মাধ্যমে পরিচালিত মানব পাচার দমনে মার্কিন সরকারের প্রধান বিশেষ সেল হিসেবে কাজ করে। তবে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি আসামিকে নির্দোষ হিসেবে গণ্য করার আইনি বিধান রয়েছে।

ইরানে রাশিয়ার 'কেয়ামতের বিমান', বাড়ছে আতঙ্ক

পোস্ট ডেস্ক : ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান তীব্র সংঘাতের মধ্যেই সোমবার (১৩ জুলাই) তেহরানে অবতরণ করেছে রাশিয়ার বিশেষ এক সামরিক বিমান। বিমানটির আগমনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, আরএ-৬৪৫৩১ নিবন্ধন নম্বরধারী 'টুপোলেভ তু-২১৪পিইউ' মডেলের বিমানটি আরএসডি৪২০ কলসাইন ব্যবহার করে মস্কো থেকে উড্ডয়ন করে এবং বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে তেহরানে অবতরণ করে।

সংবাদমাধ্যমে বিমানটিকে প্রায়ই 'ডুমসডে প্লেন' বা কেয়ামতের বিমান নামে উল্লেখ করা হয়। তবে এটি রাশিয়ার পারমাণবিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত প্রধান আকাশভিত্তিক কমান্ড সেন্টার নয়।

বরং তু-২১৪পিইউ মূলত একটি বিশেষায়িত ও সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা (হাই-সিকিউরিটি কমিউনিকেশনস প্ল্যাটফর্ম) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি রাশিয়ার স্পেশাল ফ্লাইট স্কোয়াড্রন-এর অংশ।

রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই সফরের উদ্দেশ্য জানায়নি। তবে অতীতে বিমানটি একাধিকবার রুশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সফরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে দেখা গেছে।

গত ১৬ জুন একই বিমানটি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে অবতরণ করেছিল। ওই দিনই রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিন উজবেকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এর আগে, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যৌথ হামলার কয়েক দিন আগে তু-২১৪পিইউ তেহরান সফর করে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। সে সময় রাশিয়ার জ্বালানিমন্ত্রী সের্গেই সিভিলিয়েভের সফরে সহায়তার জন্য বিমানটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে কৃত্রিম দুধ!

পোস্ট ডেস্ক : মানুষ পুষ্টির জন্য দুধ পান করে। কিন্তু সেই দুধে যদি ভেজাল থাকে, তবে তা হতে পারে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এমনকি প্রাণঘাতীও। নিম্নমানের গুঁড়া দুধ, ডিটারজেন্ট পাউডার, পাম তেল, নিম্নমানের রাসায়নিক দিয়ে কৃত্রিম দুধ বানানোর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে ভারতের মহারাষ্ট্রে। রাজ্যের ধারাশিব জেলার ভূম তালুকে পুলিশ এবং খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের যৌথ অভিযানে এ ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে এসেছে।

অভিযুক্তদের কাছ থেকে জব্দ করা বিক্রয় রেজিস্টার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গত ছয় মাসে কৃত্রিম দুধ বানানোর জন্য ২ লাখ ৩০ হাজার ৪৭০ কেজি নিম্নমানের গুঁড়া দুধ ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বিপুল পরিমাণ গুঁড়া দুধ ব্যবহার করে আনুমানিক ২৩ লাখ ৪ হাজার ৭০ লিটার কৃত্রিম দুধ তৈরি করা হয়েছিল, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯ কোটি ২১ লাখ ৬২ হাজার ৮০০ রুপি।

কৃত্রিম দুধকে আসল দেখাতে এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটের মাত্রা বজায় রাখতে অভিযুক্তরা তাতে নিমা ডিটারজেন্ট পাউডার, পাম তেল এবং অন্যান্য

নিম্নমানের রাসায়নিক পাউডার ব্যবহার করছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তদন্তে দেখা গেছে, অভিযুক্তরা প্রতি ১০০ লিটার খাঁটি দুধে ১০ লিটার কৃত্রিম দুধ মেশাতো। এই অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, ভূম এলাকার দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রগুলো থেকে গত ৬ মাসে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ২ কোটি ৩০ লাখ লিটারেরও বেশি ভেজাল দুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

কৃত্রিম দুধ বানানো এবং ভেজাল দিয়ে সরবরাহ করা চক্রটিকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। তবে এখনো কাউকে ধরতে পারেনি। পলাতক ভেজালকারীদের খুঁজে বের করতে একজন পুলিশ পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে এবং সন্দেহভাজন আস্তানাগুলোতে ক্রমাগত অভিযান চালানো হচ্ছে।

খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে, দুধের এমন প্রাণঘাতী ভেজালের জন্য দোষী ব্যক্তিদের ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ডিটারজেন্ট ও পাম তেলযুক্ত এই রাসায়নিক মিশ্রিত দুধ নিয়মিত পান করলে তা মানুষের লিভার, কিডনি ও পরিপাকতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশু, গর্ভবতী নারী ও প্রবীণদের জন্য এই ভেজাল দুধ প্রাণঘাতীও হতে পারে।

ভূমের পুলিশ পরিদর্শক শ্রীগণেশ কানাগুড়ে বলেন, অভিযানের সময় কর্মকর্তারা ৬১ বস্তা ভেজাল দুধের গুঁড়া জব্দ করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, বালসাহেব গডগে নামে এক ব্যক্তি ভেজাল দুধ তৈরির জন্য ভূমের বেশ কয়েকটি ডেইরি ইউনিট এই ভেজাল দুধের গুঁড়া সরবরাহ করছিলেন।

এই চক্রের সঙ্গে একাধিক দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রের জড়িত থাকার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। তবে, এই গুঁড়ো ব্যবহার করে তৈরি করা হাজার হাজার লিটার ভেজাল দুধ যারা কিনেছেন বলে অভিযোগ, তাদের এখনো শনাক্ত বা গ্রেপ্তার করা যায়নি।

গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রির আড়ালে এই চক্রটি চালানো হচ্ছিল। ভূম তালুকা প্রতিদিন লাখ লাখ লিটার দুধ রপ্তানি করে এবং প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টন ক্ষীর তৈরি করে।

জার্মানিতে ইরাকি দম্পতির দণ্ড

পোস্ট ডেস্ক : জার্মানির একটি আদালত ইরাকে দুই ইয়াজিদি কিশোরীকে দাসত্বে বাধ্য করার অপরাধে এক ইরাকি দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। মিউনিখের উচ্চ আঞ্চলিক আদালত তাদের ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবেও দোষী ঘোষণা করেছেন।

জার্মানির গোপনীয়তা আইনের কারণে টোয়ানা এইচ.এস. নামে পরিচিত ওই ব্যক্তিকে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং শিশুদের ওপর গুরুতর যৌন নির্যাতনসহ একাধিক অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রী, এশিয়া আর. এ.-কে সাড়ে নয় বছরের কিশোর-কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই দম্পতিকে ২০২৪ সালে বাভারিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আদালত জানান, এই দম্পতি আইএসের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় দুই ইয়াজিদি মেয়েকে বন্দি করে দাসত্বে রেখেছিলেন এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন।

মামলাটি আইএসের হাতে ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিচার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কুর্দিভাষী সংখ্যালঘু ইয়াজিদিরা ২০১৪ সালে আইএসের ব্যাপক হামলার শিকার হয়। সে সময় সশস্ত্র গোষ্ঠীটি সিরিয়া ও ইরাকের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে। উত্তর ইরাকে ইয়াজিদিদের আবাসভূমিতে হামলা চালিয়ে আইএস হাজার হাজার পুরুষকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের দাসত্বে বাধ্য করে।

ভারতে পাসপোর্টবিহীন সাবেক 'মার্কিন নৌসেনা' গ্রেপ্তার

পোস্ট ডেস্ক : উত্তর প্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলায় ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে এক মার্কিন নাগরিককে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী আর্মড বর্ডার ফোর্স (এসএসবি)। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন ওই নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অনুমোদিত ইমিগ্রেশন পথ এড়িয়ে একটি অননুমোদিত পায়ে চলা পথ দিয়ে নেপালে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ওই বিদেশিকে গ্রামবাসী ও অস্ত্রধারী এসএসবি সদস্যরা নিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশে ভিড় থাকলেও তাকে শান্তভাবেই থাকতে দেখা যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি নিজের নাম জর্ডান ব্রাউন বলে দাবি করেন। তার বয়স ৩৬ বছর। তিনি জানান, প্রায় ছয় বছর মার্কিন নৌবাহিনীতে (ইউএস নেভি) কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় পড়াশোনা করেছেন বলেও দাবি করেন।তবে এসব দাবির পক্ষে তিনি কোনো নথি বা পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি।

ভারতীয় পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সোনৌলি থানার মৈনিহওয়া এলাকার ৫১৬ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে নিয়মিত টহলের সময় ২২তম ব্যাটালিয়নের এসএসবি সদস্যরা তাকে দেখতে পান। তিনি নির্ধারিত ইমিগ্রেশন রুটের বাইরে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন।

নিরাপত্তা বাহিনী তাকে থামার সংকেত দিলে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়া হয়।

পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই অবস্থান

তল্লাশিতে অভিযুক্তের কাছ থেকে ৩১ হাজার ৪৬০ রুপি নগদ অর্থ এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ, তার কাছে কোনো বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য কোনো পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, নিজের পরিচয়, ভ্রমণের ইতিহাস এবং ভারতে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি পরস্পরবিরোধী তথ্য দিয়েছেন।

জর্ডান ব্রাউন দাবি করেন, তিনি পর্যটক ভিসায় থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তার পাসপোর্ট হারিয়ে যায়। এরপর সমুদ্রপথে শ্রীলঙ্কায় যান এবং সেখান থেকে ২০২৫ সালের ২ নভেম্বর সমুদ্রপথে ভারতে প্রবেশ করেন। তারপর থেকে প্রায় আট মাস তিনি গোয়ায় অবস্থান করছিলেন।

মহারাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ জানান, গোয়া থেকে তিনি বেঙ্গালুরু হয়ে উত্তর প্রদেশে আসেন এবং সেখান থেকে নেপালে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় এসএসবি তাকে আটক করে। বর্তমানে তার দেয়া তথ্য যাচাই করা হচ্ছে।

বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্টের ২১ ও ২৩ ধারায় সোনৌলি থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

জর্ডান ব্রাউনের আটক হওয়ার ঘটনায় ভারতে সন্দেহজনকভাবে বিদেশি নাগরিকদের চলাচল নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে ভারতের ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) মিয়ানমার হয়ে মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আরেক মার্কিন নাগরিক ম্যাথিউ অ্যারন ভ্যান ডাইক এবং ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। এনআইএর দাবি, তারা ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল।

তদন্তে অভিযোগ করা হয়েছে, অভিযুক্তরা নিষিদ্ধ ভারতীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করত এবং প্রশিক্ষণ দিত। সংস্থাটির দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা স্বীকার করেছেন যে, তারা একে-৪৭ রাইফেলধারী সশস্ত্র জঙ্গিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে ছিলেন। এনআইএর তথ্য অনুযায়ী, ১৪ জন ইউক্রেনীয় নাগরিক পর্যটক ভিসায় ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে গুয়াহাটি এবং পরে মিজোরামে যান। এরপর তারা অনুমতি ছাড়া মিয়ানমারে প্রবেশ করেন এবং সেখানে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি ইউরোপ থেকে ড্রোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিদ্রোহী নেটওয়ার্কের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন।

ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি

পোস্ট ডেস্ক : লেবার পার্টির এমপিদের ব্যাপক সমর্থনে যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন অ্যান্ডি বার্নহাম। এর মাধ্যমে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের স্থলাভিষিক্ত হওয়া তার এখন প্রায় সময়ের ব্যাপার।

বৃহস্পতিবার মনোনয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম দিনে লেবার পার্টির ৪০৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩২২ জনেরই মনোনয়ন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন বার্নহাম। একমাত্র প্রার্থী হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে তার আর মাত্র ১টি মনোনয়ন প্রয়োজন। নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপে বার্নহাম বলেন, সব কিছু এখন খুব বাস্তব মনে হতে শুরু করেছে।

লেবার পার্টির নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময় আগামী বৃহস্পতিবার। আগামী শুক্রবার বার্নহামকে আনুষ্ঠানিকভাবে লেবার পার্টির নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে এবং আগামী ২০ জুলাই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বার্নহাম ৩২৩টি মনোনয়নে পৌঁছে গেলে অন্য কোনও প্রার্থীর পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় নামার আর সুযোগ থাকবে না। কারণ স্টারমারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে অন্তত ৮১ জন এমপির সমর্থনের প্রয়োজন হবে, যা বাকি থাকা এমপিদের সংখ্যা অনুযায়ী আর কারও পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। লেবার পার্টির কয়েকজন সংসদ সদস্য জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার তারা ভোট দিতে পারেননি, তবে আগামী সোমবার পার্লামেন্টে ফিরে তারা বার্নহামকেই সমর্থন দেবেন।

বুধবার রাতে সাবেক জুনিয়র প্রতিরক্ষামন্ত্রী আল কার্নস বার্নহামের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ঘোষণা দিলে বার্নহামের নেতৃত্ব পাওয়ার পথটি কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়।

গত মে মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনে দলের বিপর্যয়কর ফলাফলের পর দলটির আইন প্রণেতাদের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব ও নীতি পরিবর্তনের জোরালো দাবি ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসে পদত্যাগের ঘোষণা দেন কিয়ার স্টারমার।

ভাগ্য খুলছে বাংলাদেশীসহ ১৬ লাখ

সুপরিকল্পিত সাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমাজে সুকৌশলে ভীতি ও উদ্বেগ ছড়িয়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে অকার্যকর ও দুর্বল হিসেবে ফুটিয়ে তোলাই এই বিদেশি অপশক্তিগুলোর মূল লক্ষ্য।

হোম অফিস যখন একদিকে আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং অন্যদিকে মানবিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তখন হোয়াইটহলের সূত্রগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই ছাড় সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা নির্ধারিত সময়ের আগেই ঘোষণা করা হতে পারে। যদিও স্বাধীন আর্থিক সমীক্ষায় এর আগে সতর্ক করা হয়েছিল যে, লাখ লাখ স্বল্প বেতনের কর্মীকে দ্রুত স্থায়ী বসবাসের অধিকার দিলে দীর্ঘমেয়াদে জনসেবা খাতের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের মূল অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমবাজারে স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা, আবশ্যিক জনসেবামূলক খাতের কর্মী সংকট দূর করা এবং বিদেশি অপশক্তির কুপ্রভাব থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করা।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে

এদিকে মঙ্গলবারের সেমিফাইনালের মহারণে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা থেকে স্রেফ এক ম্যাচ দূরে স্পেন। ডালাসে মিকেল ওইয়ারজাবাল ও পেদ্রো পোরোর নিখুঁত লক্ষ্যভেদে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে গেছে লা রোহারা। এই ঐতিহাসিক জয়ের পর ডাগআউটে স্পেনের পুনরুত্থানের মূল কারিগর, কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ফাইনালের প্রতিপক্ষদের উদ্দেশ্যে এক হুঙ্কার ছেড়েছেন।

২০১৮ সালের ১১ জুলাই ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালের পর এই প্রথম ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে শুরুতে গোল করেও শেষ পর্যন্ত হেরে মাঠ ছাড়লো। এর মাঝে তারা টানা ছয়টি ম্যাচে গোল করেও অপরাজিত ছিল। ম্যাচে ইংল্যান্ড মাত্র ৫টি শট নিতে পেরেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের আসরে কোনো একটি ম্যাচে ইংল্যান্ডের জন্য এটিই সর্বনিম্ন শটের রেকর্ড।

স্পেন তাদের এই জয়ের ফলে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৩৭ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছুঁয়েছে ২০১০-এর বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এর মাধ্যমে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ইতালির গড়া আন্তর্জাতিক ফুটবলের দীর্ঘতম অপরাজিত থাকার ইউরোপিয়ান রেকর্ড স্পর্শ করলো তারা। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নবাগত কেপ ভার্দের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে টুর্নামেন্ট শুরু করে স্পেন। সেই মন্থর শুরুর পর পর্তুগাল, বেলজিয়াম এবং সবশেষে ফ্রান্সকে যেভাবে তারা বিদায় করলো, তা স্প্যানিশ ফুটবলের এক রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। দে লা ফুয়েন্তে মনে করেন, ১৬ বছর আগে ইকার ক্যাসিয়াসের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে দলটা প্রথমবার বিশ্বজয় করেছিল, বর্তমান দলের ভেতর সেই একই আবহ কাজ করছে। তিনি বলেন, 'আমি ড্রেসিংরুমে এক আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি এবং পুরো দেশ এখন আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ২০১০ সালের সেই বিশ্বজয়ের স্পিরিট আবার ফিরিয়ে এনেছি। এই দলের আসল চরিত্র বোঝা যায় একটা জিনিসে- যারা আজ মূল ম্যাচে খেলার সুযোগ পায়নি, তারাও ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মাঠের পেছনে গিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছে। এই দলটার উন্নতির কোনো শেষ নেই।' দলে কোনো অহংকার বা ব্যক্তিগত ইগোর জায়গা নেই উল্লেখ করে স্প্যানিশ বস আরও বলেন, 'আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে আপনি কাদের বেছে নিচ্ছেন, তা জানা। যদি আপনি ভুল সঙ্গী নির্বাচন করেন, তবে আপনি সমস্যায় পড়বেন। আমাদের এই পুরো দলটা- শুধু খেলোয়াড়রা নয়, সঙ্গে থাকা প্রত্যেকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে কাজ করছে। আমরা অত্যন্ত সাধারণ ও উদার মানুষ, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের আগে দলের ভালোটা চিন্তা করি।'

বুধবারের সেমিফাইনাল ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে (৯০+২') লাউতারো মার্টিনেজের দুর্দান্ত হেডে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে অসাধারণ এক প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন করেছে আর্জেন্টিনা। অ্যালেক্সি ম্যাক অ্যালিস্টারের একটি নিচু জোরালো শট দূরের পোস্টে লেগে ফিরে আসার কিছু মুহূর্ত পরেই, লিওনেল মেসি ইংলিশ খেলোয়াড় ও'রিলিকে কাটিয়ে ডান পায়ে গোলমুখে এক চমৎকার বাঁকানো ক্রস বাড়ান। সেই ক্রসে জন স্টোনস এবং রিস জেমসের মাঝখান দিয়ে লাফিয়ে উঠে মাত্র পাঁচ গজ দূর থেকে নিখুঁত হেডে বল জালে জড়ান মার্টিনেজ। ম্যাচের ৮৫তম মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজের অসাধারণ এক গোলে ম্যাচে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে আর্জেন্টিনা। ডান দিক থেকে লিওনেল মেসির নেওয়া শর্ট কর্নারের পর বল ফিরে আসে তার কাছেই। মেসি ঠান্ডা মাথায় ডি-বক্সে প্রায় ২৫ গজ দূরে ফাঁকা জায়গায় থাকা ফার্নান্দেজকে বল বাড়িয়ে দেন। ফার্নান্দেজ বলটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুর্দান্ত এক শটে বল জড়িয়ে দেন দূরের পোস্টে। তার শটের কৌশলটি ছিল অনেকটা জুনিস পার্নামবুকানোর ফ্রি-কিকের মতো, যা গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালে আছড়ে পড়ে। ম্যাচের ৭৬তম ও ৭৭তম মিনিটে আর্জেন্টিনা সমতায় ফেরার দুটি দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেছে। ৭৬তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় রদ্রিগো ডি পলের নিখুঁত ক্রস থেকে ম্যাক অ্যালিস্টারের নেওয়া হেড গোলরক্ষক পিকফোর্ডকে পরাস্ত করলেও তা পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এর এক মিনিট পরেই মেসি আবারও সুযোগ তৈরি করেন এবং গঞ্জালেস হেড করলেও তা অল্পের জন্য পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। যদিও গঞ্জালেসের ক্ষেত্রে অফসাইডের বাঁশি বেজেছিল, তবে রিপ্লেতে দেখা গেছে তিনি সম্ভবত অনসাইডেই ছিলেন। একের পর এক আক্রমণে ইংল্যান্ড এখন বেশ চাপে রয়েছে।

ম্যাচের ৬৭তম মিনিটে গোল করার দারুণ এক সুযোগ হাতছাড়া হলো আর্জেন্টিনার। লিওনেল মেসিকে ডি-বক্সের বাইরে অনেকটা জায়গা ও সময় দেওয়া হয়েছিল, যার সুযোগ নিয়ে তিনি গোলমুখে একটি নিখুঁত ক্রস বাড়ান। বদলি খেলোয়াড় গঞ্জালেস সেই বলটিতে মাথা ছোঁয়ালেও, ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড দ্রুত নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় বলটি প্রতিহত করেন। পিকফোর্ডের এই অসাধারণ সেভে ইংল্যান্ড বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেল এবং ডিফেন্ডাররা দ্রুত বল ক্লিয়ার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। আর্জেন্টিনার সমতায় ফেরার এই জোরালো আক্রমণটি রুখে দিয়ে পিকফোর্ড আবারও প্রমাণ করলেন কেন তিনি ইংল্যান্ডের এক নম্বর গোলরক্ষক।

ম্যাচের ৬৪তম মিনিটে প্রথম বেঞ্চের দ্বারস্থ হন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে তুলে নিয়ে তিনি মাঠে নামিয়েছেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের উইঙ্গার গঞ্জালেসকে। এই বদলির ফলে আর্জেন্টিনার ফরমেশনেও একটি পরিষ্কার কৌশলগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে; এনজো ফার্নান্দেজ এখন নিচে নেমে মিডফিল্ডের একেবারে গোড়ায় বা হোল্ডিং পজিশনে খেলবেন। গোল হজমের পর দলকে নতুন করে গোছাতেই স্কালোনির এই পরিবর্তন।

ইংল্যান্ডের হয়ে অ্যান্থনি গর্ডন যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। সেমিফাইনালে গোল করার মধ্য দিয়ে তিনি তার সাম্প্রতিক ফর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। পরিসংখ্যান বলছে, জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম ১৮ ম্যাচে মাত্র দুটি গোলের সাথে জড়িত ছিলেন গর্ডন, অথচ গত সাত ম্যাচেই তিনি সরাসরি ছয়টি গোলে অবদান রেখেছেন (দুটি গোল ও চারটি অ্যাসিস্ট)। এছাড়া চলতি বিশ্বকাপে হ্যারি কেন, জুড বেলিংহাম ও মার্কাস রাশফোর্ডের পর গর্ডন হলেন ইংল্যান্ডের চতুর্থ খেলোয়াড় যিনি গোল করার গৌরব অর্জন করলেন।

ম্যাচের ৫৫তম মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের দারুণ এক ভলিতে লিড নিয়েছে ইংল্যান্ড। হ্যারি কেনের ড্রপ করা বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ক্লিয়ার করলেও বল পেয়ে যান ডেক্লান রাইস। রাইসের কাছ থেকে বল পেয়ে মর্গান রজার্স ডি-বক্সে ভেতর এক নিখুঁত ক্রস বাড়ান, যা থেকে গর্ডন বাঁ পায়ের ভলিতে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলা ইংল্যান্ড অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পেল।

ম্যাচের ৫১তম মিনিটে ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামকে অবৈধভাবে বাধা দেওয়ার দায়ে হলুদ কার্ড দেখেছেন আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। বল নিয়ে বেলিংহাম ক্ষিপ্রগতিতে আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় রোমেরো তার জার্সি টেনে ধরে তাকে থামানোর চেষ্টা করেন। রেফারি সাথে সাথে এই ফাউলের জন্য রোমেরোকে সতর্ক করে কার্ড প্রদর্শন করেন। ম্যাচে আর্জেন্টিনার এটি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড, যার ফলে তাদের রক্ষণভাগের দুই সেন্টার-ব্যাক লিসান্দ্রো মার্টিনেজ ও রোমেরোড়উভয়ই এখন কার্ডের ঝুঁকিরও ম্যাচের ৪৭তম মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। এমিলিয়ানো মার্টিনেজের লম্বা কিকে বল পেয়ে যান জুলিয়ান আলভারেজ। ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার জেড স্পেন্স তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও আলভারেজ দ্রুত শট নেন, তবে গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলটি প্রতিহত করেন। এর কিছু মুহূর্ত পরেই আলভারেজ আরেকটি শট নিলে তা সাইড নেটিংয়ে আঘাত করে। তবে ডিফেন্ডার মার্ক গুয়েহির পায়ে লেগে বলটি কর্নার হওয়ায় আর্জেন্টিনা কর্নারের সুযোগ পায়। আটলান্টা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনা মধ্যকার সেমিফাইনালের প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে গোলশূন্য অবস্থায়। অত্যন্ত সতর্ক এবং শারীরিক শক্তির লড়াইয়ে ভরপুর এই ম্যাচে দুই দলই গোল করার মতো স্পষ্ট কোনো সুযোগ তৈরি করতে হিমশিম খেয়েছে। ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে ডেক্লান রাইসের ফ্রি-কিক থেকে জন স্টোনসের হেডটিই ছিল প্রথমার্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অর্ধে উভয় দল মিলিয়ে মোট ১৯টি ফাউল করেছে, অথচ গোলপোস্টে কোনো শট নিতে পারেনিড়য়া এবারের বিশ্বকাপের যেকোনো ম্যাচের প্রথমার্ধে শট অন টার্গেটবিহীন সর্বোচ্চ ফাউলের রেকর্ড। এছাড়া ০.০৮ সম্মিলিত এক্সপেক্টেড গোল (িএ) নিয়ে এটি ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের ম্যাচে প্রথমার্ধের সর্বনিম্ন গোল পাওয়ার সুযোগের রেকর্ড গড়েছে।

মহাকাশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনিল

সয়ুজ এমএস-২৯ মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণের তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

এই অভিযানে অনিল মেননের সঙ্গে রয়েছেন রুশ মহাকাশচারী পিওতর দুব্রভ ও আনা কিকিনা। যদিও তাদের দুজনের জন্য এটি দ্বিতীয় মহাকাশ অভিযান। এই ৩ নভোচারী প্রায় ৮ মাস মহাকাশে অবস্থান করবেন।

এ সময় তারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী পরিচালনা করবেন। তাদের ২০২৭ সালে পৃথিবীতে ফেরার কথা রয়েছে।

যেসব গবেষণায় অংশ নেবেন অনিল

এই অভিযানে অনিল মেনন মহাকাশে মানুষের শরীর কিভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অংশ নেবেন। গবেষণায় অণুমাধ্যাকর্ষণ পরিবেশে রক্তপ্রবাহ, শিরার গঠন এবং রক্তের উপাদানের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হবে।

এছাড়া আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের পানযোগ্য পানি ব্যবহার করে শিরায় প্রয়োগযোগ্য (আইভি) তরল তৈরি করার প্রযুক্তি পরীক্ষায়ও তিনি অংশ নেবেন। ভবিষ্যতে চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে দীর্ঘমেয়াদি মানব অভিযান পরিচালনায় এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, অনিল মেনন উন্নত চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষারও অংশ হবেন। এর মধ্যে রয়েছে অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতির পরীক্ষা, যা ভবিষ্যতের গভীর মহাকাশ অভিযানে নভোচারীদের চিকিৎসা সহায়তায় কাজে লাগানো হবে।

কে এই অনিল মেনন?

৪৯ বছর বয়সী অনিল মেননের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে।

তার বাবা ভারতীয় এবং মা ইউক্রেনীয়। তিনি নিউরোবায়োলজি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি একজন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস ফোর্সের কর্নেল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় আফগানিস্তানে 'অপারেশন এন্ডিউরিং ফ্রিডমে' দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া হিমালয়ান রেসকিউ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহীদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন।

এক সময় তিনি রোটারি অ্যাম্বাসাডোরিয়াল স্কলার হিসেবে ভারতে এক বছর অবস্থান করে পোলিও টিকাদান কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেন।

২০১৪ সালে নাসায় ফ্লাইট সার্জন হিসেবে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থানরত নভোচারীদের চিকিৎসা সহায়তার দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে তিনি স্পেসএক্সে যোগ দেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা কর্মসূচি গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রথম মানববাহী মহাকাশ মিশনের প্রস্তুতি এবং চাঁদ, মঙ্গল ও আরো দূরের মহাকাশ অভিযানের জন্য তৈরি স্টারশিপ মহাকাশযানের উন্নয়ন কার্যক্রমেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে তিনি নাসার নভোচারী হিসেবে নির্বাচিত হন এবং পরের মাসে দুই বছরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেন।

অনিল মেননের স্ত্রী আনা ভিলহেল্মও একজন নভোচারী। তিনি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে স্পেসএক্স পরিচালিত একটি বেসরকারি মানববাহী মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়ে প্রায় ৫ দিন মহাকাশে অবস্থান করেছিলেন।

যুক্তরাজ্যে ভয়াবহ হামলা থেকে রক্ষা

সহযোগিতা করেছিলেন।

কাউন্টার টেররিজম পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং এ ঘটনায় আরও গ্রেফতার হতে পারে। একই সঙ্গে জনসাধারণকে গুজবে কান না দিয়ে শুধুমাত্র পুলিশের আনুষ্ঠানিক তথ্যের ওপর নির্ভর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইজতেমা চলাকালে নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ বলছে, আগাম গোয়েন্দা তথ্য ও সময়োপযোগী অভিযানের কারণেই সম্ভাব্য বড় ধরনের হামলা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

শেখ হাসিনার পরিবারসহ ১০ শিল্প

হয়ে গেছে, তা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আশা করছি চলতি বছরের শেষ নাগাদ এ বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি বা সুখবর দিতে পারবো।"

অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "তদন্ত ও আর্থিক গোয়েন্দা কার্যক্রমে কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হয় না। সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন বা অর্থপাচারের তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়।"

তার ভাষায়, "আমরা দলমতের দিকে তাকাই না। সন্দেহজনক হলেই ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ যদি এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন, সেটিও তদন্তে উঠে আসবে।"

বিএফআইইউ জানায়, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় শেখ হাসিনার পরিবার এবং ১০টি শিল্প গ্রুপের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, কর ফাঁকি ও অর্থপাচারের অভিযোগ তদন্তে একটি যৌথ তদন্ত দল গঠন করা হয়। তদন্তের আওতায় থাকা গ্রুপগুলো হলোড়এস আলম, বেক্সিমকো, নাবিল, সামিট, ওরিয়ন, নাসা, বসুন্ধরা, ডা. ইকবালের প্রিমিয়ার গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ এবং সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের আরামিট গ্রুপ।

বিএফআইইউর তথ্য অনুযায়ী, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্পদ জব্দের পাশাপাশি একাধিক মামলা দায়ের, বিদেশে থাকা সম্পদ ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেওয়ার কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, অর্থপাচারের মাধ্যমে বিদেশে সরিয়ে নেওয়া সম্পদ শনাক্ত ও পুনরুদ্ধারে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ এ বিষয়ে আরও অগ্রগতি দৃশ্যমান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে বিএফআইইউ।

লন্ডনে বাংলাদেশিসহ ১৬ ব্যক্তির শত

মাত্র দুই বছরে সিন্ডিকেটটি আড়াই লাখেরও বেশি অবৈধ আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করে এবং বিপুল পরিমাণ মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ছিল।

মেট্রোপলিটন পুলিশ ৫০টিরও বেশি মোবাইল ফোনের তথ্য বিশ্লেষণ, আর্থিক লেনদেনের নথি পর্যালোচনা এবং গোপন নজরদারির মাধ্যমে চক্রটির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে। তদন্তে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতেই আদালত দোষীদের বিরুদ্ধে এই সাজা ঘোষণা করেন।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, 'অপারেশন নটউইড' পূর্ব লন্ডনে সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অপরাধীদের কাছ থেকে জব্দ করা অর্থ ও সম্পদ স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, ঝুঁকিপূর্ণ তরুণদের পুনর্বাসন এবং অপরাধ প্রতিরোধমূলক উদ্যোগে ব্যয় করা হবে।

যুক্তরাজ্যে দাবদাহে ২৭০০ জনের

যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে নজিরবিহীন দুটি দাবদাহ আঘাত হানে। এ সময় ইংল্যান্ডে মে মাসে সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জুনে ৩৭ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ২১ থেকে ২৯ মে পর্যন্ত দাবদাহে প্রায় ৫৫০ জন এবং ১৮ থেকে ২৮ জুনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গবেষক দলটির মতে, এই চরম দাবদাহের পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনের বড় ভূমিকা রয়েছে, যা দাবদাহকে আরও তীব্র ও ঘন ঘন করে তুলছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন না থাকলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকত। যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের জলবায়ু অ্যাট্রিবিউশন দলের বিজ্ঞান ব্যবস্থাপক মার্ক ম্যাককার্থি এই গবেষণায় বলেন, যুক্তরাজ্য এবং সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের জন্য এগুলো ছিল অত্যন্ত চরম দাবদাহ। বছরের শুরুর দিকে এবং এত অল্প সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়াটা ছিল একেবারেই ব্যতিক্রমী।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যুক্তরাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া সংস্থা ক্লাইমেট চেঞ্জ কমিটি (সিসিসি) গত বছরই সতর্ক করেছিল যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় যুক্তরাজ্য এখনও 'প্রস্তুত নয়'। গত মে মাসে প্রকাশিত তাদের অন্য একটি প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ৯২ শতাংশ বাড়িঘর প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এর প্রতিকারে কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ধারণ এবং হাসপাতাল ও স্কুলের মতো পাবলিক ভবনগুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপনে বিনিয়োগের জন্য সরকারের প্রতি সুপারিশ করেছে সিসিসি।

৬২ দেশকে ভিসামুক্ত করলো জার্মানি

অবস্থান করতে পারবেন। এ সময় তারা পর্যটন, ব্যবসায়িক বৈঠক কিংবা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেশটিতে যেতে পারবেন।

তবে এই ভিসামুক্ত সুবিধা কোনও ধরনের চাকরি বা কর্মসংস্থানের অনুমতি দেয় না।

ভিসামুক্ত তালিকায় জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইসরায়েল।

ভিসা ছাড়াই জার্মানিতে প্রবেশের জন্য যোগ্য দেশসমূহ

আলবেনিয়া, অ্যান্ডোরা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামাস, বার্বাডোস, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, ব্রুনাই, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ডোমিনিকা, এল সালভাদর, জর্জিয়া, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, হংকং, ইসরাইল, জাপান, কিরিবাতি, কসোভো, ম্যাকাও, মালয়েশিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মরিশাস, মেক্সিকো, মাইক্রোনেশিয়া, মলদোভা, মোনাকো, মন্টিনিগ্রো, নিউজিল্যান্ড, উত্তর ম্যাসিডোনিয়া, নিকারাগুয়া, পালাউ, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, সেন্ট কিটস ও নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সামোয়া, সান মারিনো, সার্বিয়া, সেশেলস, সিঙ্গাপুর।

এ ছাড়া সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, তিমোর-লেস্তে, টোঙ্গা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, টুভালু, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, ভানুয়াতু, ভ্যাটিকান সিটি, ভেনেজুয়েলার নাগরিকরা জার্মানিতে স্বল্পমেয়াদি ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা পাবে।

এমসি কলেজে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

কলেজ কর্তৃপক্ষ স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ৪ জনের ছাত্রত্ব ও সার্টিফিকেট বাতিল করে। ছাত্রাবাস থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সাইফুর রহমান ও শাহ মাহবুবুর রহমান রনিকে আসামি করে আরেকটি চার্জশিট দেয় পুলিশ।

২০২১ সালের ১৭ই জানুয়ারি সিলেটের নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মোহিতুল হক চৌধুরী মামলার অভিযোগ গঠন করে বিচারকাজ শুরু করেন। আর ২০২২ সালের ১১ই মে মাসে একই আদালতে অস্ত্র ও চাঁদাবাজির মামলার অভিযোগ গঠন করে আদালত। বিচার শুরুর আগে দু'টি মামলার বিচার কার্যক্রম একসঙ্গে শুরুর আবেদন করেন বাদীপক্ষ। শুনানি শেষে বিচারক আবেদনটি খারিজ করে দেন। এরপর বাদীপক্ষ এই আবেদন জানিয়ে উচ্চ আদালতে একটি ফৌজদারি বিবিধ মামলা করেন। ওই বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের ভার্চ্যুয়াল বেঞ্চ মামলা দু'টির বিচার কার্যক্রম একসঙ্গে একই আদালতে সম্পন্ন করার আদেশ দেন। এরপর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বদলে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা দু'টির কার্যক্রম চালানোর আবেদন করেন বাদীপক্ষ। মামলায় ২৪ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ওই গৃহবধূ, তার স্বামী, আসামিদের স্বীকারোক্তি নেয়া ম্যাজিস্ট্রেট, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, এমসি কলেজের অধ্যাপক, ওসমানী হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক রয়েছেন।

গত বুধবার সিলেটের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে সর্বশেষ মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন বাদী ও আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এরপর আদালত আলোচিত এ মামলার রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করেন। রায় ঘোষণার পর আদালত প্রাঙ্গণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী শাহ মোশাহিদ আলী। তিনি জানিয়েছেন, এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দেয়নি। ভিকটিমও আসামিদের শনাক্ত করেনি। অপরাধ প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজনকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবো। তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও সিলেট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের পিপি আবুল হোসেন রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে যা

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা ভারতে অবস্থান করছেন।

ইরানের হিট লিস্টে ১৩ বিশ্ব নেতা!

ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। যদিও এই তালিকাটি ইরানের শীর্ষ নীতি-নির্ধারকদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত কি না তা স্পষ্ট করা হয়নি, তবে তেহরানের সরকারি মহলে এই গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

হামশাহরির প্রকাশিত সেই ইনফোগ্রাফিকটিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের ছবি রয়েছে। এছাড়া মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাড়পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস-এর ছবিও সেখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৩ জনের এই তালিকায় থাকা বাকি নেতাদের নাম প্রকাশ করা না হলেও, ইনফোগ্রাফিকটি কেবল অনলাইনেই দেখা গেছে এবং রবিবার প্রকাশিত পত্রিকার মূল প্রিন্ট সংস্করণে এটি রাখা হয়নি।

ইরানের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চলাকালে ইউরোপীয় দেশগুলো মার্কিন বাহিনীকে নিজেদের ভূখণ্ড ও আকাশসীমা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুমতি দিয়েছিল। তেহরানের দাবি, ওয়াশিংটনকে এই সামরিক সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলোও এই যুদ্ধে সরাসরি ওয়াশিংটনের অংশীদার ও অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়েছে। ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতার হুংকার এবং এই 'হিট লিস্ট' প্রকাশের পর মধ্যপ্রাচ্যসহ আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতিতে নতুন করে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তান কী ভেঙে যাচ্ছে?

অনুযায়ী, গত ৬ জুলাই থেকে তিনটি বড় হামলা হয়েছে। এসব হামলায় অন্তত ৪২ জন পুলিশ ও সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে ৭ জুলাই মাঙ্গি ড্যামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় নিহত হয়েছিল ২৭ জন পুলিশ।

এরপরেই পাক বাহিনী 'শাবান' নামে প্রদেশটিতে অভিযান শুরু করে। এতে এখন পর্যন্ত শতাধিক বিদ্রোহী নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা সূত্রগুলো।

এমন উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে 'বেলুচিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে'- এমন দাবি করে একটি বিবৃতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

'রিপাবলিক অব বেলুচিস্তান'- এর নামে প্রচারিত ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, বেলুচিস্তান পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং বর্তমানে অঞ্চলটির ৮৫ শতাংশ ভূখণ্ড তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এছাড়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেলুচিস্তান একটি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, নতুন মুদ্রা এবং স্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বেলুচিস্তান 'মা চুকাইন বেলুচানি' নামে জাতীয় সঙ্গীত গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি 'বেলুচি ফালুস' নামে নতুন জাতীয় মুদ্রা চালু এবং জাতীয় পতাকাও গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়, নতুন প্রশাসন অঞ্চলটির খনিজ সম্পদ, গ্যাসক্ষেত্র ও কয়লাখনির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। স্বর্ণ ও তামার খনি, ১৫০টির বেশি সক্রিয় গ্যাসক্ষেত্র এবং ১ হাজার ২০০টির বেশি চালু কয়লাখনি এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। এসব কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত বেলুচিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংস্থার বেশ কয়েকজন সদস্য চাকরি ছেড়ে বেলুচ পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

তাদের দাবি, বর্তমানে নিজস্ব নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে বেলুচিস্তান পরিচালিত হচ্ছে। যদিও তাদের কাছে যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র বা ভারী কামান নেই, তবুও তারা নিজেদের ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বেলুচিস্তানের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন মিলিয়ে পাঁচ লাখ সদস্যের একটি বাহিনী ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করতে প্রস্তুত।

স্বঘোষিত রিপাবলিক অব বেলুচিস্তান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের দাবি, এ ধরনের স্বীকৃতি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা জোরদার করবে এবং পাকিস্তানের 'শত্রুতাপূর্ণ নীতি, পারমাণবিক হুমকি ও উগ্রবাদ' বন্ধ করতে সহায়তা করবে।

এছাড়া তারা প্রতিবেশী দেশগুলোকে আশ্বস্ত করে বলেছে, বেলুচিস্তানের ভূখণ্ড, আকাশসীমা বা উপকূল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না।

তবে এসব দাবির কোনোটিই এখন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

এদিকে বেলুচ নেতা মির ইয়ার বেলুচ সিএনএন-নিউজ১৮'কে বলেছেন, বেলুচিস্তানে সাধারণ মানুষও এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নেমেছে।

তার দাবি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে এবং এখন মূলত বিমানবাহিনীর ওপর নির্ভর করছে। তিনি বলেন, আগে শুধু সশস্ত্র বেলুচ যোদ্ধারা প্রতিরোধ করতেন। এখন সাধারণ জনগণও আন্দোলনে যোগ দিয়েছে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দ্রুত বেলুচিস্তান ছেড়ে যাওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসছে

কামাল।

দেশের কৃষিখাত ও প্রান্তিক কৃষকদের অধিকার ও যন্ত্রণার কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। স্পিকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই দেশের অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। সে কারণেই বিগত জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশের আপামর কৃষকদের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রতিশ্রুতিটি ছিল, যদি দলটি জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠনে সক্ষম হয়, তবে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বকেয়া থাকা সকল কৃষকের কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠন করার পর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়েই এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ১৩ লাখ প্রান্তিক কৃষক, যাদের ঋণ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল, তাদের সুদসহ সম্পূর্ণ বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো কাগুজে পরিকল্পনা নয়। ইতিমধ্যে মাঠপর্যায়ে এর সুফল কৃষকরা ভোগ করতে শুরু করেছেন। সরকার পরিচালনার মূল লক্ষ্যই যে দেশের সাধারণ মানুষ, এই পদক্ষেপ তারই চাক্ষুষ প্রমাণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু যখন দেশের প্রান্তিক মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা আসে, তখন সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি এবং বিদেশি তাবেদারি রুখতে হলে রাষ্ট্র এবং দেশের জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই শক্তিশালীকরণের প্রথম ধাপই হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা।

দেশের ঋণ নির্ভর অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে একটি টেকসই বিনিয়োগ নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের বিস্তারিত রূপরেখাও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে। তিনি বলেন, বিগত স্বৈরাচারী আমলে প্রতি বছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলারের মতো বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে। এই বিপুল অর্থ পাচার ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণেই দেশের সার্বিক অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ও জনজীবনের মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কালো অধ্যায় থেকে দেশকে বের করে আনতে বর্তমান সরকার যেকোনো মূল্যে দুর্নীতির টুটি চেপে ধরতে বদ্ধপরিকর। ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সরকার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। যেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। সরকার কেবল যুবসমাজকে ঘরে বসিয়ে না রেখে দেশের বিশাল কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করতে চায়। এই লক্ষ্যে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ১০ লাখ, ব্লু ইকোনমি ও ইকোটুরিজম খাতে আরও ১০ লাখসহ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে পর্যায়ক্রমে ৯ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এছাড়াও যুবসমাজকে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুযায়ী গড়ে তুলতে দেশজুড়ে বিভিন্ন ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

আইআরজিসিকে সমর্থন করবে না

কার্যকর হবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, নতুন এই ক্ষমতা যুক্তরাজ্যে বিদেশি গোষ্ঠীর হয়ে অপতৎপরতায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা এবং কারাগারে পাঠানো আরও সহজ করবে।

ব্রিটিশ সরকারের দাবি, যুক্তরাজ্যের মাটিতে প্রাণনাশের হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য তৎপরতায় আইআরজিসির সংশ্লিষ্টতা শনাক্ত করা হয়েছে। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, বিদেশে ইরানের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে আইআরজিসি বিভিন্ন প্রক্সি গোষ্ঠী ব্যবহার করে।

সরকার আরও জানায়, দ্য ইসলামিক মুভমেন্ট অব কম্প্যানিয়ন্স অব দ্য রাইট নামের একটি গোষ্ঠীকে আইআরজিসি 'প্রায় নিশ্চিতভাবেই' পরিচালনা করেছে। যুক্তরাজ্যের দাবি, গোষ্ঠীটি ইহুদি ও ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা এবং ফারসি ভাষার গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে সাতটি হামলার দায় স্বীকার করেছে।

লন্ডনে ইহুদি সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট একাধিক স্থাপনায় হামলার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হামলাগুলোর মধ্যে ইহুদি সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত চারটি অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও রয়েছে।

ইরান অতীতে প্রক্সি গোষ্ঠী ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সর্বশেষ ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের বিষয়ে লন্ডনে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

নতুন আইন কার্যকর হলে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রাষ্ট্র-সমর্থিত এসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা পাবে। মনোনীত গোষ্ঠীর হয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

একই আইনের আওতায় রাশিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-এর স্বেচ্ছাসেবী শাখাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ সরকারের অভিযোগ, রাশিয়া নিয়মিত সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি অনিয়মিত ও অস্বীকারযোগ্য বাহিনী ব্যবহার করে ইউরোপ ও ন্যাটোর নিরাপত্তা দুর্বল করার চেষ্টা করছে।

'বউ' হিসেবে চীনে বিক্রি হচ্ছেন

রাজি করানোর বিনিময়ে ৮০ লাখ কিয়াতের প্রস্তাব দেয়া হয়।

আরেক ঘটনায়, নেপিডোর ২৪ বছর বয়সী এক নারীকে ভুয়া চাকরির প্রলোভনে চীনে নিয়ে যায়া হয়। সেখানে তাকে প্রথমে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়, পরে আবার আরেকজনের কাছে বিক্রি করা হয়। অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার অভিযোগে চীনা পুলিশ তাকে নয় মাস আটক রাখে।

এছাড়া স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে ২ কোটি কিয়াত দেনমোহরের বিনিময়ে এক চীনা নাগরিকের সঙ্গে ইয়াঙ্গুনের এক নারীর বিয়ে দেয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।

আরও দুটি মামলায় দেখা গেছে, ইয়াঙ্গুনের ২০ বছরের বেশি বয়সী তিন নারীকে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রত্যেককে ১ কোটি ৫০ লাখ কিয়াত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

বিশ্লেষকদের মতে, এই মানবপাচার এখন শুধু মিয়ানমার-চীন সীমান্তেই সীমাবদ্ধ নেই; এটি একটি আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রে পরিণত হয়েছে।

গত মার্চে তাইওয়ানের নিউ তাইপেই শহরে একটি মানবপাচার চক্র ভেঙে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে দেশটির কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে মিয়ানমারের ৯ নারীকে উদ্ধার করা হয়। তদন্তে জানা যায়, ২০২৪ সাল থেকে এই চক্রটি মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উচ্চ বেতনের চাকরির ভুয়া বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে নারীদের ফাঁদে ফেলছিল। পরে তাদের ঋণের ফাঁদে ফেলে জোরপূর্বক শ্রম ও যৌন শোষণের শিকার করা হতো। স্থানীয় গণমাধ্যম এই চক্রকে "কেকে পার্কের তাইওয়ান সংস্করণ" বলে উল্লেখ করেছে।

ব্যাংকক থেকেও ধরা পড়ে চক্রের মূলহোতা

গত মাসে ব্যাংককে এক চীনা চক্রের মূলহোতাকে গ্রেপ্তার করে থাই পুলিশ। তাদের তথ্যমতে, ২০২৪ সাল থেকে এই চক্রটি অন্তত ২০ জন মিয়ানমারের নারীকে চীনে পাচার করেছে। একই সময়ে অন্তত ২০ জন চীনা পুরুষকে ইয়াঙ্গুনে এনে অবৈধভাবে পাত্রী খোঁজার কার্যক্রমেও সহায়তা করেছে।

এই চক্রও ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নারীদের পাচার করে শোষণমূলক কাজে বাধ্য করত।

চীনের সতর্কতা

চীন দীর্ঘদিন ধরেই এ সমস্যা সম্পর্কে অবগত। চলতি বছরের জানুয়ারিতে মিয়ানমারে অবস্থিত চীনা দূতাবাস নিজেদের নাগরিকদের সীমান্ত পেরিয়ে পাত্রী খোঁজার বিষয়ে সতর্ক করে। দূতাবাস জানায়, এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে ক্রমেই বেশি সংখ্যক চীনা নাগরিক আইনের আওতায় আসছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং চরম দারিদ্র্যের কারণে মিয়ানমারের অসংখ্য নারী এখন মানবপাচারকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছেন।

আগে মানবপাচারের অধিকাংশ শিকার ছিলেন কাচিন ও উত্তর শান রাজ্যের সংঘাতকবলিত এলাকার নারীরা।

তবে ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর অর্থনৈতিক ধস, ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি এবং আইনের শাসনের অবক্ষয়ের কারণে ঝুঁকিতে থাকা নারীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে মানবপাচারকারীরা এখন প্রকাশ্যেই উচ্চ বেতনের চাকরি ও বিদেশে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নারীদের ফাঁদে ফেলছে, যা এই অপরাধচক্রকে আরও বিস্তৃত করে তুলছে।

যুক্তরাজ্যে রাতের বেলায় ১৬-১৭ বছর

তৈরি হবে।

সমালোচনা: সহজেই বন্ধ করা যাবে কারফিউ, তবে দেশটির শিশু নিরাপত্তা কর্মীরা সরকারের এই পরিকল্পনাকে যথেষ্ট কঠোর মনে করছেন না। ২০২২ সালে একটি অনলাইন চ্যালেঞ্জে অংশ নিয়ে ১৪ বছর বয়সী ছেলে জুলস সুইনির মৃত্যুর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে দায়ী করে প্রচারণা চালিয়ে আসা এলেন রুম বলেছেন, কিশোররা যেহেতু সহজেই সেটিংস পরিবর্তন করে কারফিউ তুলে দিতে পারবে, তাই এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে না।

বিবিসি রেডিও ফোরের টুডে অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এটা এমন যেন ১৭ বছরের একজনের হাতে মদের বোতল দিয়ে সেটিকে শুধু একটু দূরে সরিয়ে রাখা হলো। সে তো আবার হাত বাড়িয়ে সেটি নিয়ে নিতে পারবে। সরকারের আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল।

১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা

গত জুনে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হবে।

নতুন এই কারফিউ সেই নীতিরই সম্প্রসারণ। একই সঙ্গে শিশুদের নিরাপদ রাখতে সরকার, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবকদের বিভিন্ন উদ্যোগ বর্তমানে একসঙ্গে কার্যকর রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, শিশুদের ডিভাইসে অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ, ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মের শিশুদের জন্য আলাদা সংস্করণ, বয়স যাচাইয়ের নতুন ব্যবস্থা।

প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করুন, শিশুদের নয়

শিশুদের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা বৃটিশ আইনপ্রণেতা ব্যারোনেস কিডরন সরকারের পরিকল্পনার সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা নয়, বরং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো যেন শিশুদের হাতে ক্ষতিকর পণ্য তুলে দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

দেশটির অনলাইন নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী কানিশকা নারায়ণ বলেছেন, রাতের কারফিউ এবং অটো-প্লে সীমিত করার মতো পদক্ষেপের ফলে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে বৃটেন বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর দেশগুলোর একটি হয়ে উঠবে।

প্রযুক্তিমন্ত্রী লিজ কেন্ডাল বলেন, এই উদ্যোগ তরুণদের প্রয়োজনীয় ঘুম নিশ্চিত করবে, স্কুল-কলেজে মনোযোগ বাড়াবে এবং পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে সহায়তা করবে, যা সুস্থ ও সফল প্রাপ্তবয়স্ক জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টির শিক্ষা বিষয়ক মুখপাত্র লরা ট্রট সরকারের পরিকল্পনাকে "এলোমেলো ও অসংগত" বলে মন্তব্য করেছেন।

তার ভাষায়, সরকারকে ঠিক করতে হবে তারা ১৬ ও ১৭ বছর বয়সীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় রাখতে চায় কিনা। এমন কারফিউ, যা তারা নিজেরাই বন্ধ করে দিতে পারে, কোনো বাস্তব ফল দেবে না।

ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছে, শিশুদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট নিরাপদভাবে ব্যবহারের জন্যও নতুন বিধিমালা আনা হবে।

এর মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য এআই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময় পরপর বাধ্যতামূলক বিরতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দেশটির সরকার ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ এসব প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে চায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী বসন্তে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি নতুন নিয়মগুলোও কার্যকর হবে।

শিশু নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধু মধ্যরাতের কারফিউ শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়।

মলি রোজ ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী অ্যান্ডি বারোজ বলেন, এই উদ্যোগ ইতিবাচক হলেও এটি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘোষণার অংশ মাত্র। শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তার জন্য আরও বিস্তৃত ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

তার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিলেও বাস্তবায়নের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দিয়ে যেতে পারেননি। ফলে সম্ভাব্য উত্তরসূরি অ্যান্ডি বার্নহ্যামকে অসমাপ্ত অনেক কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

রাতের কারফিউ ক্ষতিকরও হতে পারে

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের শিশুদের ডিজিটাল অধিকারবিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সোনিয়া লিভিংস্টোন সতর্ক করে বলেছেন, রাতের কারফিউ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

তার মতে, যদি কারফিউর উদ্দেশ্য হয় রাতে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো যেন অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন পাঠিয়ে শিশুদের জাগিয়ে না রাখে, তাহলে সেটি ভালো উদ্যোগ।

কিন্তু যদি কোনো শিশু গভীর রাতে সাহায্য, পরামর্শ বা মানসিক সহায়তার জন্য বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে, তাহলে সেটি উদ্বেগজনক হতে পারে।

ঈমান কী? কেন একত্ববাদ (তাওহীদ) ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি?

ডাঃ এম. এ. ছালাম

ভূমিকা:
আপনি যদি কোনো বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী বা আবিষ্কারকের তৈরি একটি যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহলে সেটি সঠিকভাবে চালাতে হলে অবশ্যই সেই আবিষ্কারকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনা অস্বীকার করে বা নিজের ইচ্ছামতো চালালে যন্ত্রটি সঠিকভাবে কাজ করবে না, এমনকি নষ্টও হয়ে যেতে পারে।
তাহলে প্রশ্ন হলো, যে মহান সত্তা এই বিশাল মহাবিশ্ব, পৃথিবী, মানুষ এবং জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নির্দেশনা ছাড়া কি মানুষের জীবন সত্যিকার অর্থে সফল হতে পারে?
এখানেই ইসলামের মূল ভিত্তি ঈমান এবং তার প্রাণ হলো তাওহীদ (একত্ববাদ)।
ঈমান কী?
ঈমান অর্থ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা সত্য বলে জানিয়েছেন, তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কর্মের মাধ্যমে তার প্রমাণ দেওয়া।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।"
সহিহ মুসলিম
ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি: তাওহীদ (একত্ববাদ):
তাওহীদের অর্থ হলো:
আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"
সূরা আল-ইখলাস (১১২:১-৪)
বিজ্ঞান ও যুক্তির একটি সহজ উদাহরণ:
ধরুন,
একটি আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্র, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার বা বিমান তৈরি করেছেন একজন প্রকৌশলী।
যদি কেউ বলেন,
"আমি যন্ত্রটি ব্যবহার করব, কিন্তু নির্মাতার নির্দেশিকা মানব না।"
তাহলে কী হবে?
যন্ত্রটি সঠিকভাবে চলবে না।
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
ব্যবহারকারী নিজেও ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
তাহলে...
কোটি কোটি গ্যালাক্সি, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, মানবদেহ এবং জীবনের মতো বিস্ময়কর সৃষ্টি যিনি করেছেন, তাঁর দেওয়া জীবনবিধান অস্বীকার করে কি সত্যিকার শান্তি ও সফলতা অর্জন করা সম্ভব?
আল্লাহ কত মহান ও দয়ালু!
মানুষের অনেকেই আল্লাহকে অস্বীকার করে। তবুও...
তিনি সূর্যের আলো দেন।
বৃষ্টি দেন।
রিযিক দেন।
হৃদস্পন্দন সচল রাখেন।
অক্সিজেন দেন।
এটাই তাঁর অসীম দয়া ও করুণা।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।"
সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫৬
শিক্ষা:
মানুষের তৈরি একটি ছোট যন্ত্রও নির্মাতার নির্দেশনা ছাড়া সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।
তাহলে এই বিশাল মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর নির্দেশনা ছাড়া মানুষের জীবন কীভাবে সঠিক পথে চলতে পারে?
তাই ইসলামের প্রথম, প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো:
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ:
"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।"
এই তাওহীদের ওপরই একজন মুমিনের ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর ওপরই নির্ভর করে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।
"যে ব্যক্তি ঈমানসহ সৎকাজ করবে, সে উত্তম জীবন লাভ করবে এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাবে।"
সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭
দোয়া:
হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে বিশুদ্ধ তাওহীদের ঈমান দৃঢ় করে দিন। আপনার একত্বে অবিচল থাকার তাওফিক দিন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

উপকারী জ্ঞান লাভে মহানবী (সা.)-এর শিখানো দোয়া

পোস্ট ডেস্ক : জ্ঞান মানুষের জীবনকে আলোকিত করে, তবে সব জ্ঞান মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। এমন অনেক জ্ঞান রয়েছে যা অহংকার, বিভ্রান্তি বা গুনাহের পথ উন্মুক্ত করে; আবার এমন জ্ঞানও আছে যা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় লাভে সাহায্য করে, আমলকে শুদ্ধ করে, চরিত্রকে পরিশীলিত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ দেখায়।
তাই ইসলামে উপকারী জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
মহানবী (সা.) নিজেই আল্লাহর কাছে এমন জ্ঞানের জন্য দোয়া করতেন, যা মানুষের ঈমান, আমল ও নৈতিকতাকে সমৃদ্ধ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হয়। একই সঙ্গে তিনি এমন জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যা মানুষের কোনো উপকারে আসে না। তাই একজন মুমিনের প্রতিদিনের প্রার্থনার অন্যতম অংশ হওয়া উচিত- আল্লাহর কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল এবং কল্যাণময় জীবন কামনা করা।
এই বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সহজ একটি দোয়াটি হলো-

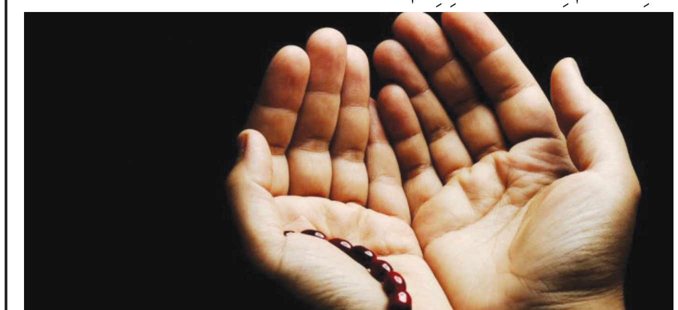

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ, ওয়া রিজক্বান ত্বইয়্যিবা, ওয়া আমালান মুতাক্বাব্বালা।
অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, উত্তম রিজিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।'
হাদিস : উম্মে সালামা (রা.)-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর নিয়মিত এই দোয়াটি পাঠ করতেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৯২৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৬৬০২)

জাহেলি যুগে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণসমূহ

মুফতি ওমর বিন নাছির

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন পৃথিবী জ্ঞান, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। আরব উপদ্বীপের সেই সময়টিই ইতিহাসে 'জাহেলিয়াতের যুগ' নামে পরিচিত।
'জাহেলিয়াত' শব্দের অর্থ শুধু অজ্ঞতা নয়; বরং আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুতি, নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার ও মানবিক মূল্যবোধের পতন। সে যুগে শক্তিই ছিল ন্যায়ের মানদণ্ড, নারীরা ছিল অবহেলিত, দুর্বলরা ছিল নির্যাতিত এবং সমাজজুড়ে ছিল শিরক, মূর্তিপূজা, মদ, জুয়া, সুদ, ব্যভিচার ও গোত্রবাদ। তবে জাহেলি যুগের সেই সামাজিক অবক্ষয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে বর্তমান সমাজের অনেক সংকটেরও সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।
১. হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুতি ও শিরকে অবাধ বিস্তার
জাহেলি সমাজের সর্ববৃহৎ অবক্ষয়ের কারণ ছিল আল্লাহর একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া।
তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করলেও ইবাদতে বহু দেব-দেবীকে শরিক করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই শিরক এক মহা জুলুম।' (সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৩)
শিরক মানুষের বিবেককে অন্ধ করে দেয় এবং সব ধরনের নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে।
২. অজ্ঞতা ও ওহির জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া
জাহেলি সমাজে মানুষের জীবন পরিচালিত হতো কুসংস্কার, অন্ধ অনুসরণ ও মনগড়া বিশ্বাসের মাধ্যমে। আল্লাহর কিতাব ও নবীদের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ফলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তারা হারিয়ে ফেলেছিল।
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।' (সুরা : মায়িদাহ, আয়াত : ১৬)
৩. অহংকার ও গোত্রবাদ
বংশ, গোত্র ও জাতিগত অহংকার ছিল জাহেলি সমাজের অন্যতম বড় ব্যাধি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলত। আল্লাহ বলেন, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি... নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।

তবে জাহেলি যুগের সেই সামাজিক অবক্ষয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে বর্তমান সমাজের অনেক সংকটেরও সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

(সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১৩)
৪. নারীর প্রতি অবিচার
জাহেলি যুগে নারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, তাদেরকে সম্পদের মতো বিবেচনা করা হতো এবং কন্যাসন্তান জন্ম নিলে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর প্রথাও প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?' (সুরা : তাকভির, আয়াত : ৮-৯)
৫. মদ, জুয়া ও অশ্লীলতার প্রসার
মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার ও অশ্লীলতা ছিল জাহেলি সমাজের সাধারণ সংস্কৃতি। এসব অপরাধ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করেছিল। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদাররা! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাক।' (সুরা : মায়িদাহ, আয়াত : ৯০)
৬. সুদ ও অর্থনৈতিক শোষণ
ধনীরা সুদের মাধ্যমে গরিবদের শোষণ করত। ফলে সমাজে বৈষম্য ও অন্যায় বেড়ে যেত। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৫)
৭. ন্যায়বিচারের অভাব
ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের ওপর জুলুম করত। বিচার হতো প্রভাব ও শক্তির ভিত্তিতে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করত।' (বুখারি)
৮. নৈতিকতা ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অভাব
আখিরাতের জবাবদিহিতার বিশ্বাস দুর্বল হওয়ায় মানুষ পাপকে ভয় করত না। ফলে অন্যায়, প্রতারণা ও অপরাধ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে; আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।' (সুরা : জিলজাল, আয়াত : ৭-৮)

মহানবী (সা.)-এর প্রতি আবু বকর (রা.)-এর ভালোবাসা

পোস্ট ডেস্ক : ইসলামের ইতিহাসে ভালোবাসার এক অনন্য, উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতি আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর গভীর ভালোবাসা। এই ভালোবাসা শুধু আবেগের নয়, বরং আত্মত্যাগ, বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ আনুগত্যে পূর্ণ এক সম্পর্ক। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নিজের জীবন, সম্পদ-সব কিছুই তিনি বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তিনি ছিলেন নবীজির ছায়াসঙ্গী।
তাই তাঁর এই ভালোবাসা আমাদের জন্য এক অনুপম শিক্ষা-কিভাবে সত্যিকারের ভালোবাসা ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণের সম্মান অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি ছিলেন মহানবীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। হিজরত, সফর এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণসহ নানা প্রতিকূলতায়

এই ভালোবাসা শুধু আবেগের নয়, বরং আত্মত্যাগ, বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ আনুগত্যে পূর্ণ এক সম্পর্ক।

মহানবীজির পাশে ছিলেন ঢাল হিসেবে। শত্রুবাহিনীর সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও আপসহীন। বিশেষভাবে নবীজির ইন্তেকালের পর যখন আরব দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্মত্যাগ ও রাসুলের প্রতি বিদ্বেষের এক প্রবল ঝড় উঠে ছিল। এই ঝড়ের ঝাপটায় দুর্বল ঈমানদার এবং নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর থেকে ঈমানের আলো প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কঠিন সেই মুহূর্তে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সীমাহীন ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হয়েছিলেন।
আর এ সব কিছুই ছিল নবীর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং গভীর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। মৃত্যুকালেও তাঁর এই ভালোবাসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। বর্ণিত আছে, 'মৃত্যুশয্যায় তিনি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবীজি কোন দিন ইন্তেকাল করেছেন। আয়েশা (রা.) জানালেন, সোমবার। তিনি বললেন, আজ কী বার? আয়েশা (রা.) জবাব দিলেন, সোমবার। তখন তিনি বলেন, হায়, যদি আমার মৃত্যু রাতের আগেই হতো।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর : ১৩৮৭)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৭.০৭.২৬ শুক্রবার	3:31	5:00	01:45	6:36	9:19	10:45
১৮.০৭.২৬ শনিবার	3:33	5:02	01:30	6:35	9:18	10:45
১৯.০৭.২৬ রবিবার	3:35	5:03	01:30	6:35	9:17	10:45
২০.০৭.২৬ সোমবার	3:36	5:04	01:30	6:34	9:16	10:30
২১.০৭.২৬ মঙ্গলবার	3:38	5:06	01:30	6:33	9:15	10:30
২২.০৭.২৬ বুধবার	3:40	5:07	01:30	6:33	9:13	10:30
২৩.০৭.২৬ বৃহস্পতিবার	3:41	5:08	01:30	6:32	9:12	10:30

নামায শুষ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্বকাপের প্যানেল থেকে বাদ পড়া রেফারির রহস্যজনক মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : দুই দিন আগেও তিনি গো অ্যাহেড ইগলস এবং আপোলন লিমাসলের মধ্যকার প্রীতি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। আর আজ নেদারল্যান্ডসের ছোট্ট শহর বোরকুলোর নিজ বাসা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে! মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা গেছেন ডাচ ফুটবলের পরিচিত রেফারি রব ডিপেরিঙ্ক।

তার আকস্মিক মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে নেদারল্যান্ডস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (কেএনভিবি)। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো না হলেও এরই মধ্যে এ নিয়ে রহস্যের ডালপালা মেলেছে।

এক বিবৃতিতে কেএনভিবি লিখেছে, ‘রেফারি রব ডিপেরিঙ্কের মৃত্যুর খবরে আমরা স্তম্ভিত এবং গভীরভাবে শোকাহত। ফুটবল অঙ্গন একজন আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ রেফারিকে হারাল। তার চেয়েও বড় কথা, আমরা হারালাম একজন অসাধারণ ও নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীকে।’

সব ঠিক থাকলে চলতি ফিফা বিশ্বকাপে ডিপেরিঙ্ককে ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যেত। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ডিপেরিঙ্ককে রেফারিদের প্যানেল থেকে বাদ দেয় ফিফা।

গত এপ্রিলে লন্ডনের ক্রয়ডনে এক কিশোরকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ডিপেরিঙ্ককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

তবে সিসিটিভি ফুটেজ, ডিজিটাল ডিভাইস এবং অন্যান্য প্রমাণ পর্যালোচনার পর পুলিশ জানায়, অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকায় মামলাটি আর এগিয়ে নেওয়া হবে না। এরপরই ডিপেরিঙ্কের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অভিযোগের শুরু থেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন ডিপেরিঙ্ক। তদন্ত শেষ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, ‘আমি গভীরভাবে মর্মাহত যে, আমাকে ভুলভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তদন্তে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি এবং ফিফা, উয়েফা ও কেএনভিবিকে সব বিষয়ে অবহিত করেছি।

অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেটদলে তোলপাড়

পোস্ট ডেস্ক : গত ৫ জুলাই লর্ডসে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেটদল। কিন্তু সে সাফল্যের রেশ কাটার আগেই অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেটদলের দুই সদস্যের পরকীয়ার অভিযোগে তোলপাড় ক্রিকেটবিশ্ব।

অভিযোগের তীর দলের সহ-অধিনায়ক অ্যাশলেই গার্ডনারের দিকে। আর অভিযোগ এনেছেন তার স্ত্রী মনিকা রাইট। ইনস্টাগ্রামে মনিকা অভিযোগ করেন, নারী ক্রিকেটদলের ওপেনার জর্জিয়া ভলের সঙ্গে পরকীয়ার কারণে তার স্ত্রী গার্ডনার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

ঘটনাটা অবশ্য একটু পুরনো।

গত বছর ভারতে নারী এক দিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপের সময়ই ২২ বছরের জর্জিয়ার সঙ্গে ২৯ বছরের গার্ডনারের পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জেনে যান গার্ডনারের স্ত্রী মনিকা রাইট। খবর পেয়ে তিনি টুর্নামেন্টের মাঝখানেই ভারতে ছুটে আসেন। টুর্নামেন্টের মাঝখানে স্ত্রী মনিকা চলে আসায় গার্ডনার তার সঙ্গে রাগারাগিও করেন।

অবশ্য ভারত থেকে ফিরে গার্ডনার পুরো বিষয়টি স্বীকার করেন এবং মনিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে পড়া মনিকা তাতে রাজি হননি। একপর্যায়ে গত নভেম্বরে একদিন সিডনির বড়িতে ফিরে মনিকা দেখতে পান, গার্ডনার তার সব কিছু নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। অবশ্য গার্ডনার তাদের বিয়ের আংটিটি রেখে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তারা আলাদা থাকছেন।

মনিকা তার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে গার্ডনারের সব ছবি মুছে ফেলেছেন এবং তাকে আনফলো করে দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেটদলের সবাই গার্ডনার ও জর্জিয়ার সম্পর্কের বিষয়টি জানত। তবে কেউ তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে নাক গলায়নি। গার্ডনার

ও মনিকা আলাদা থাকলেও এত দিন বিষয়টা ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়নি। তবে রবিবার লন্ডনভিত্তিক ট্যাবলয়েড ‘ডেইলি মেইল’ এক রিপোর্টে প্রথম গার্ডনারের দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙার বিষয়টি প্রকাশ করে।

রিপোর্টে বলা হয়, অ্যাশলেই গার্ডনার ও মনিকা রাইটের বিয়ে ভেঙে গেছে এবং ক্রিকেটার তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তবে রিপোর্টে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ডেইলি মেইল কিছুটা রাখঢাক করলেও মনিকা রাইট তার ধার ধারেননি। সোমবার প্রথমে ডেইলি মেইলের রিপোর্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে মনিকা লেখেন, ‘তথ্যগুলো খুবই অস্পষ্ট, আমি আপনাদের বলছি ঠিক কী ঘটেছিল।’ এর ঠিক পরের স্টোরিতেই অস্ট্রেলীয় ওপেনার জর্জিয়া ভলের ছবি পোস্ট করে মনিকা সরাসরি লেখেন, ‘এই সেই নারী, যার কারণে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।’ তারপরই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

২০২০ সালে একটি অনলাইন অ্যাপে সমকামী গার্ডনার ও মনিকার পরিচয়। চার বছর সম্পর্কে থাকার পর ২০২৪ সালের এপ্রিলে বিয়ে করেন তারা। মনিকার এক বান্ধবী জানিয়েছেন, দুজন সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ক্লিনিকেও গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর মনিকা ক্লিনিকে জানিয়ে দেন, আপাতত পরিবার বড় করবেন না তারা।

দলের দুই খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে এই পরকীয়া ও পারিবারিক বিবাদের অভিযোগ ওঠায় অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটদলের ড্রেসিংরুমে একটি বড় ধরনের বিভক্তি ও অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর এসেছে। তবে এ বিষয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, গার্ডনার বা জর্জিয়া কোনো মন্তব্য করেননি।

র‍্যাকুন নিয়ে ফিরলেন হালান্ড, ভক্তদের উচ্ছ্বাস

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়েই নরওয়েতে ফিরতে চেয়েছিলেন আরলিং হালান্ড। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পরিবর্তে দেশে ফেরার বিমানে তার হাতে দেখা গেল উত্তর আমেরিকার একটি মাঝারি আকারের নিশাচর স্তন্যপায়ী প্রাণি র্যাকুসন পুতুল। পুতুলটির হাতে ধরা ছিল একটি হুইস্কির বোতল। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ২-১ গোলে হেরে নরওয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়। ফলে হালান্ডদের টুর্নামেন্টযাত্রার ইতি ঘটে। ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা স্ট্রাইকার

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গোল করতে না পারলেও, পুরো টুর্নামেন্টে পাঁচ ম্যাচে সাতটি গোল করে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলার পাশাপাশি নিজের মজার ও অদ্ভুত আচরণের জন্যও নতুন করে ভক্তদের মন জয় করেছেন হালান্ড। বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফেরার সময় বিমান থেকে নামার মুহূর্তে তাকে দেখা যায় একটি র্যাকুন পুতুল হাতে। র্যাকুনটির হাতে একটি হুইস্কির বোতলও ছিল। জানা গেছে, ডালাস সফরের সময় ওয়াইল্ড বিলস নামে একটি পশ্চিমা ধাঁচের দোকান থেকে এই অদ্ভুত প্রাণিটির পুতুল কিনেছেন হালান্ড। সেই দোকান থেকে তিনি কাউবয় টুপি, বুট, বেল্ট বাকল এবং ‘ইউ অল ক্যান কিস মাই ডালাস’ লেখা একটি টি-শার্টসহ আরও বেশ কয়েকটি জিনিস কেনেন। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে সেই র্যাকুনটি। জানা গেছে, বিরল এই সংগ্রহযোগ্য সামগ্রীর মূল্য প্রায় ৫৬০ পাউন্ড। প্রাণিটির আনুষ্ঠানিক নাম ‘হুইস্কি র্যাকুন এইচ-এমটি-এফ’। হালান্ডের এই অপ্রত্যাশিত কেনাকাটা দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তরা নানা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একজন এক্সে লিখেছেন, হালান্ডকে যতবার দেখি, ততবারই তাকে আরও বেশি ভালো লাগে। আরেকজন লিখেছেন, আগে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ওর খেলা দেখেছি, তখনও আগ্রহ ছিল। কিন্তু বিশ্বকাপে এসে সে একেবারে অন্যরকম একটা ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে। একজন মার্কিন সমর্থক লিখেছেন, এটা আমাকে ভীষণ আমেরিকান গর্ব অনুভব করাচ্ছে। আরেকজনের মন্তব্য, টেক্সাস থেকে ৭৫০ ডলারের হুইস্কি র্যাকুন কিনে নিয়ে যাওয়া- এটাই অনেক দিনের মধ্যে দেখা সবচেয়ে মজার সংগ্রহ। আরও অনেকে লিখেছেন, দারুণ একজন মানুষ। আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, এমন একজন মানুষকে অপছন্দ করা সম্ভব?

হালান্ড তার অস্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্যও বেশ পরিচিত। তিনি আগেই জানিয়েছেন, তিনি কাঁচা গরুর দুধ পান করেন এবং কলিজা, হৃদপিণ্ড ও কিডনির মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে তৈরি তথাকথিত ‘পূর্বপুরুষদের খাবার’ নিয়মিত খান। এ ছাড়া তিনি প্রতিদিন প্রায় ১০০০ বার সিট-আপ করেন এবং প্রায়দিনই আইস বাথ ও সাউনা নেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর অভ্যাসগুলোর একটি হলো, ঘুমানোর আগে তিনি নিজের মুখ টেপ দিয়ে বন্ধ করে রাখেন, যাতে নাক দিয়ে শ্বাস নেয়ার অভ্যাস বজায় থাকে।

আইসিসি’র বড় জরিমানা থেকে বাঁচলো

পোস্ট ডেস্ক : নিরাপত্তা ইস্যুতে চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেনি বাংলাদেশ। যে কারণে বড় আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তো বিসিবি। অবশ্য বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশ জরিমানার মুখে পড়ছে না বলে বলে জানায় আইসিসি। তবে মূল সংকট ছিল সম্প্রচার স্বত্ব (ব্রডকাস্টিং রাইটস) নিয়ে। বাংলাদেশ অংশ না নেয়ায় সম্প্রচারকারীরা যে ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছিল, সেই বাবদ প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার বা ৪০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতিপূরণের দাবি উঠেছিল স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সভায়। তবে বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানা থেকে বেঁচেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বোর্ডের দায়িত্ব নেয়ার পর অভ্যন্তরীণ নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই এডিনবার্গের এই সভায় যোগ দেন তামিম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সভার একটি ছবি শেয়ার করেন। সভায় ২০৩১ সালের বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ একটি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএসি) ও কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যপদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে আরও সময় নিতে চায় আইসিসি। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে জুন মাসে স্থগিত হওয়া কানাডাকে। নতুন সদস্য হিসেবে মরিশাস ক্রিকেট ফেডারেশনকে অ্যাসোসিয়েট সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে আইসিসির মোট সদস্য দেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১১টিতে (১২টি পূর্ণ সদস্য ও ৯৯টি অ্যাসোসিয়েট সদস্য)। বার্ষিক এই সম্মেলনে ক্রিকেটের কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরিধি ৮ দল থেকে বাড়িয়ে ১২ দলে উন্নীত করা এবং ওয়ানডে ফরম্যাট ৫০ ওভার থেকে কমিয়ে ৪০ ওভারে নামিয়ে আনার প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা হলেও, তা আলোর মুখ দেখেনি।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথম!

পোস্ট ডেস্ক : সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা খেলবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আর ফ্রান্স মুখোমুখি হবে স্পেনের। শক্তির দিক থেকে বিচার করলে এই চারটি দলই এগিয়ে। আবার ফিফা র্যাঙ্কিং ধরলেও এই চার দলই এখন শীর্ষ চারে আছে। ফিফা র্যাঙ্কিং চালু হয়েছে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে। এরপর বিশ্বকাপে কখনো এরকম সেমিফাইনাল লাইনআপ হয়নি, যেখানে চার শীর্ষ দলই ফাইনালে ওঠার লড়াই করবে। ২০২৬ বিশ্বকাপে এই ঘটনা ঘটেছে প্রথম। সর্বশেষ র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ফ্রান্স আছে এক নম্বরে। এরপর আর্জেন্টিনা, তৃতীয় স্পেন

ও চতুর্থ স্থানে আছে ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপে এই অনন্য ইতিহাস গড়ার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে টুর্নামেন্টের নতুন ড্র বিন্যাস ও কাঠামো। আসর শুরুর আগেই র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ চার দলকে ড্রয়ের চারটি ভিন্ন গ্রুপ বা অংশে ভাগ করা হয়েছিল। সমীকরণ ছিল- তারা নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে সেমিফাইনালের আগে কেউ কারও মুখোমুখি হবে না।

বিশ্বসেরা চার দলই সেই লক্ষ্য শতভাগ পূরণ করায় শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে দেখা মিলছে সেরা চার শক্তিরই। ড্রয়ের ছক অনুযায়ী, আর্জেন্টিনা ও স্পেনকে রাখা হয়েছিল ভিন্ন দুই ব্লকে। ফলে ফাইনালের আগে এই দুই পরাশক্তির দ্বৈরথের কোনো সুযোগ ছিল না। একইভাবে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সও ছিল নকআউটের বিপরীত অংশে। নিজেদের পথ ধরে দাপটের সঙ্গে সব বাধা পেরিয়ে অবশেষে সেরা চারের মঞ্চে হাজির হয়েছে তারা।

ফাইনালের টিকিট পাওয়ার এই মহারণে আগামী মঙ্গলবার মাঠে নামবে ফ্রান্স ও স্পেন। আর বুধবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ড। ব্লকবাস্টার এই দুই সেমিফাইনাল ঘিরে বিশ্ব জুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে এখন টানটান উত্তেজনা। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে ফিফা বিশ্ব র্যাঙ্কিং চালু হলেও সেবার বিশ্বকাপের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এটি বিবেচনা করা হয়নি। এরপরের বিশ্বকাপগুলোতে বারবারই দেখা গেছে শীর্ষ দলগুলোর মুখ থুবড়ে পড়ার দৃশ্য। ২০০২ সালে ফ্রান্স, ২০১০ সালে ইতালি, ২০১৪ সালে স্পেন, ২০১৮ সালে জার্মানি এবং ২০২২ সালে বেলজিয়াম শীর্ষ চারে থেকেও গ্রুপ পর্বের বৈতরণী পার হতে পারেনি।

ফৈয়জুর রহমান ফৈয়াজ এক নির্ভীক রাজনীতিক

আব্দুর রহিম শামীম

মরহুম ফৈয়জুর ফরমান ফৈয়াজ চেয়ারম্যান ছিলেন এক নিবৃত দেশ প্রেমিক তিনি শৈশব থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ প্রেমের দীক্ষা লাভ করেন, তিনি ৬ দফা আন্দোলন কে জনপ্রিয় করে তুলতে বিয়ানী বাজার উপজেলার প্রতন্ত অঞ্চলে চষে বেড়িয়েছেন ।

মহান স্বাধীনতার সংগঠক হিসেবে দিনের পর দিন আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত করতে কাজ করেছেন এবং বিয়ানী বাজারে আওয়ামীলীগ কে শক্তিশালী করতে গিয়ে তিনি জনগণের পাশে থেকে কাজ করেছেন এবং বিয়ানী বাজার উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধ কে সংগঠিত করতে ভারতে পাড়ি জমান এদিকে রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধীরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে নিয়ে তাঁর বড়দেশের বাড়িটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয় ।

স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি মুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দলীয় কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং সৎ সাহসী ।

১৯৭৫ সালে জাতির জনক কে স্বপরিবারে হত্যার পর খুনিরা আওয়ামীলীগ কে ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্য সারা দেশে আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের উপর জুলুম নির্যাতন চালায় এবং তারই অংশ হিসেবে বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর এম এ আজিজ , সাধারণ সম্পাদক আকাদ্দাস সিরাজ সহ ফৈয়জুর রহমানকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে এবং তার উপর নির্যাতন চালায় । তারপর ও জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি দল কে সংগঠিত করতে মুক্কম ভূমিকা পালন করেন, তিনি ছিলেন আদর্শের প্রতি অবিচল এবং নিবেদিত প্রাণ সংগঠক, তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ল্যুভ এবং সৎ ব্যক্তিত্ব ।

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার বিশাল জনসভায় জনাব ফৈয়জুর রহমানকে পুরস্কৃত করেন যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আমাদের বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামী পরিবার এবং সমগ্র বিয়ানীবাজার বাসীর জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয়।

আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম সম্ভবত ক্লাস এইটের ছাত্র তখন সিলেট যাচ্ছি বাসে চড়ে বসেছি একটু পর উনি এসে আমার পাশে বসলেন , আমি উনাকে সালাম দিলাম , উনার ব্যক্তিত্ব পূর্ণ চেহারা , পাঞ্জাবী পায়জামা পরিহিত তবে পাঞ্জাবীর উপর মুজিব কূট যেন তাঁকে অন্যরকম সচ্ছলতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে, যাক পরিচয় হলো উনিই আমার ব্যাপারে জানতে চাইলেন এবং ঘুরে ফিরে রাজনীতির কথায় দেশের কথায় ফিরে আসেন, আমি তখন উনাকে বলি আমি স্কুল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, উনি খুশি হয়ে আমাকে ও তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরেন, যাক উপদেশ মূলক অনেক কথা বললেন সমগ্র যাত্রাপথ যেনো উনার ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ও দেশ প্রেমে উজ্জীবিত কথা বার্তায় নিমিষে কেটে গেল সেই থেকে উনার সাথে পরিচয় ।

তারপর কলেজে পড়ার সময় ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে ও উনার সান্নিধ্য পেয়েছি উনার স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি, আমরা ছাত্রলীগের কর্ম কাণ্ড পরিচালনা করতে বিভিন্ন সময় নানাবিদ সমসায় নিপতিত হতাম তখন আমাদের অভিবাবক হিসেবে যারা সাহায্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনাব ফৈয়াজুর রহমান ।

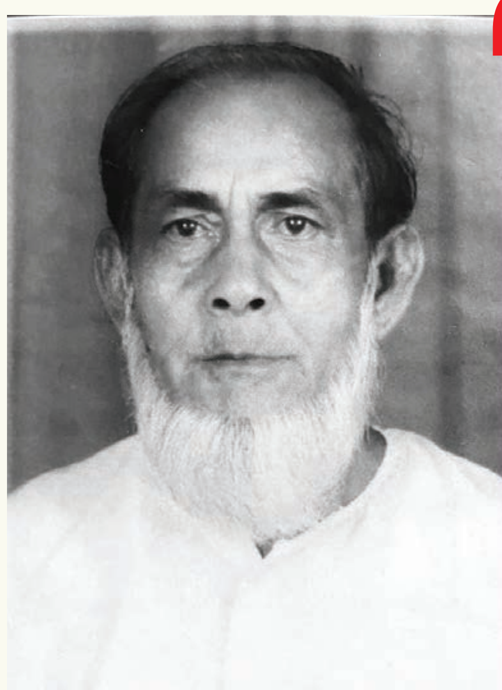

> "স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তখন তুঙ্গে আমরা হরতাল হরতাল পালন করছি সারা শহর নিথর নিঃস্তব্ধ, দোকান পাট সব বন্ধ আমরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে মধ্যবাজারে আসলে সেখানে থাকা পুলিশ গুলি বর্ষণ করে মুহূর্তের মধ্যেই দিক বিদিক ছুড়াছুড়ি আর দৌড়া দৌড়ি শুরু হয় তখন আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি এবং মিছিলে মাত্র কয়েকজন ছিলাম এবং আমরা ও পাল্টা পুলিশকে লক্ষ করে ঢিল ছুঁড়তে থাকি , এমন এক মারমুখী মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জনাব ফৈয়াজুর রহমান"

আমার খুবই মনে পড়ে ছাত্রলীগের নবীনবরণ ও সম্মেলন হবে আমরা সারারাত জেগে মঞ্চ তৈরী এবং কাগজ কেটে ফুল তৈরী ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করতাম । তখন গভীর রাতে উনি আমাদের সাথে এসে যোগ দিতেন এবং আপ্যায়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের উপদেশ ,আদেশ, নির্দেশ দিতেন ।

খুবই মনে পড়ে বিয়ানী বাজার সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি হবে সাবজেক্ট কমিটি বৈঠকে বসেছে তর্ক বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে কিছুতেই একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না দল ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন গভীর রাত হটাৎ দেখি পায়ে হেঁটে জনাব ফৈয়জুর রহমান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জনাব, এম এ আজিজ, জনাব মনিরুল ইসলাম মিম্বই, জনাব মইনুল ইসলাম (পরবর্তীতে উপজেলা আওয়ামীগের সাধারণ সম্পাদক) এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আজিজুর রহমান তেরা এসে উপস্থিত হন । সারারাত আলাপ আলোচনা করে নেতৃবৃন্দ দল কে সম্ভাব্য ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেন । যদিও পদ পদবী না পেয়ে অনেকে মন খারাপ করে তবু ও এই বর্ষীয়ান নেতাদের সম্মানে মুখ বুজে মেনে নিতে হয় ।

আমার মনে পড়ে স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তখন তুঙ্গে আমরা হরতাল হরতাল পালন করছি সারা শহর নিথর নিঃস্তব্ধ, দোকান পাট সব বন্ধ আমরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে মধ্যবাজারে আসলে সেখানে থাকা পুলিশ গুলি বর্ষণ করে মুহূর্তের মধ্যেই দিক বিদিক ছুড়াছুড়ি আর দৌড়া দৌড়ি শুরু হয় তখন আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি এবং মিছিলে মাত্র কয়েকজন ছিলাম এবং আমরা ও পাল্টা পুলিশকে লক্ষ করে ঢিল ছুঁড়তে থাকি , এমন এক মারমুখী মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জনাব ফৈয়াজুর রহমান । তিনি পুলিশের সাথে আলাপ করেন এবং আমাদের ও শান্ত করেন, সেদিন উনি বীর দর্পে এগিয়ে না এলে হয়তো লাশ পড়ত অনেকের জীবন যেতো ।

ব্যক্তিগত জীবনে উনি খুবই সৎ জীবন যাপন করতেন , জমি জায়গা বিক্রি করে ও দলের জন্য কাজ করেছেন । আমি এই মহান দেশপ্রেমিক নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি উনি যেনো আমাদের প্রিয় নেতাকে বেহেস্তের উঁচু মাকামে আসীন করেন- আমীন।

লেখক-সাংবাদিক ও কলামিস্ট

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Immigration Rules amends graduate route, Appendix FM and Part 8 family provisions

Post Report: Home Office building Marsham Street [Source: Wikipedia] [Credit: Steve Cadman cc-by-sa-2.0]

The Home Office has published a new Statement of Changes to the Immigration Rules (HC 259), making amendments across a range of immigration routes and provisions. According to the explanatory memorandum, the main changes include:

Appendix Graduate: allows a child born in the UK during a parent's Graduate route permission to apply as a dependant and be granted permission in line with the parent.

Diplomatic Visa Arrangements: extends the Diplomatic Visa Arrangement visitor visa to eligible Indian diplomatic passport holders.

Part 8 children provisions: aligns the rules for children joining relatives in the UK with the approach under Appendix Child Relative.

Appendix FM partner leave: provides that partners of those with temporary protection status will receive permission in line with the remaining permission of the protection sponsor.

Suitability requirements: ensures eligible applications under the Exception for Overstayers are not refused solely because the applicant is on Immigration Bail.

EU Settlement Scheme: removes the fingerprint biometric requirement for EUSS travel permits and clarifies the deadline position for certain family members of qualifying British citizens.

Care requirement: applies the Appendix Children care requirement to the Appendix FM child route.

Armed forces provisions: allows certain children of serving personnel exempt from immigration control to be granted permission under the Rules.

The explanatory memorandum says the amendment to Appendix Graduate addresses a gap affecting children born in the UK during a parent's Graduate route permission. Under the current Rules, dependant eligibility on the Graduate route is limited to dependants who already held permission under the Student route. The change allows such UK-born children to apply as dependants and be granted permission in line with their parent, without expanding dependant eligibility from overseas or creating a route to settlement.

Changes to Part 8 amend provisions relating to children joining relatives in the UK. The current requirement for "serious and compelling circumstances" creates a lack of clarity on when a child should join a relative in the UK and is being aligned with the clearer approach under Appendix Child Relative, where a child may join a relative with protection status if they have no parent or other family member who can reasonably care for them.

Changes to Appendix FM address the duration of leave granted to partners of those with temporary protection status. Where a protection sponsor has been granted permission to stay for 30 months, a partner granted permission under Appendix FM will receive permission in line with the remainder of the sponsor's existing grant.

The Appendix FM child route is amended to apply the care requirement in Appendix Children. This is intended to ensure that children's living and care arrangements in the UK are safe, suitable and compliant with UK legislation, and to align safeguarding requirements across routes.

In addition, the explanatory memorandum highlights a number of targeted changes to other areas. These include removing the requirement for fingerprint biometrics for applicants for an EU Settlement Scheme travel permit, clarifying that certain family members of qualifying British citizens may still apply for settled status where their pre-settled status has been varied into another form of immigration permission, and ensuring that applications eligible under the Exception for Overstayers are not refused solely because the applicant is on Immigration Bail.

Changes to armed forces provisions allow children of single serving personnel, where the parent is exempt from immigration control, to be granted permission under the Immigration Rules rather than through discretionary Leave Outside the Rules. The Rules are also amended to clarify that dependants of exempt international service personnel are not automatically eligible to accompany them and must apply for entry clearance.

The changes take effect on 30 July 2026 or 3 August 2026.

New Right to Work and Right to Rent measures from October

Post report : The Government has announced a series of changes to the Right to Work and Right to Rent schemes, with new regulations and updated statutory codes of practice aimed at strengthening compliance checks by employers and landlords. The measures implement provisions contained in the Border Security, Asylum and Immigration Act 2025 and are scheduled to come into force in October 2026.

In a written statement to Parliament, the Minister for Border Security and Asylum, Alex Norris, said the reforms are intended to address illegal working by extending existing requirements to cover companies that engage contracted and subcontracted workers.

The Border Security, Asylum and Immigration Act 2025 (Commencement No. 4) Regulations 2026 were made last week, which bring into force section 48 of the Border Security, Asylum and Immigration Act 2025 from 1 October 2026. Section 48 amends the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, extending the application of the illegal working provisions to cover arrangements beyond contracts of employment and broadening liability for civil penalties.

The measures announced today also introduces updated rules governing digital identity verification, requiring organisations that choose to carry out digital Right to Work or Right to Rent checks to use government-registered digital verification service providers.

The Immigration (Restrictions on Employment and Residential Accommodation) (Prescribed Requirements and Codes of Practice) (Amendment) Regulations 2026 were laid before Parliament today and "make amendments relating to the checks of immigration status that must be undertaken by employers, in relation to the employment of employees, and by landlords or agents for residential tenancies, in relation to occupiers or prospective occupiers, for those employers, landlords or agents to be excused from liability for a civil penalty for employing or renting to individuals without valid immigration status."

Sandyman Filmz UK Presents Digital Chaya movie released in London.

London, United Kingdom : Sandyman Filmz proudly announces the release of the official release Bengali feature film, Digital Chaya.

The movie was officially released by acclaimed Tollywood superstar actress Rituparna Sengupta, who attended the event as a special Performer. Deeply impressed by the quality, vision, and dedication showcased in the project, Rituparna praised the work of London-born musician-turned-actor Sandyman, encouraging him to continue contributing to Bengali cinema and create more meaningful content for audiences worldwide.

Digital Chaya marks another significant milestone in Sandyman's artistic journey, reflecting his passion for storytelling and his commitment to bridging British Asian and Bengali creative cultures through cinema.

The film is directed by Sumitro Banerjee with cinematography by Mallay Mondal.

Executive Producers

Thai Orchid Thai Bangla (Elm Park, London)

Mrs Ayoti Mittra (Newbury Park)

Mrs Ruby Bunker (London)

Mr Debendra Roy (London)

Speaking about the project, Sandyman expressed his gratitude for the overwhelming support received from industry professionals, supporters, and the Bengali community in the UK and beyond.

The movie attracted enthusiastic audiences and marked the beginning of what promises to be an exciting journey for Digital Chaya.

Production: Sandyman Filmz

Film: Digital Chaya

Director: Sumitro Banerjee

Director of Photography: Mallay Mondal

Media Contact:

Sandyman Filmz

London, United Kingdom

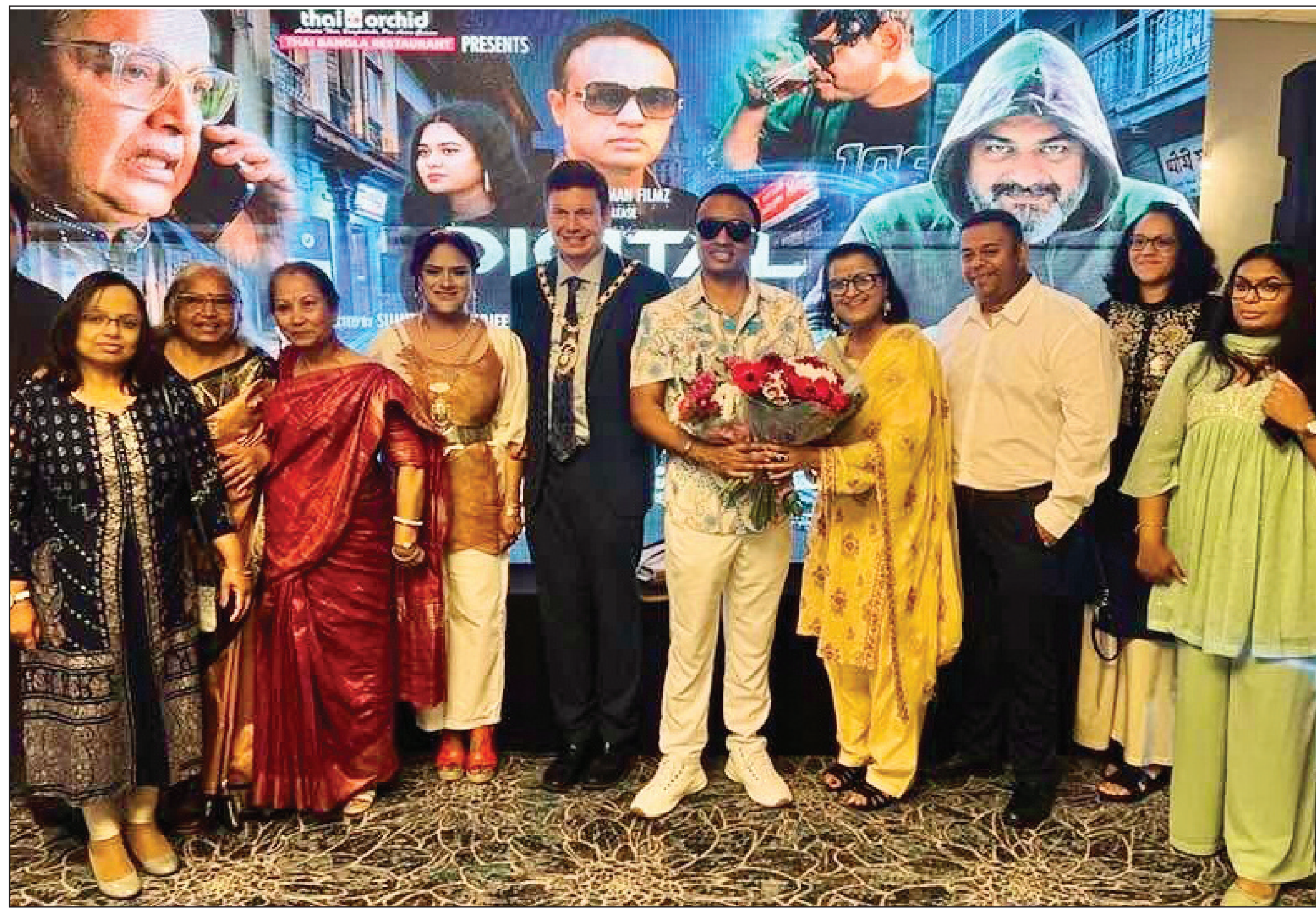

England and Wales' water blind spot

Public underestimate their daily water use by more than 100 litres

- Leading scientists and experts join forces to back the launch of a four-year campaign to challenge how society thinks about and uses water
- England faces a projected daily water shortfall of five billion litres by 2055, as climate change and rising demand put supplies under increasing pressure
- Just one in 10 (11%) adults in England and Wales understand how much water they use, while more than half (53%) believe water shortages are only short term

Only one in 10 (11%) adults in England and Wales understand how much water they use, new research reveals, as a major new initiative launches to transform how society thinks about and uses water.

The Let's Save Water campaign comes as scientists, environmental experts and industry leaders warn of increasing pressures on water resources driven by climate change, population growth and rising demand. It aims to build awareness of the precious and finite nature of water while encouraging simple behaviour changes – from taking shorter showers to fixing dripping taps – to reduce water use today and help protect supplies for future generations.

Despite the UK's reputation for rain, water availability is becoming less predictable. In England, there is a projected potential daily water shortfall of five billion litres by 2055, equivalent to 25 million people running the tap for 20 minutes. In Wales, changing weather patterns are also expected to affect how much water is available across the year, especially during hot weather and at peak times.

The new data, from a YouGov survey of 3,121 adults across England and Wales, highlights a gap between perception and reality when it comes to individual water use. On average, people believe they use around 30 litres a day, compared to actual usage of around 140 litres. In other words, people use almost five times as much water as they think.

Awareness of the potential water shortfall is also limited. More than half (53%) believe shortages are only short-term, such as during hot weather, and around a third (34%) feel their individual water use makes little difference at a national level.

Experts are stressing that this is a shared, system-wide challenge, rather than an individual one, and that clearer understanding can help people play a part alongside wider action already underway.

Water Minister Emma Hardy said:

"Water is one of our most precious resources and in many parts of England we are using it faster than it can naturally be replenished.

"Droughts are becoming longer and more common due to climate change, exacerbating water shortages that can have a devastating impact on our environment.

"Meeting this challenge will require action from all of us. The Government is taking decisive measures to secure supplies, including supporting the construction of nine new reservoirs, but other simple behaviour changes can make a real difference."

Mary Lewis, Head of Natural Resource Management Policy from Natural Resources Wales, explains the specific challenge for Wales:

"While Wales may be known for its rainfall, climate change and shifting weather patterns means water may not always be reliable all year-round in the future.

"We've seen in recent years the strain this has placed on our natural environment with pressure on wildlife, habitats and waterways, as well as communities.

"Every drop we waste at home or work, is less water to keep our rivers and wildlife healthy. By using water wisely, we can all play a part in protecting these vital resources for the future."

Professor Lizzie Kendon, Strategic Head of Climate Processes and Projections at the Met Office, explained:

"More rainfall doesn't automatically mean more usable water. Climate change is driving increasingly extreme weather patterns, with wetter winters, drier summers, and more intense bursts of rainfall. When rain falls on dry, hardened ground, much of it cannot soak into the soil where it is most valuable, instead it runs off and is being lost. This growing imbalance is placing mounting pressure on our water resources, and there is an urgent need for action. By acting now and embracing small, everyday changes, we can help safeguard this precious resource for future generations."

Water companies are investing billions to upgrade infrastructure, including fixing leaks and developing new sources such as reservoirs. However, these measures alone will not fully close the gap between the projected supply and demand, and experts agree that action across society will also be needed.

Chris Walters, Chief Executive at Ofwat, said:

"Investment in new infrastructure and reducing leaks is essential, but lasting resilience also depends on changing our relationship with water and becoming stewards of our natural environment. This campaign is about helping people understand that water is a finite resource and that valuing it more highly today will help secure reliable supplies and protect the environment for the long term."

A short film, Water: A Shared Challenge

with Jeff Brazier, accompanies the launch of what will be a four-year campaign across England and Wales. Travelling across the two countries, Jeff visits leading experts to explore the growing threat of water scarcity and what the projected daily shortfall means for people and nature. In Cardiff, he speaks with Professor Ian Walker, Head of Psychology at Swansea University, about public attitudes and behaviours around water use; in Exeter, Professor Lizzie Kendon from the Met Office explains how climate change is shaping England's water future; and in Yorkshire, Clare Cashon, Project Officer at the Yorkshire Wildlife Trust, highlights the impact of water shortages on habitats and wildlife.

Reflecting on his experience, presenter Jeff Brazier said:

"Making this film changed the way I think about water. Like many people, I've always assumed it would be there when I needed it, but after speaking to the experts, it's clear we can't afford to take it for granted. What struck me most is that water scarcity isn't just about having less water coming out of our taps. It's about the impact on rivers, wildlife, communities, and the future resilience of our country. The challenge is bigger and more immediate than I realised, but the good news is that the choices we make every day can make a real difference. If we all start paying a bit more attention to how we use water, together we can help to make sure there's enough water for future generations."

To find out more, search Let's Save Water or visit letssavewater.com

provided an estimate, 65% underestimated usage by more than 100L. While a large proportion of respondents selected "don't know," meaning a strict majority claim cannot be made for the full sample, the overall pattern indicates that the public tends to significantly underestimate their daily water use.

About Let's Save Water

In England and Wales today, climate change and growing demand are affecting how much water is reliably available for homes, businesses and the environment. We need to save water now, and for future generations. Let's Save Water is a four-year campaign backed by regulators and water companies to help everyone across England and Wales use less water through small, everyday changes.

Year: 23 ♦ Issue: 1085 ♦ Friday 17 July - Thursday 23 July 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

এমসি কলেজে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ
এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড ৩ জনের যাবজ্জীবন

সিলেট অফিস : সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে ঘুরতে যাওয়া দম্পতিকে আটকে স্বামীর সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলার রায়ে ছাত্রলীগ নেতা সাইফুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই ঘটনায় অপর তিন ছাত্রলীগ নেতা শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, তারেকুল ইসলাম রনি ও অর্জুন লস্করকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক স্বপন কুমার সরকার জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

ঘটনা ২০২০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। ওইদিন বিকালে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে ঘুরতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ সুরমার এক নবদম্পতি। সন্ধ্যায় ছাত্রাবাসে নিয়ে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়। জানাজানি হওয়ার পর দেশ জুড়ে আলোচিত হয় এ ঘটনাটি। ক্ষোভ বাড়ে সিলেটে। আসামিদের গ্রেপ্তার দাবিতে চলে আন্দোলন। ঘটনার পর র‌্যাব ও পুলিশের একাধিক টিম আসামি গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। একেক করে গ্রেপ্তার করা হয় ৮ জন আসামিকে।

এরা হচ্ছে এমসি কলেজ ছাত্রলীগ নেতা সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান ওরফে রনি, তারেকুল ইসলাম ওরফে তারেক, অর্জুন লস্কর, আইনুদ্দিন ওরফে আইনুল, মিসবাউল ইসলাম রাজন, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান। ঘটনার পরদিন ধর্ষিতার স্বামী বাদী হয়ে শাহপরান থানায় ছয়জনের নাম উল্লেখ করে এবং দু'জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেন। পরবর্তীতে আসামিরা এ ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দেয়। আসামিদের ডিএনএ নমুনা পরীক্ষায় আটজন আসামির মধ্যে ছয়জনের ডিএনএর মিল পাওয়া যায়। এদিকে তদন্ত শেষ করে ওই বছরের ৩রা ডিসেম্বর আদালতে ৮ জনকেই অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহপরান থানার তৎকালীন ওসি তদন্ত ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। চার্জশিটে সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান ওরফে রনি, তারেকুল ইসলাম ওরফে তারেক, অর্জুন লস্কর, আইনুদ্দিন ওরফে আইনুল ও মিসবাউল ইসলাম ওরফে রাজনকে দলবেঁধে ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। আসামি রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান ওরফে মাসুমকে ধর্ষণে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। চার্জশিটে অভিযুক্ত হওয়ার ৮ জনকেই --১৭ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে যা জানালো ভারত

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের প্রশ্নকে 'সম্পূর্ণ আইনি বিষয়' বলে উল্লেখ করেছে ভারত সরকার। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমাদের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রত্যর্পণের যেকোনো বিষয়ই একটি আইনি বিষয় এবং সেটি আইন অনুযায়ীই নিষ্পত্তি করা হবে।

সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্স'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি এবং আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরে আত্মসমর্পণের পরিকল্পনা করছেন। সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন জয়সওয়াল।

বাংলাদেশে ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রগতির অভাবে স্থগিত হতে পারে- গণমাধ্যমের এমন প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দুই দেশের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়াই অব্যাহত রয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে --১৭ পৃষ্ঠায়

সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসছে 'ইউনিভার্সাল কার্ড' : তারেক রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, প্রান্তিক কৃষক এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বর্তমান সরকারের পর্যায়ক্রমিক সকল কল্যাণমুখী নাগরিক সুবিধা একটি একক কার্ডের আওতায় নিয়ে আসার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউনিভার্সাল কার্ড'। জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন এবং প্রথম বাজেট সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকদের দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়, তবে জনগণ এবং রাষ্ট্র উভয়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্পোর্টস কার্ড, প্রবাসী কার্ড কিংবা ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ধর্মীয় গুরুদের জন্য দেওয়া বিশেষ কার্ডের মতো সুযোগ-সুবিধাগুলো জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের কোনো করুণা বা দয়া নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের পরম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই ভবিষ্যতে আলাদা আলাদা সকল কার্ডের সমন্বয়ে এই সর্বজনীন বা 'ইউনিভার্সাল কার্ড' চালু করা হবে, যার মাধ্যমে নাগরিকরা একক পরিচয় ও কার্ডে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

বুধবার (১৫ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার --১৭ পৃষ্ঠায়

ইরানের হিট লিস্টে ১৩ বিশ্ব নেতা!

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে এক বিস্ফোরক 'টার্গেট' বা লক্ষ্যবস্তুর তালিকা প্রকাশ করেছে দেশটির একটি প্রভাবশালী গণমাধ্যম। এই তালিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতার ছবি ও নাম প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এএফপি এক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তেহরানের শাসনব্যবস্থার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রক্ষণশীল ও উসকানিমূলক সুরের জন্য পরিচিত 'হামশাহরি' নামের গণমাধ্যমটির অনলাইন সংস্করণে শনিবার গভীর রাতে এই লক্ষ্যবস্তুদের তালিকা (ইনফোগ্রাফিক) প্রকাশ করা হয়। এর ঠিক আগেই ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনিও তার বাবার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

শনিবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে মোজতবা খামেনি বলেন, 'প্রতিশোধ আমাদের গোটা জাতির ইচ্ছা এবং এটি অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে। তালিকায় নাম থাকা এই অপরাধীরা বিছানায় শান্তিতে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা মনে নিয়ে অপূরণীয় আতঙ্ক বুকে চেপেই কবরে যাবে।' মোজতবা খামেনি তার বিবৃতিতে 'তালিকা' শব্দটি মুখে উচ্চারণ করলেও নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেননি। তবে তার এই বিবৃতির পরপরই হামশাহরি পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে একটি বিশেষ ইনফোগ্রাফিক প্রকাশ করা হয়, যেখানে ১৩ জন বিদেশি নেতার --১৭ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তান কী ভেঙে যাচ্ছে?

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তান প্রায় দুই দশক ধরে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রদেশটিতে সহিংসতার ঘটনা বেশ বেড়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলার পরিমাণ অনেক বেড়েছে। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমাতে অভিযান জোরালো করেছে পাক বাহিনী।

আল জাজিরা, রয়টার্স ও এপিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে ফুটে উঠছে, বেলুচিস্তানের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি গুরুতর।

চলতি বছরে প্রদেশটিতে একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে জুলাইয়ে বেলুচিস্তানে বড় ধরনের কয়েকটি হামলা হয়েছে। এরপরেই সেখানকার পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত।

পাক বাহিনীর ভাষ্য --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে রাতের বেলায় ১৬-১৭ বছর বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া 'কারফিউ'

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে সরকার দেশটির ১৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য রাতের

বেলায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নতুন বিধিনিষেধের ঘোষণা দিয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, মধ্যরাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় অ্যাপগুলো ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকবে।

যদিও ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের অ্যাকাউন্টের সেটিংস পরিবর্তন করে এই সীমাবদ্ধতা তুলে দিতে পারবেন।

সরকারের দাবি, রাতের কারফিউর পাশাপাশি অটো-প্লে এবং ইনফিনিট স্ক্রলের মতো আসক্তিকর ফিচারও ডিফল্টভাবে বন্ধ রাখা হবে। এতে কিশোর-কিশোরীদের ঘুমের মান উন্নত হবে, পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে এবং পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর সুযোগ --১৭ পৃষ্ঠায়

'বউ' হিসেবে চীনে বিক্রি হচ্ছেন মিয়ানমারের নারীরা

পোস্ট ডেস্ক : যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে মিয়ানমারের নারীদের চীনে পাচার করে তথাকথিত 'অবিবাহিত পুরুষদের' কাছে বিক্রি করার ভয়াবহ ব্যবসা দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সাম্প্রতিক মামলাগুলো এই মানবপাচার চক্রের ব্যাপকতা নতুন করে সামনে এনেছে। খবর দ্য ইরাবতির।

জান্তা সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসেই দেশটিতে ৮০টি মানবপাচারের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি ঘটনায় মিয়ানমারেই ভুয়া বিয়ের আয়োজন করে পরে ভুক্তভোগীদের বিদেশে পাচার করা হয়, যার প্রধান গন্তব্য ছিল চীন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিয়ানমারের মান্দালয় অঞ্চলের ২০ বছর বয়সী তরুণীকে এক চীনা ব্যক্তির সন্তান জন্ম দিলে ১ কোটি ৫০ লাখ কিয়াত দেয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল।

এ ছাড়া ইয়াঙ্গুনের একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত পাকোক্কুর ২৮ বছর বয়সী এক নারীকে ছয় মাসের জন্য চীনা নাগরিককে বিয়ে করতে --১৭ পৃষ্ঠায়

আইআরজিসিকে সমর্থন করবে না যুক্তরাজ্য

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি) এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠীর প্রতি সব ধরনের সমর্থন নিষিদ্ধ করেছে যুক্তরাজ্য। দেশটিতে সাম্প্রতিক ইহুদিবিদ্বেষী হামলার পর রাষ্ট্র-সমর্থিত প্রক্সি গোষ্ঠীর তৎপরতা দমনে নতুন আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করে সোমবার (১৩ জুলাই) এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন আইনের আওতায় আইআরজিসি এবং

এর সহযোগী গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া, তাদের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ, সভা-সমাবেশে অংশ নেওয়া বা প্রতীক প্রদর্শন করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। সংসদে অনুমোদন পেলে আইনটি --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk